মায়ের প্রসাদ

১

সদর-মহলের দোতলার কোণের ঘরটায় বসিয়া শরৎ একলা নিরিবিলি নির্জ্জনে বি-এ পাশের পড়া পড়িত। সে দিন সকালে মা আসিয়া বলিলেন, "শরৎ, বাবা, তুমি এই জানালাটা বন্ধ করে রেখো, খুলো না; ওদিকে চেও না।" বলিয়া নিজেই অগ্রসর হইয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিতে গেলেন। কিন্তু জানালার সামনে টেবিল ছিল বলিয়া তিনি খড়খড়ির পাল্লার নাগাল পাইলেন না,—পুত্রকেই জানালা বন্ধ করিতে আদেশ করিলেন।

জানালাটা দক্ষিণ-মুখো। সেটা সর্ব্বদা বন্ধ করিয়া রাখিতে হইলে আলো, বিশেষ করিয়া হাওয়ায় বঞ্চিত হইতে হয়। তথাপি শরৎ জননীর কথায় প্রতিবাদ করিল না; কারণ জানিতে চাহিল না; কোনরূপ কৌতূহল বা চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না; শুধু কহিল, "আচ্ছা"; বলিয়া জননীর আদেশ পালন করিতে গেল।

জানালা বন্ধ করিতে গিয়া গলির অপর পার্শ্বে সামনের বাড়ীটার উপর তাহার নজর পড়িয়া গেল। ঐ বাড়ীটা গত কয়েক মাস ধরিয়া খালি পড়িয়া ছিল, জানালা দরজা সর্ব্বদা বন্ধই থাকিত; ইহাই দেখিতে তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। আজ দেখিল, বাড়ীটায় ভাড়াটিয়া আসিয়াছে, জানালা দরজা খোলা হইয়াছে, লোকজনের চলাফেরা দেখা যাইতেছে,কথাবার্ত্তার সাড়াও একটু আধটু পাওয়া যাইতেছে। সে আরও দেখিল, বাড়ীটার পূর্ব্বধারে যে একটু একতলার ছাদ আছে, সেই ছাদের উপর তুইটী মেয়ে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বুক সমান পাঁচিলের উপর ভিজা কাপড়, সেমিজ ইত্যাদি শুকাইতে দিতেছে। জানালা বন্ধ করিবার সময় তুইটী মেয়েই তাহার দিকে চাহিল। চাহিতেই তিনজনের চোখাচোখি হইয়া গেল। হইতেই মেয়ে তুটী তৎক্ষণাৎ চোখ নামাইয়া লইল। এতক্ষণে শরৎ মাতার আদেশের তাৎপর্য্য একটু একটু বুঝিতে পারিল। সে জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া, পাশের একটা জানালা খুলিয়া দিয়া পুনরায় পড়িতে বসিল। মা জানিতেন, ছেলে তাঁর তেমন নয়, তবু একবার সাবধান করা উচিত মনে করিয়া, তিনি অন্দর-মহল হইতে একেবারে সদর-মহলে আসিয়া হাজির হইয়াছিলেন। বলিবামাত্র ছেলে তাঁহার কথা রাখিল দেখিয়া, তিনি মনে মনে খুব খুসী হইয়া, মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

জননী প্রস্থান করিলে, শরৎ পড়া ছাড়িয়া উঠিয়া, টেবিলের

উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, হাত বাড়াইয়া খড়খড়ির পাখী খুলিয়া দেখিল, মেয়ে ছুটী তখনও চলিয়া যায় নাই, তাহাদের সেখানকার কায বোধ হয় তখনও সারা হয় নাই। পাখী খুলিবার শব্দে তাহারা আবার শরতের জানালার দিকে চাহিল। শরৎ এই-বার লক্ষ্য করিয়া দেখিল, বড় মেয়েটির বয়স যোল-সতের এবং ছোটটীর বয়স তের-চৌদ্দ বৎসর হইবে। এই বয়সের মেয়েদের সিঁথিতে সিঁদুর, না হয় পরণে থান কিম্বা সাদাধুতি দেখাই শরতের অভ্যাস ছিল। কিন্তু এই মেয়ে ছুটীর সেরূপ কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তাহাদের সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্ন নাই; সুতরাং তাহারা সধবা নয়; অথচ তাহাদের পরণে চওড়া ছু'পেড়ে সাড়ী এবং তার নীচে সেমিজ। যে সব কাপড়, সেমিজ, বডি তাহারা শুকাইতে দিতেছিল, তাহাও সম্ভবতঃ তাহাদের নিজেদেরই, অর্থাৎ ১৩।১৪ এবং ১৬।১৭ বৎসর বয়স্কা মেয়েদেরই। সুতরাং তাহারা বিধবাও নয়। তবে কি ইহারা কুমারী? এত বড় ধেড়ে আইবুড় মেয়ে!

ধনী গৃহস্থের একমাত্র পুত্র এই নির্জ্জন কক্ষে একাকী পড়াশুনা করে, আর ঠিক সামনের বাড়ীতেই এই রকম ব্যবস্থা—পুত্রবৎসলা জননী যে আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিবেন, এবং নিজেই পুত্রকে সাবধান করিতে আসিবেন, ইহা অস্বাভাবিক ত নহেই, বরং খুবই উচিত। শরৎ দুই তিন মিনিট খড়খড়ির পাখীর ভিতর দিয়া সেই মেয়ে ছুটীকে দেখিল; তাহারাও ঠিক ততক্ষণ

ধরিয়া জানালার দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর শরৎ সশব্দে পাখী বন্ধ করিয়া দিয়া আবার পড়ায় মন দিল।

২

বৈকালে কলেজ হইতে ফিরিয়া জলযোগের পর শরৎ পাড়ার সমবয়স্ক বন্ধুদের খোঁজে বাহির হইল। পাড়ায় তাহার বন্ধুর সংখ্যা বড় বেশী নহে। অবশ্য তাহার পরিচিত লোক অনেক আছে; কিন্তু তাহার বন্ধুত্বের দাবী করিতে পারে, এমন লোকের সংখ্যা অঙ্গুলী-গণনায় দুইটী আঙ্গুল পার হয় কি না সন্দেহ।

পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে বিপিনের সঙ্গেই তাহার ভাব বেশী। তাই সে প্রথমে বিপিনের সন্ধানে তাহার বাড়ীতে গেল; গিয়া শুনিল, বিপিন তখনও কলেজ হইতে ফিরে নাই। তার পর সতীশের বাড়ীতে গিয়া, তাহার ছোট ভায়ের মুখে শুনিল, তাহার দাদা কলেজ হইতে আধ ঘণ্টা আগে বাড়ীতে আসিয়া, জলটল খাইয়া এইমাত্র কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে। দুই জায়গায় হতাশ হইয়া শরৎ আর কোথাও না গিয়া, তাহাদের আড্ডা—চৌধুরীদের বৈঠকখানা অভিমুখে গমন করিল।

চৌধুরীদের বৈঠকখানা যদিও তাহাদের আড্ডা, কিন্তু সেখানে শরতের গতিবিধি বড় বেশী ছিল না। কালে ভদ্রে নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে, সে বড়-একটা এখানে আসিত না। চৌধুরীদের আড্ডায় তখন সতীশ, প্রমথ, চণ্ডী ও বৈকুণ্ঠ উপস্থিত

ছিল। শরৎকে দেখিয়াই সকলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "আরে শরৎ যে! আজ হঠাৎ এদিকে কি মনে করে? পূবের সূর্য্যি পশ্চিমে উঠল না কি?"

চণ্ডী একটু বেশী ঠোঁটকাটা। সে বলিল, "দাঁড়াও, আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছি, মনে করে দেখি। ওহে বৈকুণ্ঠ, আজ তোমাদের বৈঠকখানা শরৎবাবুর পদরেণু-স্পর্শে পবিত্র হ'ল। এই শুভ দিনটি চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্য তোমার কিছু ভোজের আয়োজন করা উচিত। আমাদের এই কয়জন সাধুকে ভোজন করালে তোমার অতিরিক্ত আরও একটা পুণ্য লাভের আশা আছে—সে কথাটা ভুলো না যেন।"

বৈকুণ্ঠ নিজের উরুতে এক সজোর চপেটাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল, "বহুত আচ্ছা, রাজী আছি। আপাততঃ চা ভোজন থেকে সুরু হোক; তারপর ভাল দিনক্ষণ দেখে সিগারেট ও তামাক ভোজনের ব্যবস্থা করা যাবে।" এই বলিয়া তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া হাঁক দিল, "ওরে পটলা, আজ আমাদের পাঁচ কাপ চা চাই, বাড়ীতে বলে দে। আরও দুই এক কাপ বেশী করে তৈরী করতে বলে দিস—যদি এর মধ্যে আর কেউ এসে পড়ে।"

চণ্ডী বলিল, "না হে বৈকুণ্ঠ, ঠাট্টা নয়—সত্যি সত্যি তোমাদের এখানে একদিন ভোজ না হলে আমরা কিছুতেই ছাড়ব না।"

শরৎ এই অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনায় কিছু বিব্রত হইয়া

পড়িয়াছিল। তাহা দেখিয়া সতীশ চণ্ডীকে ধমক দিয়া কহিল, "আঃ, কি করিস চণ্ডে, তোর কি সকল সময়েই ঠাট্টা! এস ভাই শরৎ,—দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস না!"

শরৎ তক্তাপোসের উপর উঠিয়া বসিয়া কহিল, "আমি তোমাদের বাড়ীতে গিছলুম তোমায় খুঁজতে; তোমার ভাই বললে তুমি জল খেয়েই কোথা বেরিয়েছ। তাই—"

"অনুগ্রহ করে আড্ডায় পায়ের ধূলো দিতে এলুম!"

সতীশ চণ্ডীকে আর এক ধমক দিয়া কহিল, "তুই এক দণ্ড চুপ করে থাক্‌তে পারিস না?" তার পর শরৎকে কহিল, "কেন, কি দরকার বল দেখি?"

"দরকার তেমন কিছু নয়।"

"যেমনই হোক, শুনিই না।"

"ক'দিন দেখা সাক্ষাৎ হয় নি—তাই মনে করলুম—"

"তুমি কি আমাকে চাটগেঁয়ে বাঙ্গাল পেলে? ক'দিন দেখা সাক্ষাৎ হয় নি? কাল বিকেলবেলা ত আমাদের বাইরের ঘরে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে গেলে!"

চণ্ডী সতীশের কাছ হইতে দুইবার ধমক খাইয়াও আপনাকে সংযত করিতে পারিল না; দু'জনের কথার মাঝখানে বলিয়া বসিল, "বলি, ভায়া কি প্রেমে পড়ে গেছ না কি? আজ কলেজে যাওয়া হয়েছিল?"

বিস্মিত শরৎ কহিল, "কেন হবে না?"

"নিশ্চয়ই আজ তুমি কলেজ যাওনি—সমস্ত দিন কলেজ পালিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছ।"

শরৎ কহিল, "কখ্‌খনো না ;—শুধু শুধু কলেজ কামাই করব কেন ?"

শরৎ চণ্ডীর কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছে না দেখিয়া, সতীশ সহাস্য মুখে চণ্ডীকে আবার ধমক দিয়া বলিল, "কি ফাজ্‌লামো করিস, চুপ কর না ?" শরৎকে বলিল, "চণ্ডের কথার মানে বুঝলে না ?—ও বল্‌ছে, তুমি প্রেমে পড়ে গেছ বলে' তোমার সব কাযে ভুল হচ্ছে। প্রেমিকদের এ রকম ভুল হয় কি না! তারা চন্দ্রকে সূর্য্য মনে করে, রামকে শ্যাম মনে করে, কলেজে না গিয়েও মনে করে, গেছলুম। যাক্, ও পাগলার কথা ছেড়ে দাও। কাল বিকেলবেলা যখন তোমার সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে বসে এক ঘণ্টা ধরে গল্প করা গেল, তখন তোমার এ কথাটা ঠিক নয় যে, ক'দিন আমার সঙ্গে তোমার দেখা না হওয়ার দরুণ তুমি পাড়াময় আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ। তাই আমরা জান্‌তে চাচ্চি, তোমার আসল মতলবটা কি ?"

"আচ্ছা ভাই, ৩০ নম্বর বাড়ীতে কারা ভাড়াটে এসেছে, জান ?"

প্রমথ বলিল, "তাই বল না ; এতক্ষণ আমড়াগেছে করা হচ্ছিল কেন ?"

বৈকুণ্ঠ বলিল, "তোমাদের সামনের বাড়ীটাতে ত ? তোমার

বন্ধুর কথাটা রাখো—জাত যাবে না। যাক্, আজ তোমার জানবার সৌভাগ্য হ'ল কেমন করে ?"

"মা আজ সকালে আমার পড়ার ঘরে উপদ্রব করতে এসেছিলেন—ওদিককার সামনের জানালাটা খুলতে মানা করে গেলেন।"

"তা' তিনি করতে পারেন ; কারণ প্রিয়বাবুর দুইটী কন্যা আছেন ; একটী প্রাপ্ত-বয়স্কা, এবং একটি অ-প্রাপ্ত-বয়স্কা। তবে আট দিন পরে কি তোমার মার হুস হ'ল যে, তাঁর ছেলেটি বিপন্ন—তার রক্ষার বন্দোবস্ত করা দরকার ? তবে হাঁ, তোমার অবস্থা স্বতন্ত্র বটে ; যেহেতু, মা তোমার জানলা বন্ধ করে না দিলে, তুমি হয় ত জান্‌তেই পারতে না যে, আট দিন ধরে, তোমার দুর্গ বিজয়ের জন্য সীজ আরম্ভ হয়েছে। আমাদের কারও তোমার মত অবস্থা হলে এই আট দিনে আট-আঠারোং একশো চুয়াল্লিশ অক্ষৌহিণী সৈন্য ধ্বংস করে আটটা মহাকুরুক্ষেত্র যুদ্ধের হার-জিতের মীমাংসা হয়ে যেত। বলি, শুভদৃষ্টি হয়ে গেছে ত ?"

"বিপিন, তুমি ল কলেজ য়্যাটেণ্ড করছ ত ?"

"এই ! হতভাগার রকম দেখ—কি থেকে কি কথা এনে ফেললে দেখ !"

"তোমার বিলেতে গিয়ে ব্যারিষ্টার হয়ে আসা কর্ত্তব্য—খুব পসার জমাতে পারবে। যে লম্বা স্পীচ দিয়েছ,—কোন জজ

ম্যাজিষ্ট্রেট তোমার স্পীচ শুনে তোমার পক্ষে রায় না দিয়ে থাকতে পারবেন না।"

"তবে না কি শরৎ আমাদের রসিকতা জানে না!"

"'পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।' তোমাদের পাল্লায় পড়লে রসিক হওয়া ত কোন্ ছার! শুষ্ক তরু মুঞ্জরে যে!"

"হয়েছে, এবার তোমার দফা রফা হয়েছে। মার আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নয়। But she is too late! রোগ এখন শিবের অসাধ্য হয়ে পড়েছে। দেখ শরৎ, সাবধান! তোমার মায়ের তুমি সবেধন নীলমণি! অমন করে যার তার হাতে নিজেকে বিলিয়ে দিও না।"

প্রমথ এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রঙ্গ দেখিতেছিল; এইবার বলিল, "এখন থেকে বেরসিক বলে যে তোমার বদনাম করবে শরৎ, মাইরি, আমি আর তার মুখ দেখছি না।"

বৈকুণ্ঠ তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, "ভ্যালা মোর ভাই রে! লাখ কথার এক কথা বলেছ!"

বিপিন চুম্‌কুড়ি দিয়া বলিল, "কবি-প্রসিদ্ধি আছে, সুন্দরী রমণীদের চরণ-স্পৃষ্ট না হ'লে অশোক গাছে ফুল ফোটে না। মোটা কথায়, শরতের অদৃষ্টে এইবার 'মেয়ে নাথি' জুটেছে। তাই ভায়ার মুখ দিয়ে রসিকতার খই ফুট্‌চে!"

চণ্ডী বলিল, "ওটা ঠিক উপমা হল না। 'উপমা কালিদাসস্য'।

কালিদাসের মুখে ঐ উপমা সাজ্‌ত। তোমার মুখে মানায় না। বরং বল্‌তে পার্‌তে—শরতের অদৃষ্টে অয়স্কান্ত মণির স্পর্শ ঘটেছে।"

"অথবা স্পর্শমণির স্পর্শ!"

"না হে না! এ যে একেবারে রসিকতার বৈতরণী!"

"কিম্বা বিষ্ণু-পাদোদক গঙ্গা!"

সহসা বৈকুণ্ঠ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ওরে চুপ! চুপ! বড়-দা আপিস থেকে আস্‌ছেন!"

সকলে রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিল, দূরে বৈকুণ্ঠের বড়-দার ধড়াচূড়া-পরা মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। তখন প্রথমে বিপিন, পরে প্রমথ, তার পর চণ্ডী, তার পর সতীশ, অবশেষে শরৎও প্রথমে একে একে, শেষকালে এক সঙ্গে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "চুপ!" তখন বৈঠকখানা প্রতিধ্বনিত করিয়া ধ্বনি উঠিল, 'চুপ!' কেবল বৈকুণ্ঠ এই কোরাসে যোগ দিতে পারিল না।

অগত্যা সে-দিনকার মত আড্ডা ভাঙ্গিল।

৩

শরৎদের বাড়ীর সামনের এবং দুই পাশের কয়খানা বাড়ীই ভাড়াটিয়া। বাড়ীগুলির কোনখানা ছোট, কোনখানা মাঝারি, কোনখানা বড়। এই সকল বাড়ীতে পূর্ব্বে উহাদের মালিকেরা নিজেরাই বাস করিতেন। ক্রমে তাঁহাদের অবস্থা-বিপর্য্যয়ের

ফলে অধিকাংশই ভাড়াটিয়া বাড়ীতে পরিণত হইয়াছে। বড় বড় দুই একখানা বাড়ীর মালিকেরা এখনও তথায় বাস করিতেছেন বটে, কিন্তু সমস্তটায় নহে—কতকটা অংশে নিজেরা আছেন, কতকটা ভাড়া দিয়া আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। মাঝারি ও ছোট বাড়ীগুলার অধিকাংশই হয় হস্তান্তর হইয়াছে এবং নূতন মালিকেরা অন্যত্র থাকিয়া বাড়ীগুলি ভাড়া দিতেছেন; না হয়, পুরাতন মালিকেরা অন্য যায়গায় অল্প ভাড়ায় বাড়ী ভাড়া লইয়া নিজেদের বাড়ীগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক টাকায় ভাড়া দিতেছেন। এক ঘর, দুই ঘর করিয়া অনেকগুলি ব্রাহ্ম পরিবার, পল্লীটি তাঁহাদের মনের মতন দেখিয়া, ক্রমে ক্রমে ঐ সকল বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতেছেন। অল্প দিনের মধ্যেই পাড়াটি এক রকম ব্রাহ্ম পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। শরৎ কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের বড় একটা খোঁজ রাখে না।

প্রিয়গোপালবাবু যে বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতেছেন, সে বাড়ীখানা শরতের পড়িবার ঘরের ঠিক সাম্‌নে। শরতের জননী যে দিন হইতে তাহার ঘরের জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই দিন হইতে জানালাটি বন্ধই আছে। শরৎ মাতার আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেছে। প্রথম দিন যে সে জানালার পাখী খুলিয়া দুই তিন মিনিট ধরিয়া প্রিয়গোপালবাবুর মেয়ে দুটীকে ও তাহাদের কাপড় শুকাইতে দেওয়া দেখিয়াছিল, তাহার পর আর একদিনও এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে তাহাদের দিকে দৃষ্টি-

পাত করে নাই—দেখিবার জন্য তাহার মনে লেশমাত্র কৌতূহল জন্মে নাই।

তাহার এইরূপ ঔদাসীন্যের কারণ, একদিন বিপিন ও তাহার কথোপকথন হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি।

প্রায় এক মাস পরে এক রবিবার সকালে বিপিনের বাহিরের ঘরে দুই বন্ধু বসিয়া আলাপ করিতেছিল।

সহসা বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার লভ য়্যাফেয়ারের প্রগ্রেস কতদূর?"

শরৎ একটু বিরক্তিভরে উত্তর করিল, "কি পাগলের মতন বকো! আর এক মাস বাদে য়্যানুয়াল একজামিন—পড়াশুনা করবারই সময় পাচ্ছি না—তার উপর আবার লভ য়্যাফেয়ার!"

"সে কি হে! সে দিন অত রসিকতার বান ডাকিয়ে দিলে দেখে, আমি ভেবেছিলুম, তুমি এবার উৎরে গেছ—শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে, অর্থাৎ কি না,—গুড্ বয়দের দল ছেড়ে আমাদের—ব্যাড বয়দের দলে এসে মিশেছ। আর আজ এ কি শুনি! রোম্যান্সের এত বড় একটা চান্স এমন করে' মাঠে মারা যেতে দিচ্ছ? তুমি নেহাত ইন্‌করিজিব্‌ল্। একেবারে সাম্‌না-সাম্‌নি—দিনান্তে একবারও কি দেখাশুনাও হয় না?"

"না। মা যেদিন থেকে জানলা বন্ধ করিয়ে দিয়ে গেছেন, সে দিন থেকে জানলা বন্ধই আছে।"

"আচ্ছা, মার হুকুম—জানলাই না হয় না খুললে; পাখীগুলো

খুলতেও কি তোমার মা বারণ করে দিয়েছেন? কই, সেদিন ত এমন কোন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার কথা তোমার মুখে শুনিনি!"

"পাখীই যদি খুললাম, তবে জানলা খুলতেই বা দোষ কি?"

বিপিন প্রদীপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ব্রাভো! ধন্য! তোমার মাতৃভক্তি ধন্য! মাতৃভক্তিতে তুমি গুরুদাসবাবুকেও হারিয়ে দিয়েছ। তোমার বন্ধু বলে আমরাও ধন্য! আচ্ছা, ওকথা যাক্‌গে। চুপি চুপি তোমায় জিজ্ঞেস করি—একথা আর কাক-পক্ষীতেও জান্‌তে পারবে না—তোমার মনের খুব নিভৃত কোণেও কি এতটুকুও কৌতূহল হচ্চে না?"

"কেবল এক দিন। প্রথম দিনই মা চলে যাবার পর মিনিট ছুত্তিন পাখী খুলে দেখেছিলাম।"

"তাইতেই তোমার সমস্ত কৌতূহল নিবৃত্ত হয়ে গেল?"

"সমস্ত!"

"ধন্য! আবার বলি, ধন্য! থ্রাইস ধন্য!!!"

"সত্যি বল্‌ছি ভাই, ব্রাহ্ম মেয়েদের আমার মোটে ভাল লাগে না। তাদের সাজ-পোষাক, চালচলন, ভাবভঙ্গী—এমন কি তাদের মুখের গড়নটি পর্য্যন্ত, আমার মনে হয় যেন কৃত্রিম। তাতে স্বাভাবিকতা বড় অল্প—কিছু নেই বললেই হয়। কোন রকম চেষ্টা না করে স্বভাবের উপর নির্ভর করলে তারা যে রকম ভাবে গড়ে উঠতে পারত, তাদের মধ্যে সে ভাবটার আমি বড় অভাব দেখতে পাই। রাত দিন পড়ে' পড়ে' শরীর মনকে অযথা কষ্ট

দিয়ে ক্লান্ত করে' ফেলে বলে' তাদের শরীরটা ত ঠিকমত পুষ্টি ও পরিণতি লাভ করতে পারে না; তার উপর, ক্রমাগত চেষ্টা করে' করে' তারা মুখের ভাবভঙ্গী এমনি অস্বাভাবিক করে ফেলে যে, তাতে তাদের গড়নেরও যেন স্বাভাবিকতা থাকে না। তাদের চেষ্টা—ক্রমাগত চেষ্টা—কিসে তাদের সুন্দর দেখাবে। এই চেষ্টার ফলে যত রকম কৃত্রিম সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির উপায় আছে, তা তারা অবলম্বন করতে ছাড়ে না। তার ফলে ঘটে ঠিক উল্টো—তাতেই তাদের সৌন্দর্য্যের সর্ব্বনাশ হয়—স্বাভাবিক লাবণ্য তারা হারিয়ে বসে। কিন্তু হিন্দু মেয়েদের দেখ, তারা এতটা কৃত্রিমতার পক্ষ-পাতী নয় বলে' স্বভাবতঃই ব্রাহ্ম মেয়েদের চেয়ে সুন্দর।"

"তোমার কথা কতকটা ঠিক বটে। কিন্তু ব্রাহ্ম মেয়েদের মধ্যে কি যথার্থ সুন্দরী একটীও নাই?"

"তা' থাকবে না কেন? একেবারে নেই, সে কথা ত আমি বলিনি। কিন্তু তারা যদি স্বভাবের উপর নির্ভর করত, তা'হলে তারা আরও বেশী সৌন্দর্য্য লাভ করতে পারত।"

"প্রিয়বাবুর মেয়ে দুটীকে মিনিট দুত্তিন লুকিয়ে দেখেই তুমি একেবারে এতটা অভিজ্ঞতা লাভ করে' বসেছ?"

"এও কি কথনও সম্ভব?"

"তবে এত কথা শিথলে কোত্থেকে? কটা ব্রাহ্ম মেয়ে তুমি দেখেছ যে, এত বড় একটা সিদ্ধান্ত করে ফেলেছ?"

"অনেক—অনেক। যাঁরা সর্ব্বদা বাইরে বেরোন, সভা-

সমিতিতে যান, কি হেঁটে বেড়াতে যান, তাঁদের ত সকলেই দেখতে পায়। কিন্তু যাঁরা সর্ব্বদা বাইরে বেরোন না—নিতান্ত বেরোবার দরকার হোলেও গাড়ীতে ভিন্ন কোথাও যাতায়াত করেন না, এমন অনেক ব্রাহ্ম মেয়েকে দেখবার আমার সুযোগ ঘটেছে—অনেক ব্রাহ্ম পরিবারের সঙ্গে মেশবার অধিকার আমি লাভ করেছি। তাই থেকেই আমি জানি।”

“কিন্তু তুমি এঁদের উপর মস্ত একটা অবিচার কর্‌ছ।”

“অবিচার? কি অবিচার কর্‌ছি?”

“তুমি এটা ভেবে দেখছ না যে, ওঁরা একটা নূতন সামাজিক প্রথা চালাতে চাচ্ছেন। সেটা দেশের প্রচলিত প্রথার ঘোর বিরোধী—একেবারে ঠিক উল্টো। দেশের লোকে ওঁদের উপর এক রকম খড়্গহস্ত হয়েই রয়েছে। সব দেশের সমাজেই কেউ কোন নূতন ধরণ চালাতে চেষ্টা করলে লোকে এই রকম খড়্গ-হস্ত হয়ে ওঠে। এ রকম অবস্থায় ওঁদের খুব সাবধানে না চললে চলে কি? তাতে একটু অস্বাভাবিকতা এসে পড়বেই যে! তুমি কি দেখনি, মেয়েরা যখন আল্‌তা পরে উঠে আসে, তখন কাঁচা আলতা পাছে পুঁছে যায়, কিম্বা কাপড়ে চোপড়ে কি গাময় লেপ্টে যায়, এই ভয়ে তারা খানিকক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে চলে? আর এটা তুমি লক্ষ্য না করে থাকৃতে পার; কিন্তু আমাদের ইস্কুলে কেল্লা থেকে গোরা ড্রিল মাষ্টার যখন আমাদের ড্রিল শেখাতে আস্‌ত, তখন কি বল্‌ত, তা মনে নেই?

বল্‌ত যে, চলা ফেরার আমাদের আজন্ম অভ্যাস সব ভুলে যেতে হবে।—আমরা চলবার সময় আগে ডান পা বাড়াই, তার পর বাঁ পা। কিন্তু মার্চ্চের সময় আগে বাঁ পা, তার পর ডান পা বাড়াতে হয়। আমরা চলবার সময় আগে গোড়ালি মাটীতে ঠেকাই তার পর 'টো'; কিন্তু মার্চ্চের সময় আগে 'টো' মাটীতে ঠেক্‌বে, তার পর গোড়ালি। নূতন প্রথা চালাতে গেলেই এই রকম না করলে চলে না।"

"কিন্তু, সেটা এমন কি আবশ্যক? দেশ, কাল, পাত্র বুঝে চললে ত আর এমন অস্বাভাবিক আচরণ করতে হয় না!"

"তোমার আমার চোখে ওঁদের সামাজিক প্রথা যেমনই ঠেকুক, ওঁরা সেটা ভাল বলেই মনে করেন, আর সেই প্রিন্সিপ্‌ল্‌ ধরে চলচেন; এতে আমি ওঁদের কিছুই দোষ দেখি না।"

"কিন্তু ভাই, আমার সেটা ভাল লাগে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ওঁদের মত বিভিন্ন হোক্, তাতে আমি কোন ক্ষতি দেখি না। ওঁরা ওঁদের নিজের মতেই চলুন,—বহুত আচ্ছা। কিন্তু সমাজটাকে ভাঙ্গবার দরকার কি? আমাদের এই হিন্দু সমাজে কত রকম ধর্ম্ম মত রয়েছে—বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর—এই সব। কিন্তু কই, এঁরা ত বেশ মিলে মিশে আছেন—সমাজ ভাঙ্গবার চেষ্টা ত কেউ করেন নি!"

"তোমার পেটে যে এত বিদ্যে গজগজ করচে, কই, এতদিন ত তার কিছুই আমি জানতাম না!"

"সে যে অনেক কথা ভাই!"

"হলেই বা অনেক কথা। আমাদের অবসরও ত কম লম্বা নয়।"

"আচ্ছা, সে আর একদিন হবে। আজ আমার কায আছে। বেলা হ'ল, চান করিগে-—" বলিয়াই শরৎ উঠিয়া পড়িল।

৪

কি একটা পর্ব্ব উপলক্ষে সেদিন শরতের কলেজ বন্ধ ছিল। শরৎ সে দিন কিন্তু বাড়ীতেও ছিল না,—তাহাদের কলেজেরই বন্ধু উপেনের বাড়ীতে তাহার মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল।

উপেনের বাড়ী কলিকাতা হইতে কয়েকটা ষ্টেসন পরে পানা-পুকুর গ্রামে। তাহাদের অবস্থা ভাল, গ্রামের তাহারাই জমিদার। সে ডেলী প্যাসেঞ্জার, প্রত্যহ বাড়ী হইতে কলেজে যাতায়াত করিত। বাড়ীর কোন মহিলার কি একটা ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেই উপলক্ষেই উপেন তাহার কলেজের প্রিয় বন্ধু শরৎকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিল।

গ্রামে কয়েক ঘর ব্রাহ্ম ভদ্র গৃহস্থের বসতি আছে। তাঁহাদেরই মধ্যে একজনের বাড়ীর বৈঠকখানায় একটু সমাজের মতও ছিল। রবিবার রবিবার সেখানে নিত্য নিয়মিত উপাসনা ত হইতই; তা'ছাড়া ছুটী-টুটির দিনে অবসর থাকিলে সুবিধা মত মাঝে মাঝে

উৎসবের আয়োজনও হইত। সেই সকল উৎসবে গ্রামবাসী ব্রাহ্মদের কলিকাতাবাসী ব্রাহ্ম বন্ধুরা নিমন্ত্রিত হইতেন এবং অনেকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেও যাইতেন। আজও সেইরূপ একটী উৎসব ছিল এবং কলিকাতা হইতে কয়েকটি ব্রাহ্ম ভদ্রলোক ও মহিলা উৎসবে যোগ দিবার জন্য পানাপুকুরে আসিয়াছিলেন।

আহারাদির পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ও আলাপ করিয়া, ট্রেণের সময় হইয়াছে বুঝিয়া, শরৎ বিদায় প্রার্থনা করিল। গেজেটেড হলি-ডে বলিয়া সেদিন ট্রেণ বেশী ছিল না এবং ইহার পরবর্ত্তী ট্রেণখানি কয়েক ঘণ্টা পরে রাত্রি নয়টার সময় ছাড়িবে। সুতরাং উপেন বন্ধুর প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর করিয়া দিল, এবং তাহাকে ট্রেণে তুলিয়া দিবার জন্য তাহার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেসনে আসিল। এ দিকে রাত্রির ট্রেণে ফিরিতে অসুবিধা হইবে বুঝিয়া উৎসবে সমাগত ব্রাহ্ম ভদ্রলোক ও মহিলাগণও সেই ট্রেণ ধরিবার জন্য একে একে ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

তখনও গাড়ী আসিবার আধ ঘণ্টা বিলম্ব ছিল, এবং টিকিট কাটাইবার হাঙ্গামাও ছিল না। শরতের কাছে রিটার্ণ টিকিট ছিল। দুই বন্ধুতে প্লাটফরমের এদিক হইতে ওদিক পর্য্যন্ত বেড়াইয়া বেড়াইতেছিল। এক যায়গায় শরৎ হঠাৎ থামিয়া পড়িয়া বন্ধুকে কহিল, "দেখ, দেখ!" বন্ধুর নির্দ্দেশ মত চাহিয়া দেখিয়া উপেন একটু হাসিল।

দেখিবার জিনিসই বটে। মেয়েটির বয়স ১৬।১৭ বৎসর

হইবে। তিনি যে ব্রাহ্ম মহিলা তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র ছিল না। যে সকল ব্রাহ্ম মহিলা ও ভদ্রলোক কলিকাতায় যাইবার জন্য ষ্টেসনে আসিয়াছিলেন, মেয়েটি তাঁহাদেরই দলভুক্তা এবং তাঁহাদের সঙ্গেই চলাফেরা করিতেছিলেন। তাঁহার বেশ-ভূষাও ব্রাহ্ম মহিলারই ন্যায়। তবে তাহাতে একটু অতিরিক্ত পারিপাট্য ও একটু বিশেষ রকম বৈচিত্র্য ছিল। এই বৈচিত্র্য এত স্পষ্ট যে, তাহা কাহারও নজর এড়াইয়া যাইতে পারে না, এবং এই বৈচিত্র্যটুকু দেখিয়াই শরৎ চলিতে চলিতে থামিয়া গিয়া বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বৈচিত্র্যটুকু এই—মেয়েটির পায়ে জুতা ছিল না; তাহার বদলে ছিল আলতা। তাহাতে তাঁহার চরণ-যুগলের শোভা ঠিক রক্ত-কমলের মতই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। জুতা পায়ে দিলে এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যটুকু দর্শকের নজরে পড়িবে না ভয়েই বোধ হয় তিনি খালি পায়ে ছিলেন। আর তাঁহার সিঁথিতে ছিল সিঁদুর। তাহাতে তাঁহার গৌরবর্ণ মুখশ্রী আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। তাঁহার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য—তাঁহার ওষ্ঠাধরে সলজ্জ মৃদু হাসি; কিন্তু তাহাতে সঙ্কোচের লেশ মাত্র ছিল না।

শরৎ সিটিকলেজে পাঁচ বৎসরব্যাপী ছাত্রাবস্থার কল্যাণে ব্রাহ্ম মহিলা অনেক দেখিয়াছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন মহিলারই এমন অভিনব অথচ সুন্দর বেশভূষা দেখে নাই। মেয়েটির গড়ন অতি সুন্দর, বর্ণ গৌর, কিন্তু প্রখর নহে; সে

বর্ণ দেখিলে চক্ষু ঝলসিয়া যায় না। তাহা উজ্জ্বল অথচ মধুর, স্নিগ্ধ, কোমল। তাহার উপর ব্রাহ্ম ধরণের বেশভূষার সঙ্গে হিন্দু ধরণের সিঁদূর ও আল্‌তা। মোটের উপর মেয়েটিকে দেখিয়া শরৎ একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

কোন ভদ্র মহিলার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা হিন্দু রীতি অনুসারে ত ভদ্রতাসঙ্গত নহেই ; ব্রাহ্ম রীতি-পদ্ধতি অনুসারেও এরূপ ধৃষ্টতা মার্জ্জনীয় নহে ; তা' সে মহিলাটি হিন্দুই হউন বা ব্রাহ্মই হউন। তাহার এই প্রগল্‌ভতা দেখিয়াই সম্ভবতঃ উপেন হাসিয়াছে মনে করিয়া একটু লজ্জিত, একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া শরৎ কহিল, "হাস্‌লে যে ?"

তাহাকে হাসিতে দেখিয়া বন্ধু অপ্রস্তুত হইয়াছে, বুঝিতে পারিয়া, সেটুকু কৌশলে শোধরাইয়া লইবার অভিপ্রায়ে উপেন কহিল, "হাসলুম এইজন্য যে, তোমার চোখে নূতন ঠেক্‌তে পারে—আমার ও দেখা অভ্যাস আছে ; আমাকে আর দেখাতে হবে না, তুমি নিজে যতক্ষণ পার দেখ।"

"তুমি এঁকে এর আগে দেখেছিলে না কি ?"

"কতবার! উনি এখানকার ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে প্রায়ই এসে থাকেন।"

"তুমি তা' হলে ওঁকে চেন ?"

"চিনি।"

"ওঁর নাম-ধাম পরিচয়—এ-সমস্ত জানো ?"

"জানি।"

"কেমন কোরে জান্‌লে? উনি ব্রাহ্ম, তুমি হিন্দু—তুমি ওঁর পরিচয়, নাড়ী নক্ষত্র এসব কি রকম কোরে জান্‌লে, আমায় বল্‌তে হবে।"

"আমরা হলুম এখানকার বনেদী বাসিন্দা। আর এ ত তোমার কল্‌কাতা নয়, যে, কেউ কারুর খোঁজ খবর রাখে না। আমাদের পাড়াগাঁয়ে আমরা সকলেই সকলের ঘরের কথা জানি। তা'ছাড়া, যাঁর বাড়ীতে সমাজ বসে, তিনি আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। তিনিও এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা—যদিও অবস্থা খুব ভাল নয়।"

"তা হলেও, এ মেয়েটির এত পরিচয় তুমি কি রকম করে জানতে পারলে তা আমি বুঝতে পার্‌ছি না। এঁর সঙ্গে তোমার আলাপও আছে বোধ হয়?"

"একটু একটু আছে বৈ কি? ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে বন্ধু আমায় নিমন্ত্রণ করে যে!"

"তুমি যাও?"

"মাঝে মাঝে যেতে হয় বৈ কি! তা' নইলে কি বন্ধুত্ব থাকে? না, ভদ্রতা থাকে?"

"আজ কই তোমার নিমন্ত্রণ হয় নি? তোমাকে যেতে দেখ্‌লাম না ত!"

"আজও নিমন্ত্রণ হয়েছিল। তবে আজ আমার নিজের

বাড়ীতে কায; আর আজকের উৎসবও সামান্য রকম ছিল, তাই যাইনি।"

"আচ্ছা, তোমার বাড়ীর কায-কর্ম্মে তুমি ওঁদের নিমন্ত্রণ কর?"

"সকলকে করি না; নিমন্ত্রণ করবার মত ঘনিষ্ঠতা ওঁদের সকলের সঙ্গে আমার হয় নি। তবে আমার বন্ধুকে কোরে থাকি।"

"আজ করেছিলে?"

"হ্যাঁ, করেছিলাম।"

"তিনি এসেছিলেন?"

"কেমন কোরে আসবেন? আমি যে কারণে তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারিনি, তিনিও ঠিক সেই কারণেই আমার নিমন্ত্রণ রাখতে পারেন নি। তাঁর নিজের বাড়ী উৎসব—এতগুলি ভদ্রলোক এতগুলি ভদ্রমহিলা তাঁর বাড়ীতে অতিথি—তিনি নিজে এঁদের অভ্যর্থনা না করলে আর কে কোরবে?"

"আচ্ছা, এই যে এতগুলি ব্রাহ্ম ভদ্রলোক রয়েছেন, এঁদের মধ্যে ঐ মেয়েটির স্বামী কোন্‌টি?"

এবার উপেন উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিল, "ওঁর আবার স্বামী কোথায়? ওঁর এখনও বিয়ে হয়নি।"

শরৎ অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, "তবে সিঁথেয় সিঁদূর দিয়েছেন যে!"

"তা' আমি কেমন করে জানব বল! হয় ত সুন্দর দেখাবে বলে'; আর, দেখাচ্ছেও ত!"

"তবে কি উনি একলা এসেছেন?"

"এতগুলি ভদ্রলোক আর মহিলার সঙ্গে যখন উনি এসেছেন, তখন আর একলা কোথায়? তবে তুমি বোধ হয় ওঁর গার্জ্জেনকে মিন কোরছো। ওঁর বাপ এসেছেন, ওঁর কাকা এসেছেন। ঐ যে যাঁর হাতে লাঠি আর চোখে চসমা, উনিই ওঁর বাবা। আর গরদের কোট গায়ে ঐ যে ভদ্রলোকটি সকলের পিছনে আস্ছেন, উনিই রমলার কাকা।"

"মেয়েটির নাম বুঝি রমলা? বেশ নামটি ত!"

"হ্যাঁ। ওঁর বাপের নাম পূর্ণচন্দ্র বসু। উনি রিটায়ার্ড সিবিলিয়ান।"

"সিবিলিয়ান! অথচ ধুতি-চাদর পরে বাইরে বেরিয়েছেন?"

"কেন, তাতে কি দোষ হয়েছে?"

"সিবিলিয়ানরা ত সাহেব সেজে থাকেন।"

"অনেকে বটে, সকলে নয়। কেউ কেউ বাঙ্গালী বেশেই থাকেন, তাতে তাঁদের জাত যায় না। বিশেষতঃ, ইনি ত আর এখন সার্ব্বিসে নেই, রিটায়ার হ'য়েচেন,—ধুতি চাদর পরায় এঁর কোন দোষ হ'তে পারে না।"

"আচ্ছা, এঁদের বাড়ী কোথায় জান?"

উপেন আর একবার উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। শরৎ ভাবিল,

এঁদের সম্বন্ধে এতটা কৌতূহল প্রকাশ করা ভাল হইতেছে না; তাই বুঝি উপেন হাসিয়া উঠিল। এই ভাবিয়া সলজ্জ মৃদু হাসিয়া সে কহিল, "হাস্‌লে যে? এঁদের বাড়ী কোথায়, জান্‌তে চাওয়াতে কি কোন দোষ হয়েচে?"

"দোষ কিছুই হয়নি। তবে তোমার তা আগেই জানা উচিত ছিল।"

"কেন, আমি কেমন করে জানব? আমি ত এঁদের এই আজ প্রথম দেখলাম।"

"উচিত ছিল না? এঁরা যে তোমাদের পাড়ায় থাকেন। তোমার প্রতিবেশী বল্‌তে গেলে।"

"আমাদের পাড়ায়? আমাদের গলিতে? কোন্ বাড়ীটা?"

"তোমাদের বাড়ীর সাম্‌নে।"

"আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে প্রিয়গোপাল মজুমদার বলে একটী ব্রাহ্ম ভদ্রলোক একবৎসর হ'ল এসে বাস কচ্ছেন জানি। তিনি কোন একটা রাজ ষ্টেটের ম্যানেজারের আপিসে কর্ম্ম করেন। এঁরা কি সেই বাড়ীতে থাকেন?"

"প্রিয়গোপাল বাবুকে আমি চিনি না; কোন্ বাড়ীতে তিনি থাকেন, তাও আমি জানি না। পূর্ণবাবু তোমাদের বাড়ীর ঠিক সাম্‌নে থাকেন না। তোমাদের বাড়ীর সাম্‌নে রাস্তার ও-পারের সারির পূব দিকের কোণের বাড়ীটায় এঁরা থাকেন। সম্প্রতি এঁরা সে বাড়ীটা কিনেছেন।"

"তুমি এত খবর পেলে কোত্থেকে?"

"আমি একদিন আমার বন্ধুর সঙ্গে ওঁদের বাড়ী গিছ্‌লাম।"

"অথচ আমার সঙ্গে দেখা করলে না?"

"তোমাদের বাড়ীতেও গিছলাম। তখন তুমি বাড়ীতে ছিলে না, কোথায় বেরিয়ে গিছলে।"

শরৎ কেবল বলিল, "ও!"

উপেন কহিল, "আলাপ করবে?"

"কার সঙ্গে?"

"ওঁদের সকলেরই সঙ্গে।"

"না ভাই, কায নেই, থাক।"

"না কেন? প্রতিবাসীর সঙ্গে আলাপ কর্‌বে এতে দোষ কি?"

"দোষ কিছু নয়; কিন্তু লজ্জা করে।"

"লজ্জারই বা কি আছে? ওঁরা খুব ভদ্রলোক। বিশেষতঃ তোমাদের গলিতেই বাড়ী কিনে বাস্ কচ্চেন। এত দিন আলাপ না হওয়াই লজ্জার বিষয়।"

ঠিক এই সময়ে তাহারা প্ল্যাটফর্ম্মের এক প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছিল। মোড় ফিরিতেই একটু দূরে ব্রাহ্ম দলের সঙ্গে তাহাদের চোখোচোখি দেখা হইয়া গেল। পূর্ণবাবু, তাঁহার ভ্রাতা এবং কন্যা রমলা উপেনকে নমস্কার করিলেন। উপেনও প্রতি-নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল আছেন?"

পূর্ণবাবু 'হাঁ' বলিয়া প্রতি-প্রশ্ন করিলেন, "আপনি ?"

"ভালই আছি।"

"আজ আপনাকে সমাজে দেখিনি ত !"

"আজ আমার বাড়ীতে একটু কায ছিল, তাই যেতে পারি নি।"

রমলা কহিল, "আপনি, কই, আর আমাদের বাড়ী গেলেন না যে বড় ?"

ঈষৎ লজ্জিত কণ্ঠে উপেন কহিল, "সময় পাচ্ছি না। এর মধ্যে এক দিন নিশ্চয়ই যাব।"

ইতোমধ্যে পূর্ণবাবুকে জিজ্ঞাসু নেত্রে শরতের দিকে চাহিতে দেখিয়া উপেন কহিল, "এঁকে চেনেন্ না ? ইনি যে আপনাদেরই পাড়ার !"

পূর্ণবাবু, নির্ম্মলবাবু ও রমলা তিনজনেই এক সঙ্গে কহিয়া উঠিলেন, "আমাদের পাড়ার ? কোন্ বাড়ী ?"

"১৭ নম্বর।"

পূর্ণবাবু ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "১৭নম্বর বাড়ী কোন্‌টা ?"

রমলা তাড়াতাড়ি বলিল, "সেই যে বাবা, কোণের মস্ত বড় বাড়ীটা—লাল রংয়ের !"

"শরৎ বাবুর বাড়ী ?"

উপেন হাসিয়া কহিল, "ইনিই সেই শরৎ বাবু !"

পূর্ণবাবু একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া প্রথমে দুই হাত যোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া শরৎকে নমস্কার করিলেন।

শরৎও প্রতিনমস্কার করিল। পরে পূর্ণ বাবু আবার ডান হাত বাড়াইয়া শরতের কর মর্দ্দন করিয়া কহিলেন, "আপনার নাম শুনেছিলাম; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত দিনের মধ্যেও আপনার সঙ্গে আলাপ করবার সুবিধে পাইনি। সেজন্য বড় লজ্জিত আছি।"

শরৎ পূর্ণবাবুর এই বিনয়সূচক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গেল। এবং সে যে বয়ঃকনিষ্ঠ হইয়াও বিনয় প্রকাশে এমন প্রবীণ ভদ্রলোকের সমকক্ষ হইতে পারিতেছে না, ভাবিয়া একটু লজ্জিতও হইতে লাগিল।

উপেন তাহার দিকে আড় চোখে চাহিয়া, ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "ওর সঙ্গে আপনাদের আলাপ হবে কেমন কোরে? ও জানে কেবল কলেজটি, আর নিজের বাড়ীটি। ও আপনাদের পাড়ার লোক বটে, কিন্তু পাড়ার ক'টা লোককে ও চেনে জিজ্ঞাসা করুন দেখি! তা'হলেই মুস্কিল।"

পূর্ণবাবু সহানুভূতির স্বরে কহিলেন, "উনি আমাদের পাড়ার হ'তে যাবেন কেন? ওঁরা হলেন, ওখানকার চিরকেলে বাসিন্দে। আমরাই বরং ওঁদের পাড়ায় দু'দিন হল বাস করতে এসেছি।"

ইতোমধ্যে দূরে ট্রেণের শব্দ শুনা গেল। পূর্ণবাবু শরতের হাত ধরিয়া বলিলেন, "আমাদের যখন এক জায়গায় বাড়ী—আসুন, এক গাড়ীতেই যাওয়া যাক।" বলিয়া ট্রেণের যে অংশে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইবে, এমনি স্থানটা

আন্দাজ করিয়া, সকলে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। শরৎ কুণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাদের কোন্ ক্লাশ ?

"সেকেণ্ড। আপনার ?"

"আমার ইণ্টারমিডিয়েট রিটার্ণ ছিল।"

"তা' হোক্। গার্ডকে বলা যাবে ; শিয়ালদায় গিয়ে এক্‌সেস ফেয়ার ধরে দিলেই হবে।"

শরৎ একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "নাঃ, আপনাদের অসুবিধা হবে ; কায নেই থাক—"

এদিকে গাড়ী আসিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইল। শরৎকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া, পূর্ণবাবু তাহার হাত ধরিয়া, তাহাকে টানিয়া একখানি সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ীর সাম্‌নে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়া, গাড়ীর দরজা খুলিয়া কহিলেন, "নিন, উঠে পড়ুন।"

শরৎ পরিত্রাণ লাভের আশায় উপেনের দিকে চাহিল ; কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইল না। উপেন যে কখন সেখান হইতে সরিয়া গিয়াছে, তাহা সে টেরও পায় নাই। তখন সে বলিল, "গার্ডকে বলা হোল না—এর পর যদি কোন গোলমাল হয়,—"

"সে আমি সব ঠিক করে নিচ্চি,—দেরী হয়ে যাচ্চে, আপনি উঠে পড়ুন না!"

অগত্যা শরৎ গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। তার পর রমলা, নির্ম্মল বাবু এবং সর্ব্বশেষে পূর্ণবাবু গাড়ীতে উঠিলেন। অপর ব্রাহ্ম ভদ্র-লোকেরা ইণ্টার ক্লাশের যাত্রী ছিলেন ; তাঁহারা ইণ্টার ক্লাশে গমন

করিলেন। গার্ড গাড়ী হইতে নামিয়া ষ্টেসন-মাষ্টারের সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন। গাড়ী ছাড়িবার সময় হইলেই, তিনি সিগন্যাল দিয়া নিজের ব্রেকভ্যানের দিকে মন্থর গতিতে গমন করিতেছিলেন। তিনি সেকেণ্ড ক্লাশ কামরার সাম্‌নে উপস্থিত হইলে পূর্ণবাবু তাঁহাকে ডাকিয়া শরতের কথা বলিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এমন সময়ে উপেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া শরতকে একখানি সেকেণ্ড ক্লাশের টিকিট প্রদান করিল।

সকলে স্থির হইয়া বসিলে, রমলা চুপি চুপি তাহার পিতাকে কহিল, "বাবা, আমরা এতদিন শরৎবাবুদের পাড়ায় এসে বাস কর্‌ছি; এখনও এঁর সঙ্গে আলাপ হয় নি, বড় অন্যায় হয়ে গেছে যে!"

"তা' ত গেছেই মা। কিন্তু, যা' হয়ে গেছে, তার আর উপায় কি?"

"তা'হলে, উনি যদি কিছু মনে না করেন,—ওঁরা বড় হিন্দু শুনেছি কি না—তাই বল্‌তে ভরসা হচ্চে না—যদি কিছু মনে না করেন উনি—একদিন ওঁকে আমাদের বাড়ীতে চা খাবার নিমন্ত্রণ করলে হয় না?"

"তা' ত হয়। কিন্তু ওঁর কোন আপত্তি হবে কি না, সেটাও ত জানা দরকার।"

"তুমি যদি ওঁকে সে কথা জিজ্ঞাসা কর, তাতে কি কোন দোষ হবে?"

"বোধ হয় কোন দোষ হতে পারে না। ওঁর কথা যে রকম শুনেছি, তাতে বোধ হয় উনি কোন দোষ নেবেন না।"

গলার স্বর আরও খাটো করিয়া রমলা বলিল, "তা' হলে তুমি একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না।" বলিয়া আড়চোখে শরতের প্রতি চাহিল।

পিতা-পুত্রীর চুপি চুপি কথা শুনিতে না পাইলেও, শরৎ বুঝিয়াছিল, তাহারই সম্বন্ধে কথা হইতেছে। এখন রমলাকে তাহার দিকে আড়চোখে চাহিতে দেখিয়া, তাহার মনে এ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না। পূর্ণবাবুও শরতের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন, তেমনি চুপি চুপি কহিলেন, "তুমিই জিজ্ঞাসা করে দেখ না মা।" শরৎও ঈষৎ হাসিয়া চোখ নামাইল। পূর্ণবাবু আগে কথা না পাড়িলে, পাছে বেয়াদবী হয়, এই ভয়ে সে কোন কথা কহিতে সাহস করিতেছিল না। কিন্তু মুখ নামাইয়াও সে বেশীক্ষণ থাকিতে পারিল না, উৎসুক নেত্রে পুনরায় উভয়ের দিকে চাহিল।

রমলা শরতের দিকে আর একবার সলজ্জ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "না বাবা, আমার ভারি লজ্জা কর্‌চে।"

পূর্ণবাবু তখন হাসিয়া, শরৎ শুনিতে পায় এমনি ভাবে কহিলেন, "তাতে আর দোষ কি মা, তুমিই বল না। শরৎবাবু কিছুই মনে কর্‌বেন না।"

"না বাবা, তুমি বল।"

তখন পূর্ণবাবু উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, "শুন্‌চেন শরৎবাবু, রমু কি বল্‌চে ?"

"কি বল্‌চেন ?"

"ও জিজ্ঞেস কর্‌চে, ও যদি আপনাকে নিমন্ত্রণ করে, তবে আমাদের বাড়ী চা খেতে আপনার কোন আপত্তি হবে কি না ?"

শরৎ সহসা কোন জবাব দিতে পারিল না। তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া, পিতা-পুত্রী উভয়েই একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন।

"থাক বাবা ; ওঁর বোধ হয় আপত্তি আছে।"

এ কথা শুনিয়া শরৎ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না ; একটু ব্যগ্র ভাবেই বলিল, "না, আপত্তি আর কি হতে পারে ?"

কিন্তু এই উত্তরে পূর্ণবাবু অথবা রমলা—কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। ইহাতে যেন তেমন আন্তরিকতা ছিল না—ইহা যেন দায়ে পড়িয়া, ভদ্রতার খাতিরে, অস্বীকার করিবার যো নাই বলিয়া।

বাস্তবিক, আপত্তির একটু কারণ ছিল। আপত্তিটা ব্রাহ্ম-বাড়ীতে চা খাওয়ায় নহে ; এক পাড়ায়—বাড়ীর সাম্‌না-সাম্‌নি বলিয়া। আগেও সে অনেক বারই ব্রাহ্ম-বাড়ীতে, শুধু চা নহে, রীতিমত ভোজ—টেবিলে বসিয়া পংক্তি-ভোজন করিয়াছে। কিন্তু সে দূরে—তাহার জননীর জ্ঞাতসারে নহে।

রমলা পিতাকে ইঙ্গিত করিয়া, মুখ টিপিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে কহিল, "বাবা, শরৎবাবু বড় বিপদে পড়ে গেছেন।"

তার পর শরতের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনার মা, শুনেছি, ভারি হিন্দু; ম্লেচ্ছ আচার তিনি মোটে সইতে পারেন না। আপনি আমাদের বাড়ী চা খেলে হয় ত তিনি বিরক্ত হবেন।"

"কিন্তু আমি ত অনেক ব্রাহ্ম-বাড়ীতে চা খেয়ে থাকি; কোন কোন জায়গায় খানা পর্য্যন্ত খাওয়া হয়ে গেছে।"

"কিন্তু সে কথা বোধ হয় আপনার মা জানেন না। জান্‌লে বোধ হয় আপত্তি করতেন।"

"সে কথা সত্যি। খুব সম্ভব তিনি তা' জানেন না। জানলে আপনি যা' বলছেন, তিনি আপত্তি করতেন। কিন্তু আপনি আমাদের ঘরের খবর এত পেলেন কেমন করে?"

"এত কাছাকাছি থেকে এইটুকু জানা কিছুই শক্ত নয়। দেখ্‌লেন ত, আমি যা বলছি, ঠিক কি না। কি বল বাবা, শরৎ বাবু খুব বিপদে পড়ে গেছেন কি না?"

পূর্ণবাবু বলিলেন, "সত্যি মা, তুই এত খবর কোথায় পেলি?"

রমলা চাপা হাসি হাসিয়া কহিল, "আমি শুধু এইটুকু জানি নয়, আরও অনেক কথা জানি। শরৎবাবু মাকে খুব ভয় করেন।"

শরৎ কোন জবাব দিতে না পারিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া রমলার দিকে চাহিয়া রহিল। রমলা আবার কহিল, "আর খুব ভক্তিও করেন।"

পূর্ণবাবু উৎসাহের সহিত বলিলেন, "সেটা খুব ভাল কথা।

এই জন্যে শরৎবাবুকে আমার ভারি ভাল লাগে। ছেলেপুলেরা বাপ-মার অবাধ্য হয়, কি তাঁদের মতের বিরুদ্ধে যায়, এটা আমি মোটে পছন্দ করি না। দেখুন শরৎবাবু, আমার এই মেয়েটি—"

বাধা দিয়া রমলা কহিল, "কেন বাবা, আমি তোমার কোন্ কথাটা শুনি না? কবে তোমাদের কথার অবাধ্য হয়েছি বল ত?"

"সে কথায় আর কায কি মা? শরৎবাবুর সাম্‌নে আর সে সব কথার দরকার নেই। এখন আলাপ ত হ'ল; উনি নিজেই দু'দিনে তোমার সব গুণের কথা টের পাবেন।"

রমলা কথা কহিল না, মুখ ভার করিয়া জানালার বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। শরৎ বুঝিল, এ পিতা-পুত্রীতে স্নেহের মান-অভিমান। তাঁহাদের কথার মাঝখানে সে কোন কথা কহিতে না পারিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। এখন ফাঁক পাইয়া কহিল, "কিন্তু আপনি কি করে এত খবর পেলেন, তাই যে আমি বুঝতে পারছি না।"

রমলা সোজা প্রশ্নের সোজা জবাব না দিয়া কহিল, "আরও শুন্‌বেন?"

পূর্ণবাবু অধীরভাবে কহিলেন, "হ্যাঁ রে রমু, আজ তুই এত দুষ্টুমি করছিস কেন? তোর এই দুষ্টুমির স্বভাবটা কি কিছুতেই যাবে না? শরৎবাবুর সঙ্গে আমাদের সবে এই মিনিট-দশেকের আলাপ—এর মধ্যেই তুই ওঁর সঙ্গে দুষ্টুমি যুড়ে দিলি? উনি যা জিজ্ঞেস করচেন, তার জবাব দে না!"

কিন্তু রমলার দুষ্টামি এখনও সংযমের বাঁধন স্বীকার করিতে চাহিল না। সে পূর্ব্ববৎ দুষ্টামি-মাখা হাসি হাসিয়া বলিল, "শরৎবাবুর সঙ্গে আমাদের আলাপই না হয় দশমিনিট হ'ল হয়েছে;—কিন্তু আমি ওঁকে চিনি অনেকদিন থেকে। আরও শুনবেন শরৎবাবু? আপনার মার সঙ্গে আমার দেখাশুনা হয়েছে, আলাপও হয়েচে।"

ব্যগ্রভাবে শরৎ কহিল, "কোথায়? আমাদের বাড়ীতে না আপনাদের বাড়ীতে?"

"আপনাদের বাড়ীতেও নয়, আমাদের বাড়ীতেও নয়। অনাহূত আপনাদের বাড়ী যেতে আমার ভরসা হয় না—কি জানি, যদি কোন অন্যায় করে ফেলি। আর আপনার মা আমাদের বাড়ীতে আস্‌বেন—এ কি আপনি বিশ্বাস করতে পারেন?"

"না, তা' পারি না। সেই জন্যেই জিজ্ঞেস করছি, কোথায় দেখা হল?"

"আপনাদের পাশের বাড়ীতে।"

"রমেশ বাবুদের বাড়ীতে?"

"হ্যাঁ; তাঁদের মেয়েদের সঙ্গে আমাদের খুব আলাপ হয়েচে; যাওয়া আসাও চলে।"

পূর্ণবাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তুই ত খুব আলাপ করতে পারিস!"

"পারি বই কি। আমরা ত তোমাদের মতন নই। এই দেখ না, আমরা এতদিন এঁদের পাড়ায় এসে বাস করছি ; এর মধ্যে ১৭নং বাড়ীটী শরৎবাবু বলে একজন লোকের বাড়ী—এর বেশী তুমি আর কিছুই জানতে পার নি। আর, শরৎবাবু ত আমাদের কিছুই জানতেন না! ভাগ্যিস উপেনবাবু খবরটা দিলেন ; নইলে উনি বোধ হয় আরও কত দিন জানতে পারতেন না—এ বাড়ীতে কা'রা বাস করচে। আমাদের আলাপ হতে বেশী দেরী হয় না।"

"আবার যায়ও তেমনি সহজে।"

"সে কথাটা কতকটা সত্যি বটে ; আবার সময়ে সময়ে চিরদিনও থেকে যায়।"

"আচ্ছা, তুই শরৎবাবুর সঙ্গে দশ-পনেরো মিনিটের আলাপেই আজ এত কথা কইছিস। আর কখনও ত তোকে নতুন আলাপি লোকের সঙ্গে এত কথা কইতে দেখি নি!"

"শরৎবাবুর সঙ্গে আলাপই না হয় মিনিট পনেরো হল হয়েছে ; কিন্তু আমি যে ওঁকে অনেক দিন ধরে চিনি।"

"কেমন করে চিন্‌লি ?"

"আমি যে ওঁকে রোজ আমাদের বাইরের ঘরের জানলা থেকে কলেজে যেতে আর কলেজ থেকে ফিরে আসতে দেখি। উনি ঘাড় হেঁট ক'রে চলেন বলে' আমাকে কোন দিন হয় ত দেখেন নি, কি দেখেও হয় ত খেয়াল করেন নি। আর

শরৎবাবুরা ত আমাদের পর ন'ন বাবা। ওঁর মার মুখে শুনলুম, ওঁদের সঙ্গে আমাদের দূর সম্পর্কের কি কুটুম্বিতে আছে।"

এই সময়ে গাড়ী শিয়ালদহ ষ্টেসনের প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া দাঁড়াইল। পূর্ণবাবু বলিলেন, "একসঙ্গেই বাড়ী যাওয়া যাবে শরৎবাবু, পাশ কাটিয়ে পালাবেন না যেন।"

"আজ্ঞে না, পালাব কেন? একখানা গাড়ী দেখি—" বলিয়া সে প্ল্যাটফর্ম্মের পার্শ্ববর্ত্তী গাড়ীর আড্ডার দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিল। পূর্ণবাবু তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "গাড়ী ডাক্‌তে হবে না, আমার ঘরের গাড়ী হাজির আছে; আপনি দাঁড়ান।"

নাচার শরৎকে অগত্যা বাড়ী পর্য্যন্ত পূর্ণবাবুদের সঙ্গে তাঁহার গাড়ীতেই যাইতে হইল। শরৎদের বাড়ীর সামনে গাড়ী থামিলে, শরৎ যখন গাড়ী হইতে নামিয়া যায়, তখন পূর্ণবাবু ও রমলা উভয়েই কহিলেন, "কাল সকালে আমাদের বাড়ী আসবেন? একসঙ্গে চা খাওয়া যাবে।"

শরৎ "আচ্ছা" বলিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

কলেজে শরতের সহিত দেখা হইলে, উপেন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, কাল কেমন আলাপ হ'ল? পূর্ণবাবু লোকটি কেমন?"

"অতি ভদ্র। ঠিক যেন ছেলেমানুষের মত সরল। আমি এমন অমায়িক ভদ্রলোক খুব কম দেখেছি।"

"আবার তেমনি পণ্ডিত। মাইকেল মধুসূদনের মতন, কিম্বা হয় ত তাঁর চেয়ে বড় লিঙ্গুইষ্ট (বহুভাষাবিৎ)। আর রমলা?"

"মেয়েটিকে বড় বাচাল বলে বোধ হ'ল।"

"না, তাকে তুমি ঠিক বুঝতে পার নি। সেও বাপের উপযুক্ত মেয়ে। বেশ গম্ভীর অথচ কোমল। গর্ব্ব কিছুমাত্র নেই।"

শরৎ তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "কিন্তু আমি ত দেখ্‌লুম, ঠিক উল্টো। গাড়ীতে সে এত কথা কয়েছিল, যে, দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গিছলাম।"

"হয় ত নিতান্ত আপনার লোকের কাছে বলে; তাই একটু লিবার্টি নিয়ে থাকতে পারে।"

"কেন, আমি ত একজন বাইরের অপর লোক ছিলাম!"

"সে হয় ত তোমাকে সে রকম চখে দেখে নি। তার বাপ-খুড়ো তার যেমন আপনার, তোমাকেও সেই রকম খুব নিকট আত্মীয় বলে' মনে করে থাক্‌তে পারে।"

এ কথাটা শরতের কাণে একটু কেমন কেমন শুনাইল। একঘণ্টার মাত্র আলাপে একটী অপরিচিতা যুবতী তাহাকে তার বাপ-খুড়া বা ভাই-বোনের মত নিতান্ত আপনার জন বলিয়া মনে করিতে পারে, এ কথায় সহসা বিশ্বাস করিতে তাহার সাহস হইতেছিল না; অথচ, কথাটা সত্য হইলে, যেন

তাহার বেশ তৃপ্তি হয়, এমনও বোধ হইতেছিল। সে অবিশ্বাসের ভান করিয়া বলিল, "দূর! তাও কি হয়? সে আমাকে আপনার লোক মনে করতে যাবে কেন?"

"ভাই, তুমি নিতান্ত আহাম্মুক—স্ত্রী-চরিত্র কিছুই বোঝ না। ওরা এক মিনিটের আলাপে যেমন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারে, তেমনি সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতেও পারে। নিতান্ত নিঃসম্পর্ক পরকেও একান্ত আপনার করে নিতে পারে, আবার খুব আপনার জনকেও ইহলোক-পরলোকের ব্যবধানে ফেলে দিতে পারে।"

একটু ঔদাস্যের সহিত শরৎ কহিল, "থাক ভাই;—তোমার ও জটিল দার্শনিক তত্ত্ব—বিচিত্র রমণী-হৃদয়-রহস্য বোঝবার আমার ক্ষমতা নেই, তা' আমি আগে থাকতেই স্বীকার করে নিচ্চি।"

"আমিও তা' জানি; সে চেষ্টাও আমার নেই। কিন্তু রমলা কি এত বেশী কথা কয়েছিল যে, তুমি তাকে একেবারে বাচাল ঠাউরে বসলে? আমি তাকে যতদূর জানি, তাতে, সে যে কোনরকম ছ্যাবলাম করতে পারে, এ আমার বিশ্বাস হয় না।"

"সে যে ঠিক ছ্যাবলাম করেছিল, তা নয় অবশ্য। তবে অত কথা কইবার কোন আবশ্যক ছিল না।"

"কার সঙ্গে কথা হয়েছিল—তোমার সঙ্গে?"

"আমার সঙ্গে হয়েছিল দু'চারটা। বেশী কথা বাপের সঙ্গেই হয়েছিল বটে, কিন্তু আমাকেই উপলক্ষ করে।"

"কি কথা ?"

"আমাদের ঘর গৃহস্থালীর কথা। মেয়েটি যেন একটী গেজেট। আমার নাড়ী নক্ষত্র, এমন কি হাঁড়ীর খবর পর্য্যন্ত রাখে। দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম।"

"এতে ত তোমার উপর তার খুব পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে।"

"তা' হতে পারে। বল্‌লে, আমাকে সে অনেক দিন থেকেই চেনে। রোজ দু'বেলা আমার কলেজ যাবার আসবার সময় জানলায় দাঁড়িয়ে থাকে।"

"তা' হলে ত ঘোর বিকারের লক্ষণ দেখ্‌ছি। কিন্তু ভাই সাবধান! ওদিকে নজর কোরো না। ও তোমার পক্ষে প্রাংশু লভ্য ফল। বামন হোয়ে চাঁদ ধরতে হাত বাড়িও না যেন।"

"তুমি কি পাগল হয়েছে? কি যে বল, তার কিছুই ঠিক নেই। কিন্তু প্রাংশু লভ্য ফল কেন?"

"ওর বিয়ের সমস্ত পাকাপাকি হয়ে গেছে। পূর্ণবাবুর ভাবী জামাতা এখন বিলাতে—ব্যারিষ্টারি পড়তে গেছে; ফিরে এলেই বিয়ে হবে।"

যদিও সেরূপ কোন কল্পনা শরতের মনে উদয় হয় নাই, তথাপি

কেন যেন সে উপেনের মুখে এই সংবাদটি শুনিয়া সুখী হইতে পারিল না। এ প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেও আর তাহার উৎসাহ রহিল না।

তাহাকে নীরব দেখিয়া উপেন বলিল, "রাগ কোরো না ভাই, আমি ঠিক কথাই বলেছি। কোন রকম অন্যায় আশা—যা কখনও ফলবে না—পাছে তোমার মনে উদয় হয়, এই জন্য আগে থাকতে সাবধান করে দিচ্চি। যেখানে বিবাহের কোন সম্ভাবনা নেই, সেখানে যেন মিছামিছি প্রেমে পড়ে' নিজের জীবনটাকে মাটী কোরো না।"

"তোমার এ কথার কোন অর্থ নেই। প্রেমে পড়া তোমাদের আজকালকার একটা বাতিক দাঁড়িয়ে গেছে—আমি কিন্তু ওটাকে মোটেই মানি না। আমি জানি এবং বিশ্বাস করি, বাপ মা যার সঙ্গে বিয়ে দেবেন, তারই সঙ্গে প্রেম হবে—না হয়ে যাবার যো কি! তা' ছাড়া, ওঁরা ব্রাহ্ম, আমি হিন্দু। এখানে বিয়ের কথা উঠতেই পারে না। আমি এমন অসম্ভব কল্পনা করতে যাবই বা কেন? প্রেমে পড়ি আর নাই পড়ি—ওঁদের সঙ্গে আমাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটাবার যে মোটেই সম্ভাবনা নেই।

"সেটা তোমার ভুল। তোমার সঙ্গে ওঁদের সামাজিক কুটুম্বিতায় কোন বাধা নেই। তার প্রথম কারণ, ওঁরা ঠিক ব্রাহ্ম ন'ন। হিন্দু সমাজে আমল পান না বলেই ব্রাহ্ম সমাজে মেশেন। ওঁরা অন্তরে অন্তরে হিন্দু। অন্ততঃ পূর্ণবাবুকে আমি যতদূর

বুঝতে পেরেছি, তাতে আমার মনে এই ধারণা জন্মেছে। তবে তোমাদের মত গোঁড়া হিন্দু যে ন'ন, তাতো দেখতেই পাচ্ছ। অত বড় মেয়ের এখনও বিয়ে হয় নি। গোঁড়া হিন্দু হলে, মেয়েকে এতদিন আইবুড় রাখতে কখনই পারতেন না। পূর্ণবাবুর কথাই বলতে পারি; তাঁর স্ত্রী-কন্যার কথা সবিশেষ বলতে পারি না। তবে মনে হয়, তাঁদের মতটা একটু বেশী রকম ব্রাহ্ম গোছের।"

"আচ্ছা, যাক্ ভাই। পরের কথায় এত দরকারই বা কি? আমার ত ওখানে বিয়ে হতেই পারে না। তখন আর কথা কি?" এই বলিয়া সে উপেনের হাত ধরিয়া ক্লাশের দিকে চলিয়া গেল।

৬

ব্রাহ্ম মেয়েদের চেহারার অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে শরতের মতের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বিপিনের সেদিনকার লম্বা বক্তৃতা, অথবা রমলার সিঁথির সিঁদূর ও পায়ের আল্‌তা—এ বিষয়ে কোন্‌টা কতখানি কাজ করিয়াছিল, তাহা যদিও ঠিক করিয়া বলা শক্ত, কিন্তু তাহার আগেকার ধারণা যে এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র ছিল না। ব্রাহ্ম মহিলাদের দেখিলে এখন আর সে উপেক্ষাভরে নাকমুখ সিঁটকায় না। বরং ইদানীং তাহার মনে তাঁহাদের প্রতি কিছু শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে।

পূর্ণবাবুর চায়ের টেবিলে আজ-কাল তাহাকে প্রায়ই দেখা যায়। সে চায়ের রীতিমত ভক্ত কোন দিনই ছিল না। পরীক্ষার

পূর্ব্বে দিন কতক যখন সে রাত্রি জাগরণ করিয়া পড়িত, তখনই ক্লান্তি দূর করিবার জন্য সে এক আধ কাপ চা খাইত। আর বন্ধুবান্ধবের উপরোধ এড়াইতে না পারিলেও, কখনও কখনও দুই এক কাপ চা তাহাকে উদরস্থ করিতে হইত। আজকাল চা-সেবা তাহার নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত।

কিন্তু চা-পানের উপলক্ষ করিয়া প্রত্যহ ব্রাহ্মদের বাড়ীতে যাতায়াতে, তাহার মনে একটা আশঙ্কার ভাবও যে জাগিত না, এমন নহে। কিন্তু সে একেবারে মোরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। তবে সে যথাসাধ্য সাবধান থাকিত, একটু লুকোচুরির খেলাও চলিত। অবশেষে বিপদ কিন্তু একদিন সত্যসত্যই আসিয়া উপস্থিত হইল। একদিন সে বৈকালে যথারীতি কলেজ হইতে আসিয়া জলযোগের পর পা টিপিয়া টিপিয়া বাহির হইতেছে, এমন সময় মা পিছন হইতে তীব্র কণ্ঠে হাঁক দিলেন, "শরৎ!"

এত বড় ছেলে—বি-এ পাশ করিয়া এম-এর পড়া পড়িতেছে—মায়ের এক ডাকে তাহার বুক দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল; সে আর এক পাও অগ্রসর হইতে পারিল না। মা কণ্ঠস্বর একটু কোমল করিয়া পুনরায় ডাকিলেন, "শরৎ, একবার এদিকে এস—একটা কথা শুনে যাও।" শরৎ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে গুটি গুটি মায়ের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল।

এক একজন মানুষ আছেন, যাঁহাদের সামনে আসিলে স্বতঃই নতি স্বীকার করিতে হয়। তাঁহারা আপন মহিমায় আপনি

উজ্জ্বল। তাঁহাদের চেহারায়, আচরণে বা কথাবার্ত্তায় ভয়াবহ কিছুই নাই; অথচ, তাঁহাদের সাম্‌নে বাচালতা প্রকাশ করিতে কাহারও সাহস হয় না। তাঁহারা কাহাকেও কিছু করিতে বলিলে, সেটা কাণে ঠিক অনুরোধের মত শুনায় বটে, কিন্তু বুকে বাজে যেন আদেশের অপেক্ষাও কঠোর। সে অনুরোধ পালন না করিয়া কাহারও নিষ্কৃতি থাকে না। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা লোকের কাছে পসার জমাইবার জন্য কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের ছলনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা লোকের মনে ভীতির উদ্রেক করিতে পারেন বটে, কিন্তু শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন না। কিন্তু প্রথমোক্ত শ্রেণীর গাম্ভীর্য্য স্বতঃ স্ফুরিত। শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য; অথচ সে গাম্ভীর্য্য লোকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে না। প্রসন্নময়ী এই শ্রেণীর লোক।

একটীমাত্র শিশু পুত্র-সন্তান লইয়া অল্প বয়সে তিনি বিধবা হন। ছেলেটিকে তিনি কেমন গড়িয়া পিটিয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন, তাহার আভাস পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। স্বামী-পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি তিনি যত্ন সহকারে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, কোনরূপ অপচয় ঘটিতে দেন নাই। গৃহবিগ্রহের নিত্যসেবার বন্দোবস্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। স্বামী ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপ ও দানধ্যান বজায় রাখিয়া সুশৃঙ্খলে এত দিন সংসার চালাইয়া আসিয়াছেন। শরৎ এম-এ পাশ করিলেই, তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে সংসারী করিয়া দিতে পারিলেই, তাঁহার

নারী-জন্মের সাধ মিটিয়া যায়। এখনকার হিসাবে তিনি শিক্ষিতা মহিলা না হইলেও, একেবারে অশিক্ষিতা নহেন। ভালরূপ বাঙ্গালা, কিছু সংস্কৃত এবং সামান্য ইংরাজী তাঁহার জানা আছে। কিন্তু লেখাপড়া জানার গর্ব্ব করিতে কেহ তাঁহাকে কখনও দেখিয়াছে, এমন কথা কেহই বলিতে পারিবে না।

মায়ের প্রথম ডাক শুনিয়া শরতের প্লীহা চম্‌কাইয়া গিয়াছিল —এমন তীব্র স্বর তিনি কদাচিৎ ব্যবহার করেন। দ্বিতীয় ডাকে কোমলতার আভাষ পাইয়া শরৎ অনেকটা আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। প্রসন্নময়ী পুত্রের উপর বিরক্ত হইলে তাহাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করেন; নচেৎ, তাঁহার সচরাচরের আদরের ডাক 'তুই'।

ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেই পুত্রের ভয়ে-আড়ষ্ট ভাব দেখিয়া প্রসন্নময়ী হাসিয়া ফেলিলেন। শরৎও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। মা বলিলেন, "অত আড়ষ্ট হয়ে রয়েছিস কেন? ঐ চেয়ার-খানার উপর বোস।"

শরৎ আবদার করিয়া বলিল, "না মা, আমি তোমার কাছে বস্‌ছি।" বলিয়া মাতার নিকটে বসিয়া কহিল, "হ্যাঁ মা, তোমার কি কাপড় কাচা হয়ে গেছে? ছোঁব?" "ছোঁ।"

শরৎ তখন মার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িয়া শিশুটীর মত আবদার-মাখা সুরে কহিল, "অত রেগে গেছ্‌লে কেন মা? কি বল্‌ছিলে?"

প্রসন্নময়ী তখন গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া বলিলেন, "তুই কি কোন কাযে বেরুচ্ছিলি ?"

"না মা, বিশেষ কোন কাযে নয়।"

"তবে একটুখানি আমার কাছে বোস।"

শরৎ মহা বিপদে পড়িল। তাহার ভিতরে ভিতরে পূর্ণবাবুর চায়ের টেবিলে ডাক পড়িয়াছে—এইটী তাঁদের বৈকালিক চা খাইবার সময়। ঠিক এই সময়েই মা তাহাকে কাছে বসাইয়া রাখিতে চান! মহা মুস্কিল! মা কি দুষ্টু! তিনি কি বুঝিতে পারিয়াছেন? সে একটু উদ্বিগ্ন স্বরে কহিল, "তুমি অত রেগেছিলে কেন মা আমার ওপর? কি দোষ করেছি মা আমি? কি বলবার জন্যে আমায় ডাকলে, কই তা ত বললে না ?"

"বল্‌ছি। বলব বলেই তোকে এখানে বসে থাকতে বলেছি। তোর ত এখন বাইরে বিশেষ কোন কায সেই বলছিস্! তবে একটু বোস না। অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন ?"

শরৎ কোন জবাব করিল না; কিন্তু তাহার চাঞ্চল্য বাড়িয়া গেল। প্রসন্নময়ী তাহা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "শুন্‌চিস্! তোর বিয়ের সম্বন্ধ কর্‌চি—শীগ্‌গীর তোর বিয়ে দোব।"

শরৎ তাড়াতাড়ি কোল হইতে মাথা তুলিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, "সে কি মা! তুমি নিজেই যে বলেছিলে, এম-এ পাশ করবার আগে আমার বিয়ে দেবে না!"

"তা ত বলেছিলাম। সেই আমিই এখন বল্‌ছি, তোর বিয়ে এখনই দোব।"

"তা' কি হয়? এত ঘন ঘন মত বদলালে চল্‌বে কেন? এই দিন কতক আগে যে বিয়ের জন্যে কোন তাড়াতাড়ি ছিল না, আজ সেটা করবার কি এমন গুরুতর কারণ ঘট্‌ল?"

"সোজা কারণ—তোর বিয়ে দিয়ে, তোকে সংসারী করে দিয়ে, বৌ-মাকে ঘর-সংসার বুঝিয়ে দিয়ে আমি কাশীবাস কোরব। চিরকাল আমাকে তোর সংসার নিয়ে পড়ে থাকতে হবে না কি?"

"কিন্তু মা, একজামিনের ত আর বেশী দেরী নেই—আর মাস চার আছে। এ ক'টা দিন বাদে হলে চলে না কি?"

"তোর একজামিনের আগেই অবিশ্যি আমি তোর বিয়ে দিচ্চি না; তবে এর মধ্যে আমি কনে' দেখে শুনে ঠিক করে রাখব—একজামিনের পরেই বিয়ে দোব। তখন আর কোন ওজর আপত্তি শুনব না।"

"আচ্ছা, তাই কোরো—তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।" এই বলিয়া সে উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিল, "এইবার আমি যাই তা'হলে—তোমার কথা শেষ হয়েচে ত?"

"কেন, এর মধ্যেই যাবি কেন? একটু থাক না আমার কাছে! তোর ত বিশেষ কোন কায নেই কোথাও?"

শরৎ কিন্তু হইয়া কহিল, "একটুখানি কায আছে মা—সেটা সেরে আমি না হয় এখ্‌খুনি আস্‌ছি!"

"কি তোর কায? পূর্ণবাবুর বাড়ীতে চা খেতে যাবি ত?"

সলজ্জ হাসি হাসিয়া শরৎ কহিল, "তুমি কি কোরে জান্‌লে মা?"

ঈষৎ হাসিয়া প্রসন্নময়ী কহিলেন, "যেমন কোরেই জানি না,—তুই বল্ না,—হাঁ কি না?"

"হ্যাঁ, তাই।"

"চা খেতেই যদি তোর সাধ গিয়ে থাকে—তোর চায়ের অভাব কি? ঠাকুরকে হুকুম ক'রে দিলেই ত হয়,—সে রোজ তোকে এমনি সময়ে চা তৈরী ক'রে দেবে? সেজন্য পরের বাড়ীতে যাবার দরকার কি?"

"দরকারটা ঠিক চা খাওয়া নয়। কিন্তু তুমি কেমন করে জান্‌লে যে, আমি পূর্ণ বাবুদের বাড়ী রোজ চা খেতে যাই?"

"আমি সব জানি রে—আমাকে তুই কিচ্ছু লুকোতে পারবি না। তুই কখন কোথায় থাকিস্, কি করিস না করিস, সে সবই আমি জান্‌তে পারি।"

"কেমন কোরে পার, তাই বল না? তুমি থাক অন্দর-মহলে—আমি বাইরে কোথায় কি করি না করি, সে খবর তুমি কেমন কোরে পাও?"

"তুই যদি মা হতিস, তবে তোকে বলে দিতে হ'ত না—তুই আপনিই জান্‌তে পার্‌তিস। তোর ছেলেপুলে হ'লে, তুই একটু আধটু জানতে পারবি বটে, কিন্তু তোর বৌ যতটা জানতে পারবে,

তুই ততটা জানতে পারবি না। শুধু বাইরে থাকার কথা কি! তুই যদি হিল্লী, দিল্লী, মক্কা, বিলেতেও থাকিস, তবু তোর কোন কষ্ট হ'লে, আমি তা' টের পাব। জানিস না—যাদের কোলে কচি ছেলে আছে—সে ছেলে যদি তফাতেও থাকে, তবু তার ক্ষিদে পেলে, তার মার মাইতে আপনি দুধ গড়ায়! মায়ে-ব্যাটায় সম্বন্ধ এমনি। ছেলে বিদেশে বিভুঁয়ে কোন বিপদে পড়লে, মার মন তা' বলে দ্যায়—ভিতরে যিনি অন্তর্যামী আছেন, তিনিই জানিয়ে দেন।"

শরৎ মায়ের এই অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এত দিন যে সে পূর্ণবাবুর বাড়ী চা খাইতে যাইতেছে, তাহার ধারণা ছিল, মা সে কথা জানেন না। তবে এক দিন না এক দিন যে তিনি জানিতে পারিবেনই, সে বিষয়েও তাহার মনে কোন সন্দেহ ছিল না; এবং সেই দুর্দ্দিনে তাহার কপালে কি লাঞ্ছনা আছে, তাহাও সে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সে এখন বুঝিতে পারিল, মা গোড়াগুড়ি হইতেই তাহা জানেন। সে যে তিরস্কার, লাঞ্ছনা, রাগ, অভিমানের আশঙ্কা করিতেছিল, তাহার কিছুই হইল না। মা কেমন সহজভাবে তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, মাকে লুকাইয়া কোন কাযই করিবার যো নাই। মা তাহাকে তিরস্কার করিলেন না বটে, কিন্তু তিরস্কৃত হওয়ার অপেক্ষা শতগুণ লজ্জা সে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে লাগিল—পূর্ণবাবুর বাড়ীতে যাতায়াতের

দরুণ ততটা না হউক, মাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া। অনুতপ্ত চিত্তে সে কহিল, "তুমি যদি মা বারণ কর, তবে না হয় আর যাব না। কিন্তু আজকের দিনটা তুমি অনুমতি দাও—কেবল আজকের দিনটা। আজ তাঁরা আমার জন্যে চা কোলে করে হয় ত অপেক্ষা করে বসে আছেন—চা জুড়িয়ে যাচ্চে। তাঁরা অতি ভদ্রলোক—অতিথির প্রতীক্ষা কোরে হয় ত তাঁদের চা খাওয়াই হবে না; তবু, অতিথিকে ফেলে তাঁরা নিজেরা খাবেন না। আমি আসবার সময় তাঁদের বোলে আসব যে, কাল থেকে আমি আর যেতে পারব না।"

"আমি তোমায় যেতে বারণ করি নি বাছা। আর, তাঁদের হঠাৎ ওরকম কোরে বলাটাও ভাল দেখাবে না—তাতে তাঁরা মনে কষ্ট পাবেন। তবে তাঁর অত বড় আইবুড়ো মেয়েটি রয়েচে—এই যা ভাবনা।"

"সে জন্যে তুমি কিছু ভেবো না মা; তুমি কি আমাকে জান না? আমি ত তোমারই ছেলে!"

"সে আমি জানি বাছা। সেই জন্যে তোমায় কিছু বলিও না। আমি জানি, পূর্ণবাবু লোক খুব ভাল। তাঁর কাছে যাওয়া আসা করলে তোমার সৎশিক্ষা হোতে পারে, এই ভেবেই আমি তোমায় বারণ করিনি। কিন্তু কেবল আমি তোমাকে জান্‌লে কি হবে—আর পাঁচজন ত তোমাকে আমার মতন জানে না। যার যেমন মন, সে তেমনি ভাবে। আজ বামুণদের গিন্নী আমায় বলছিল,—

'তোমার ছেলে রোজ ঐ খৃষ্টানদের বাড়ী যায় কেন? ওর মেয়েকে বিয়ে করতে চায় না কি?' লোকেরও ত দোষ দেওয়া যায় না। তুমি ত অন্য কোথাও বড় একটা যাও না। সেইজন্যে রোজ ওদের বাড়ী যাওয়া সহজেই লোকের নজরে পড়ে; লোকেও নানানখানা ভাবতে পারে।"

"লোকের কথা তুমি শুনো না মা। আমিও তা' গ্রাহ্য করি না। লোকে কি না বলে। তুমি কিছু মনে না করলেই হ'ল।"

"লোকের কথাই বা না শুনবে কেন? সমাজে বাস করতে হলে, কেবল নিজের মতে চললে হয় কি? পাঁচজনের মতেই সমাজ চলে থাকে। তুমি নিজে খাঁটি থাকতে পার; কিন্তু পূর্ণ বাবুর যখন অত বড় আইবুড়ো মেয়ে রয়েছে, তখন তুমি আইবুড়ো ছেলে—তোমার ঘন ঘন সেখানে যাওয়ায় লোকে দোষ দেখবে বই কি!"

"তুমি যার কথা বল্‌চ,—পূর্ণবাবুর সেই মেয়েটি অতি লক্ষ্মী, অতি সুশীলা। প্রথম দিন ওঁদের সঙ্গে ট্রেণে যখন আলাপ হয়, সেই দিনই কেবল সে দু'চারটি কথা কয়েছিল। তার পর থেকে সে আমার সঙ্গে খুব অল্প কথাই কয়। এক কাপ চা দিয়ে,—আর চা চাই কি না, কিম্বা চায়ে চিনি কম হল কি না—এমনি দুই একটা কথা ছাড়া, আর অন্য কথা তার সঙ্গে হয়ই না। সে আমাদের চা পরিবেশন করে' নিজে এক কাপ খেয়েই তার নিজের পড়বার ঘরে চলে যায়। দৈবাৎ কোন কোন দিন বেশী

লোক থাকলে এক আধ ঘণ্টা থাকে। তুমি নিজেও কি তাকে জান না মা? রমলা ত বললে, তোমার সঙ্গে তার আলাপ হয়েচে!"

"আমি জানি তুমি আমার খুব সৎ ছেলে। সে মেয়েটীও লক্ষ্মী, তা' তার সঙ্গে একদিন কথা কয়েই আমি বুঝে নিয়েছি। কিন্তু পাঁচজনের মন ত তেমন সরল নয় বাবা। তাদের মুখ চেয়েও ত চল্‌তে হয়। সংসার-ধর্ম্ম করতে হলে, কত সাবধানে যে চল্‌তে হয়, তুমি ছেলেমানুষ তাই এখনও তা' জান না। অল্প বয়সে ছেলে মানুষ করা, আর এত বড় একটা সংসারের ভার যখন আমার উপর পড়ল, তখন চোখে অন্ধকার দেখ্‌লুম। তার পর ভগবানের আশীর্ব্বাদে, আর তোমার তাঁদের পুণ্যের জোরে, যাহ'ক কোরে তোমাকে এক রকম মানুষ করে তুলেছি, সংসারও চালিয়ে এসেছি। এইবার তুমি বে-থা কোরে নিজের সংসারের ভার নিজে নাও, তা' হলেই আমার ছুটী।"

"তোমার মুখে এ সব কথা শুন্‌তে আমার ভারি ভাল লাগে। আজকে মা আমার দেরী হয়ে যাচ্চে—আজ তুমি আমায় ছুটী দাও। এবার থেকে আমি তোমার মতেই চলব, ঘন ঘন ওঁদের বাড়ী যাব না। একজামিন এগিয়ে আস্‌ছে—বেশী করে পড়্‌তে হবে বল্‌লে, কোন দোষ হবে না—ওঁরা কিছু মনে করবেন না।"

"আচ্ছা, তবে এস।"

শরৎ দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রায় ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেল।

শরতের আশঙ্কা অমূলক হয় নাই—পূর্ণবাবু ও রমলা শরতের বিলম্বের দরুণ তখনও চা পান করেন নাই—তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সে দিন চায়ের টেবিলে আর কোন লোক ছিল না।

শরৎ আসিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতেই পূর্ণবাবু বলিলেন, "এস বাবা, এস। আমরা তোমার জন্যেই বসে আছি। দাও ত মা রমু, শরৎ বাবুকে এক কাপ চা ঢেলে দাও।"

প্রথম দিন ট্রেণে যখন শরতের সহিত পূর্ণবাবুর আলাপ হয়, তখন তিনি শরৎকে 'আপনি' বলিয়াই সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। প্রথম দিন বলিয়া শরৎ মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে না পারিলেও, তাহার পিতার বয়সী প্রবীণ অসবর-প্রাপ্ত সিবিলিয়ান যে তাহাকে 'আপনি' বলিয়া কথা কহিতেছেন, ইহা তাহার নিকট অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকিতেছিল। তার পর যখন তাঁহার চায়ের টেবিলে চালাও নিমন্ত্রণ পাইয়া সে তাঁহার নিত্য নিয়মিত অতিথি হইয়া দাঁড়াইল, তখন ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণবাবুর ন্যায় বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে তাহার ন্যায় অল্প-বয়স্ক যুবককে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন তাহাকে নিরন্তর খোঁচা দিতে লাগিল। অবশেষে সে একদিন স্পষ্ট বলিয়া বসিল, "আমি আপনার ছেলের মতন। আপনি আমার সঙ্গে 'আপনি' বলে কথা কইলে আমার বড়

লজ্জা করে। 'আপনি' সম্বোধনটা নিতান্ত পর ঠেকে। আপনি আমাকে 'তুমি' বলে ডাক্‌লে আমাকে আর কুণ্ঠিত হ'তে হয় না।"

পূর্ণবাবু বলিলেন, "ঠিক কথাই ত বাবা! তুমি আমার ছেলেই ত। আমার রমুও যে, তুমিও সে। আমাদের সেকালের ব্যবস্থা ছিল ভাল। তখন বুড়োরা ছেলেদের 'তুমি' বলে কথা কইলে, কেউ তা' দোষের মনে কর্‌ত না। কিন্তু আজকালকার ছেলেরা বড় অল্পেতেই 'অফেন্স' ন্যায়; সেই জন্যে একটু সাবধানে চল্‌তে হয়। তবে তোমার মত ছেলের সম্বন্ধেও এ রকম ভাবা আমারই অন্যায় হয়ে গেছে। আমার সেটা বোঝা উচিত ছিল। যা'হোক, তুমি মনে করিয়ে দিলে, ভালই হল।" সেই হইতে শরৎ পূর্ণবাবুর খুব আপনার হইয়া গিয়াছে।

রমলার মনের ভিতর তাহার কলহের প্রবৃত্তিটা বড় চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছিল। পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে সে কহিল, "আজ শরৎ বাবুর এত বিলম্ব হ'ল কেন? আজ আপনার জন্যে বসে থেকে থেকে প্রথম বারের চা জুড়িয়ে গেল। তাই আবার চা তৈরী করিয়ে আনলুম।"

শরৎ অত্যন্ত লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু রমলার কথার জবাব তাহাকে না দিয়া পূর্ণবাবুকে দিল; কহিল, "আজ মার সঙ্গে একটা কাযের কথা হচ্ছিল; তাই আজ আমার বড় দেরী হয়ে গেছে! আপনাদের কত কষ্ট হয়েচে! তা' আপনারা

খেয়ে নিলেন না কেন? চা একদিন না খেলে যে আমার চলে না, তা' ত নয়। আগে আমার এ অভ্যাস ছিল না। একদিন চা না খেলে আমার কোন কষ্টই হ'ত না।"

পূর্ণবাবু বলিলেন, "সে কি হয় বাবা, তোমাকে ফেলে কি আমরা খেতে পারি? আর একদিন আধদিন বিলম্ব কি আমাদের নিজেদেরই হয় না? তুমি বাবা সেজন্য কিছুই মনে কোরো না। রমুকে তুমি ত জানই। ও ঝগড়ার ছুতো পেলে কি সহজে তা' ছাড়তে পারে? তুমি ওর কথা শোন কেন?"

দীপ্ত কণ্ঠে রমলা কহিল, "হ্যাঁ বাবা, আমি কি শরৎবাবুর সঙ্গে কেবল ঝগড়া করতেই ভালবাসি? তুমি শরৎবাবুর দিকে বড় পক্ষপাত কর বাবা। আচ্ছা, আজ এত দেরী কেন হ'ল শুনি! মার সঙ্গে কি এত কাযের কথা হচ্ছিল? তিনি বোধ করি ব্রাহ্ম বাড়ীতে ছেলেকে আসতে বারণ করছিলেন, না?"

শরৎ তৎক্ষণাৎ তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "কখ্খনো না। মা আমাকে এখানে আসতে কখ্খনো বারণ করেন নি। আমি নিজেই বরং ভাবছি, একজামিন এগিয়ে আসছে,—এখন থেকে একটু চেপে না পড়লে চলবে না।"

"ঠিক কথা! রমু, মা,—তোমার একটু অন্যায় হচ্ছে, যখন তখন যাকে তাকে সন্দেহ করা। এ অভ্যাসটি তোমায় ছাড়তেই হবে।"

রমলা নত মুখে কহিল, "এখন তিনি বারণ না করে থাকতে

পারেন ; কিন্তু শরৎ বাবুর এখানে আসা যে তিনি পছন্দ করেন না, তা' আমি ভাল রকম জানি।”

শরৎ ব্যগ্রভাবে কহিল, “কি কোরে জান্‌লেন ?”

“সে আমি খবর পেয়েছি। আজও হয় ত তিনি আপনাকে আস্‌তে বারণ করেছিলেন।”

“তাই বা আপনি কিসে বুঝ্‌লেন ?”

“আপনার মুখ দেখে। অন্য দিন যেমন হাসি মুখে আসেন, আজ সে হাসি নেই ; ভার ভার মুখ ; এতে কি বোঝায় ?”

রমলার দৃষ্টি যে অতি তীক্ষ্ণ, এবং কার্য্য কারণের গতি নির্ণয় করিবারও যে তাহার কিঞ্চিৎ ক্ষমতা আছে, শরৎকে মনে মনে ইহা স্বীকার করিতেই হইল। রমলার অনুমান যে একেবারে ভুল, তাহাও ত নয়। বরং সে অনেকটা ঠিকই আন্দাজ করিয়াছে বলিতে হইবে।

পূর্ণবাবুরও এখন নজরে পড়িল, শরৎকে অন্যদিনের মত তেমন প্রফুল্ল দেখাইতেছে না। কিন্তু তিনি এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা দিবার অভিপ্রায়ে কহিলেন, “আচ্ছা শরৎ, এম-এ পাশ করে' তুমি কি করবে মনে করেছ ?”

“আজ্ঞে, আগে পাশই ত হই,—তার পর সেটা স্থির করবার অনেক সময় পাওয়া যাবে।”

না,—না,—না,—ভবিষ্যৎ জীবনের গতি কিছু আগে থাক্‌তেই ঠিক করে নেওয়া দরকার। সেটা করা হয় না বলেই, আমাদের

কাযে কোন শৃঙ্খলা থাকে না। আর একটা দোষ এই হয় যে, যার টেন্‌ডেন্সী যে দিকে, সে সেদিকে যায় না; বরং ঠিক তার উল্টো দিকেই গিয়ে থাকে।"

"সে জন্যে তাদের বেশী দোষ দেওয়া যায় বলে' আমি মনে করি না। আমাদের দেশের শিক্ষার ধারাটাই আগাগোড়া একঘেয়ে। সেইজন্যে সামান্য লেখাপড়া শিখে, কেরাণীগিরি বা স্কুল মাষ্টারি,—একটু বেশী শিখে বড় জোর প্রোফেসারী ছাড়া আমাদের আর অন্য কোন গতি নেই। ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্ট প্রোফেসনগুলার সংখ্যাও খুব কম। ইঞ্জিনীয়ারিং কিম্বা মেডিক্যাল লাইনটা অত্যন্ত লিমিটেড। ল'তে কোন লিমিট নেই বলে' বেশী লোক ঐ দিকে ঝুঁকে পড়ে। কাযেই ওটা বড় বেশী crammed হোয়ে গেছে।"

"তুমি কি 'ল' লেকচার য়্যাটেণ্ড কর্‌ছ না।"

"আজ্ঞে না। ঐ ক্র্যামিংএর দরুণ ওটা আমার পছন্দই হয় না। ডাক্তারিতেও আমার টেষ্ট নেই। ফার্ষ্ট আর্টস আর বি-এ পাশ করার পর মেডিক্যাল লাইন আর ইঞ্জিনীয়ারিং লাইন দুটোতেই চেষ্টা করেছিলাম। ডাক্তারি লাইন এইজন্য পছন্দ হোল না যে, ওতে মড়া কাট্‌তে ঘাঁটতে হয়—বড় ঘেন্না করে। ইঞ্জিনীয়ারিং লাইনে যদিও সুবিধা ছিল, কিন্তু মার মত হ'ল না। তিনি বল্‌লেন, অত মেহনত করা আমার শরীরে সইবে না।"

"তবে তোমার টেন্‌ডেন্সী কোন্ দিকে?"

"মার অনুমতি পেলে বিলাত যাবার আমার ইচ্ছে। কিন্তু মা যে অনুমতি দেবেন, এ আমার বিশ্বাস হয় না। সেই জন্যে তাঁকে আমার মনের কথা জানাতে ভরসা হয় না।"

"বিলেতে গিয়ে তুমি কি পড়তে চাও—ব্যারিষ্টারি, না ডাক্তারি, না ইঞ্জিনীয়ারি? কিম্বা সিবিল সার্ব্বিস দিতে চাও?"

"যদি সুবিধে হয় তবে ইঞ্জিনীয়ারিং। কিন্তু বিলেতেও কি এই ক'টি ছাড়া আর কোন ওপ্‌নিং নেই? কোন শিল্প, কি নিদেন পক্ষে জেনারেল কমার্স?"

এই সময়ে রমলা ফস করিয়া বলিয়া বসিল, "বাবা, আমায় বিলেতে পাঠাবে?"

"বিলেতে গিয়ে তুমি কি করবে মা?"

"কিছু না করি, বিলেত দেশটা দেখবার বড় ইচ্ছে করে।"

"সে ভার ত আমার ওপর নয় মা—সে তোমার বিয়ে হলে জামায়ের সঙ্গে তুমি যেতে পার।"

মুখের মত জবাব পাইয়া রমলা চুপ করিল। সে আরও বুঝিল, শরৎ বাবুর সঙ্গে পিতার যে প্রসঙ্গের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার মধ্যে তাহার কোন কথা চলিবে না। তখন সে আস্তে আস্তে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

পূর্ণবাবু শরতের প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ বলিলেন, "তা' থাকবে না কেন?—অনেক আছে। কিন্তু এখানে যে ক'টা শেখানো হয়, বিদেশী ছাত্রকে সেই ক'টা ছাড়া তারা আর বেশী কিছু

শেখাতে চায় না—বিশেষতঃ শিল্প বাণিজ্য। ওটা হোল ট্রেড সিক্রেট—ও কেউ সহজে শেখাতে চাইবে না; কেবল বিলেত বলে' নয়, সকল দেশেই ঐ একই ব্যবস্থা—সকলেরই নিজেদের কিছু কিছু ট্রেড সিক্রেট আছে—সেটা কেউ ভিন্ন দেশের লোককে শেখাবে না। তবে খুব চেষ্টা কর্‌লে, অধ্যবসায় থাকলে, সামান্য কিছু শেখা যে একেবারেই যায় না, তাও নয়। তোমার বিলেত যাওয়া হয় যদি, আর যদি প্রয়োজন হয়, তা' হলে, আমি তোমাকে একটু আধটু হেল্‌প করতে পারি। সেখানে আমার অনেক বন্ধু বান্ধব আছেন—আমারই মতন রিটায়ার্ড সিবিলিয়ান তাঁরা; বাঙ্গালীও দুই একজন আছেন। তাঁদের অনুরোধ করলে, তাঁরা অনেকটা সুবিধে করে দিতে পার্‌বেন বোধ হয়।"

"দেখি কি হয়। আমার ত যাবার খুব ইচ্ছে; কিন্তু মা রাজী হলে হয়। মা অমত করলে, আমার কিছুতেই যাওয়া হবে না। আমার আর ভাই বোন কেউ নেই ত—সেইজন্যে মা আমাকে দূরদেশে কোথাও সহজে যেতে দিতে চান না।"

"সেটা খুব স্বাভাবিক। মাকে চটিয়ে, মার মনে কষ্ট দিয়ে, কেউ কখনও কোন কাজে সফল হোতে পারে নি। তুমিও, দেখো বাবা, মায়ের কথার কখনও অবাধ্য হোয়ো না। মা প্রসন্ন থাকলে, ছেলের কখনও অমঙ্গল ঘটবার যো নেই। তুমি একটু লক্ষ্য করে' দেখ্‌লে বুঝতে পারবে, এ জগতে যাঁরাই প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন—সেই আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট থেকে

—তাঁদের সকলেই মাতৃভক্ত। তোমার কথাগুলি শুনে আমি যে কতটা সুখী হয়েছি, তা' আর কি বলব।"

"আপনার সঙ্গে আলাপ করে আমারও অনেক শিক্ষা হয়। মাও তাই বলেন। আজ এথানে আসবার আগে মার সঙ্গে আমার এই কথাই হচ্ছিল।"

বৃদ্ধ যে মনে মনে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিয়াই বেশ বোঝা যাইতেছিল। নিজের প্রশংসায় কে না সন্তুষ্ট হয়? তিনি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "তোমার মা আমাকে জানেন?"

"জানেন বই কি! এক পাড়ায় থেকে না চেনাই যে আশ্চর্য্য!"

"কিন্তু তুমি-আমিও ত এক পাড়ারই লোক, অথচ উপেনবাবু আলাপ করিয়ে দেবার আগে আমরা কেউ কাকেও চিন্‌তাম না ত! এও কি খুব আশ্চর্য্য নয়?" বলিয়া বৃদ্ধ উচ্চ কণ্ঠে হাস্য করিয়া উঠিলেন।

শরৎ বলিল, "কিন্তু রমলা ত আমাদের সব খবরই রাখতেন।"

"তাও বটে। ওটা বোধ হয় মেয়েদের স্বভাবের বিশেষত্ব।" শরৎ এ কথা অস্বীকার করিতে পারিল না।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া পূর্ণবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, তুমি যে কথাটা বল্‌ছিলে, সেটা আমি খুব যুক্তিসঙ্গত বলে

মনে করি। এখানে রোজ এলে তোমার যদি পড়ার কোন ক্ষতি হয়, তা' হলে ঘন ঘন না এলেও চলবে। কারণ, দিন আগে কিনে নেওয়া চাই। তবে বিশ্রামের হিসেবে এক আধ ঘণ্টা গল্প করলে কোন হানি দেখি না। তোমার সঙ্গে আলাপ করে' আমি বড় আনন্দ পাই, তৃপ্তি পাই। তাই তোমায় রোজ আস্‌তে বলি। তা' তুমি এখন থেকে একটু বেশী মেহনত করে' পড়্‌তে আরম্ভ করে' দাও। আমারই তোমাকে এ কথা মনে করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার ওটা খেয়ালই ছিল না। তবে মধ্যে মধ্যে এক আধ দিন আস্‌বে বই কি—তোমার এখানে ঢালাও নিমন্ত্রণ হইল।"

"আজ্ঞে, আজ এখন তা হলে আসি।" বলিয়া শরৎ সেদিন-কার মত চাঁয়ের আসর ভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল।

৮

বাড়ীতে কোন ক্রিয়াকর্ম্ম উপস্থিত হইলে, প্রসন্নময়ী শরতের সহিত পরামর্শের অপেক্ষা রাখেন না; ঝি-চাকর, সরকার-গোমস্তাদের হুকুম করিয়া নিজেই সে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তাহাতে কোন বিশৃঙ্খলা ঘটে না। শরৎ এখন আর নিতান্ত ছেলেমানুষ নহে। সাংসারিক ব্যাপার বুঝিবার তাহার বয়স হইয়াছে। কিন্তু প্রসন্নময়ীর কাছে এখনও সে শিশুটিই আছে। তাহার যে সংসার বুঝিবার বয়স হইয়াছে, প্রসন্নময়ী

এ কথাটি কিছুতেই এখনও বিশ্বাস করিতে পারেন না। অন্য সকল বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট বুদ্ধি খেলে—এমন কি, অনেক পুরুষের অপেক্ষাও তিনি বুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু এই একটীমাত্র বিষয়ে তিনি সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায়ই আচরণ করিয়া থাকেন। পুত্রের প্রতি স্নেহাধিক্যবশতঃ, ছেলে যে বড় হইতেছে—এখন যে উপযুক্ত পুত্রের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সকল কায করা আবশ্যক, ইহা মনে করিতে তিনি কষ্ট বোধ করেন। সেই জন্য সংসারের কোন বিষয়ে পুত্রের পরামর্শ চাহিয়া তাহাকে পীড়া দিতে চাহেন না। শরৎও এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট—সে নিশ্চিন্ত মনে নিজের পড়াশুনা লইয়াই থাকে।

আজ কিন্তু একটা কাযে প্রসন্নময়ীর পুত্রকে প্রয়োজন হইয়াছে। দিন দুই বাদে বাড়ীতে একটা ভোজ আছে। তাহারই সম্বন্ধে মায়ে-ব্যাটায় পরামর্শ হইতেছে।

ভোজটা প্রকৃতপক্ষে শরতের এম-এ পাশের উপলক্ষ করিয়া। কিন্তু সে কথাটা উহ্য আছে। বাহিরে প্রকাশ, অনেকদিন বাড়ীতে কোন ক্রিয়াকর্ম্ম হয় নাই; তাই শুধু শুধু এই ভোজের আয়োজন। অবশ্য কেহ কেহ প্রকৃত ব্যাপারটা যে না বুঝিয়াছিল, এমন নহে; কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তারা যখন সে প্রসঙ্গের উত্থাপনে ইচ্ছুক নহেন, তখন তাহাদেরই বা তাহাতে প্রয়োজন কি?

ভোজটা যখন শরৎকেই উপলক্ষ করিয়া, তখন তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া কায করাই সঙ্গত মনে করিয়া, প্রসন্নময়ী পুত্রকে

ডাকাইয়া কহিলেন, "হ্যাঁরে শরৎ, তুই কা'কে কা'কে নিমন্ত্রণ করবি, ঠিক করেছিস? ফর্দ্দ তৈয়ের হয়েচে?"

"আমায় আর কেন মা? তুমি যাকে ইচ্ছে হয়, নিমন্ত্রণ কর, খাওয়াও—তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।"

"সে কি কথা! এ ত তোরই কায। তোর সকল বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করবি ত? পাড়ার লোকদের জন্যে তোকে ভাবতে হবে না—সে আমি নিজে ঠিক কোরে নৈব এখন। তোর কোন বন্ধু বাদ পড়বে না। কিন্তু পাড়ার বাইরে তোর কোন বন্ধুকে ত আমি জানি না—সেটা তোকে নিজেকেই করে নিতে হবে যে। তোর কলেজের বন্ধুদেরও ভুলিসনে যেন।"

"আচ্ছা মা, তাই কোরব।"

"পূর্ণবাবুদের আমি নিমন্ত্রণ করে পাঠাব, না তুই নিজেই করবি? ওঁদের তোর নিজেরই বলা উচিত, তাই জিজ্ঞেস করচি।"

মাতার গোঁড়ামির কথা মনে করিয়া, একটু অভিমান মিশ্রিত স্বরে শরৎ কহিল, "ওঁদের আর কেন মা? ওঁরা ত আমাদের সমাজের ন'ন।"

"এটা ত ঠিক সামাজিক কায নয় বাবা! তা নইলে কি আমি ওঁদের নিমন্ত্রণ করবার কথা বলতে পারতাম? এটা যে তোমার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে কায! ওঁদের সঙ্গে তোমার যখন এত বন্ধুত্ব রয়েচে, তখন ওঁদের নিমন্ত্রণ না করাটা কি ভাল দেখায়? ওঁরা আসবেন ত?"

"তা ত জানিনে মা—কখনও ত কোন কাযে নিমন্ত্রণ করাও হয় নি যে, বোঝা যাবে—ওঁরা আসবেন কি না। তবে ওঁদের পক্ষ থেকে কোন আপত্তি হবার কারণও দেখছি না।"

"আর দেখ, আর একটা কথা আছে।"

"কি কথা মা ?"

"আমি জনকতক মেয়েকেও নিমন্ত্রণ করতে চাই। পাড়াশুদ্ধ নয়—বাছাবাছা গুটিকতক।"

"কা'কে কা'কে করবে মা ? যাদের নিমন্ত্রণ করবে না, তারা কিছু মনে করবে না ত, যে,—ওকে নিমন্ত্রণ করলে, আমাকে করলে না।"

"সে ভয় তোকে করতে হবে না। আমাদেরই আশে-পাশের দু'চার ঘর কায়েতের মেয়ে—যাদের সঙ্গে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা আছে। আর কেউ কিছু জানতে পারবে না।"

"বেশ ত মা, কর না। তোমার যাকে যাকে ইচ্ছে হয়, নিমন্ত্রণ কর তুমি।"

"তা' হলে পূর্ণবাবুর স্ত্রীকে আর মেয়েকে কি তুই বলবি, না আমি নিজে যেয়ে বলে আসব ?"

বিস্ময়ে শরতের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল; তাহার মুখ দিয়া বাক্যস্ফূর্তি হইল না। তাহার মাতা যে এতখানি উদার হইতে পারেন, এ কথা সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে কহিল, "সে কি মা! কি বলছ তুমি!

পূর্ণবাবুকে নিমন্ত্রণ করা হচ্চে, এই কি যথেষ্ট নয়? আর ওঁদের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতাও ত নেই মা!"

"আমার না থাক, তোর ত আছে?"

"আমারই বা কই! পূর্ণবাবুর স্ত্রী বড় একটা বাইরে আসেন না। তাঁকে আমি দুই একদিনের বেশী দেখিনি—কথা ত তাঁর সঙ্গে এ পর্য্যন্ত একটীও হয় নি। তাঁর মেয়ে বাইরে আসে বটে, কিন্তু চা-টি পরিবেশন করে, নিজে এক কাপ খেয়ে বাড়ীর ভিতর চলে যায়। আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা সে খুব কমই কয়।"

"তবে তুই কি বলিস? নিমন্ত্রণ করব না?"

"তা' কর না মা! নিমন্ত্রণ করতে ত আমি বারণ করিনি। তবে শেষকালে পাছে কোন গোলমাল হয়, এই ভয় হচ্চে আমার।"

"প্রসন্নময়ী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোলমাল আবার কি হবে?"

"এই ধর না, তুমি অন্য যাদের নিমন্ত্রণ করবে, তারা যদি এদের সঙ্গে একসঙ্গে খেতে না চায়?"

প্রসন্নময়ী উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, "এই তোর ভয়? হাঁরে, আমার উপর তুই কি এতটুকুও নির্ভর করতে পারিস না? তোর মায়ের কি এ বুদ্ধিটুকুও নেই যে, লোককে বাড়ীতে আহ্বান করে' এনে, তার মনে যাতে কষ্ট হয় এমন কায করতে নেই—তাকে অপমান করতে নেই? সে সব আমি

এমন গুছিয়ে নেব যে, কিছু গোলমাল হবে না, তোর কোন ভয় নেই। সেই জন্যেই ত বল্‌ছি, বাছাবাছা গুটিকতক মেয়ে নিমন্ত্রণ কর্‌ব, যাদের কোন আপত্তি হবে না।"

বস্তুতঃ জননীর বুদ্ধি-বিবেচনার উপর শরতের অখণ্ড বিশ্বাস ছিল। তবে এ ক্ষেত্রে সে যে গোলমালের আশঙ্কা করিতেছিল, মা কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না বলিয়া। এখন মায়ের কথায় সে আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হইল —কিরূপ ব্যবস্থা হইবে তাহা জানিতেও চাহিল না। কেবল বলিল, "তাই ত বলি। যাক্, কোন গোলমাল না হলেই হলো। তা' হলে, নিমন্ত্রণ যদি কর্‌তে হয়, ত, তুমি নিজেই গিয়ে ক'রে এস। আমার মেয়েদের বলাটা ভাল হয় না। আমি পূর্ণ-বাবুকে বলব এখন।"

"আমিও তাই ভাবছি। পূর্ণবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আমার এখনও আলাপ হয় নি ত। এই উপলক্ষে আলাপও হবে, কেউ কোন খুঁতও ধরতে পারবে না।"

"আচ্ছা মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?"

"তা' কর না। আমি কি তোকে মার ধর করচি, না বক্‌চি, না শাসন কর্‌ছি? তুই আমাকে কি জিজ্ঞেস কর্‌বি—তা' এত ভয়ে ভয়ে কেন? কি বল্‌বি বল না!"

"হ্যাঁ মা, তুমি এত উদার হলে কি কোরে? একেবারে ব্রাহ্মদের মেয়ে-পুরুষদের নিমন্ত্রণ করতে চাচ্ছ—ব্যাপারখানা কি বল ত?"

"আমি খবর নিয়ে জেনেছি—ওঁরা ঠিক ব্রাহ্ম ন'ন। কেবল জাতে ঠেলা হয়ে আছেন,—সমাজে ঢুক্‌তে পারেন নি, এই যা। তা' ওরা খাঁটি ব্রাহ্ম হলেও আমি ওঁদের বাদ দিতুম না। এ যে তোর কায বাবা। এ ত সামাজিক কায নয়। সামাজিক কায হ'লে অবশ্য বল্‌তে পারতুম না। এ কাযে তোর যারা খুব আপনার, যাদের সঙ্গে তোর ভাব বেশী, তাদেরই যে বলা উচিত। তবে বাড়ীতে একটা সমারোহের কাযকর্ম্ম হোলে পাড়ার লোকদের না বলা ভাল দেখায় না, তাই বলা। এখন বুঝলি, আমি উদার হই নি, আমি সেই সেকেলে হিঁদুর মেয়েদের মতই সঙ্কীর্ণ আছি।"

"এ আমার কায হবে কেন মা? তোমার ছেলে পাশ হয়েছে বলে' তুমি আহ্লাদ করে পাঁচজনকে খাওয়াচ্চ,—এ তোমার কায। আমার কায হোলে কি এ রকম হোতো? সে বাগানে চড়ুইভাতির বন্দোবস্ত করতে হোতো। আর তা' আমাকে করতে হয় নি বুঝি? বি-এ যখন পাশ হই, তখন বন্ধুরা ধরলে, খাওয়াতে হবে। তা' হোলো। একদিন এক-জনদের বাগানে খুব খাওয়া-দাওয়া হোলো বই কি। কেবল আমি একলা নই ;—আমার যে সব বন্ধুরা পাশ হোয়েছিল, সকলেই প্রায় একদিন কোরে খাইয়েছিল। কেবল যাদের অবস্থা ভাল নয়, তারাই পারেনি।"

"কই আমাকে ত কিছু বলিস নি, টাকাও চেয়ে নিলি না!"

"দরকার হয় নি।"

"তবে টাকা পেলি কোথা?"

"কেন, আমার জলপানির জমানো টাকা থেকে দিলাম। তাতে আমার প্রায় একশো টাকা খরচ হয়েছিল।"

"তা' জলপানির টাকা খরচ করতে গেলি কেন? আমার কাছ থেকে চেয়ে নিলি না কেন? চাইলে কি পেতিস না?"

"টাকা আর কিসের জন্যে মা?—খরচ করবার জন্যেই ত। আমার হাতে রয়েচে, তাই আর তোমার কাছ থেকে নিলুম না।"

"তা' এবারেও তাই করবি না কি?"

"আর দরকার কি মা? তুমি যখন এত বড় কাণ্ড করে তুলছ, পাঁচ-ছশো টাকা খরচ করচ, তখন আর আমার আলাদা করবার কি দরকার? আমি করলে যাদের খাওয়াতুম, তারা ত বাদ পড়ছে না।"

"যদি করিস, ত, লজ্জা করিস নি। যত টাকা দরকার হবে, চাইলেই পাবি। বিষয়-আশয় যা কিছু আছে, সবই ত তোরই বাবা—আমি শুধু যোঁকের মতন তোর বিষয় আগ্‌লে বসে আছি বৈ ত নয়। এখন বড় হয়েছিস, লেখাপড়া শিখেচিস, বুদ্ধি-শুদ্ধিও হয়েচে,—তোর যে দিন খুসী, তুই আমার হাত থেকে বিষয়ের ভার নিজের হাতে নে। তুই যে বিষয় নষ্ট করবি না, তা' আমি বিলক্ষণ জানি।"

"না মা, এ বেশ আছি। বিষয় হাতে পড়লে মন বড় ছোট হয়ে যায়।"

"ওরে না রে, তা নয়। যাদের ছোট মন, বিষয় হাতে পড়লে —বিষয়ের কষ্টি-পাথরে তাদেরই সেটা ধরা পড়ে যায়।"

"তা' হোক্, বিষয় তোমার হাতেই থাক।"

"আমি কি আর চিরকাল বিষয় আগ্‌লে বসে থাকতে পারি রে? আমার কি আর ধর্ম্মকর্ম্ম নেই? তোর বিষয় তোকে বুঝিয়ে সুজিয়ে দিতে পারলেই, আমি নিশ্চিন্ত হোয়ে নিজের পরকালের কায করতে পারি।"

"আচ্ছা মা, সে যখন হয় হবে, এখ্‌খুনি ত আর নয়। এখন আর একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে যাচ্চে।"

"এই দেখ বোকা ছেলে। এই যে তোকে বললুম, তোর যা' খুসী তুই আমাকে জিজ্ঞেস কর—কিচ্ছু ভয় নেই তোর।"

"আমি ব্রাহ্মদের সঙ্গে মেশামিশি করি বলে, আমার মনে মনে ভয় ছিল যে, তুমি জান্‌তে পারলে রাগ করবে, আমাকে কত বক্‌বে। কলেজে আমার অনেক ব্রাহ্ম বন্ধু ছিল, তাদের বাড়ীতে যেতে হোত; তা' সে বাইরে বাইরে—তুমি কিছু জান্‌তে পারতে না। কিন্তু পূর্ণবাবুদের সঙ্গে আলাপ হবার পর যখন ওদেরই পীড়াপীড়িতে ওদের বাড়ীতে যেতে আরম্ভ করলুম, তখন আমার ভারি ভয় হোয়েছিল যে, তুমি জান্‌তে নিশ্চয়ই পারবে, আর ভয়ানক বক্‌বে। তা' কই, তুমি ত কিছুই বল্‌লে না?"

"বকুনি খাস্‌নি বলে বুঝি তোর বড় কষ্ট হোয়েচে? তা' সেটা এখন তোলা থাক, একদিন সময় মত খুব বক্‌ব এখন—তা' হলেই সাধ মিটবে ত?"

"না মা, সত্যি সত্যি—বল না?"

"হ্যাঁ রে, বকে কি করব? সময় যে খারাপ পড়েচে—আর কত সামলাব? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে না চললে, মানুষ টিক্‌তে পারবে কেন? আমাদের সময়ে কত আঁটাআঁটি ছিল, তা যদি দেখ্‌তিস, তা হলে—এখনকার কালের ছেলে তোরা—একেবারে অবাক্ হ'য়ে যেতিস। আবার আমাদের মা-ঠাকুমার আমলে আরও কত কড়াকড় ছিল। যখন যেমন সময় পড়ে, তখন তেমনি চলতে হয় বই কি বাবা!"

"আমার মার মতন মা কি আর কারুর হয়? বাঙ্গালা দেশের মেয়েরা সব যদি তোমার মতন হ'ত মা, তা' হলে বাঙ্গলা দেশের এ দুর্দ্দশা কোন্ দিন ঘুচে যেত।"

মা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "এই আবার ছেলে রামায়ণ মহাভারত গাইতে আরম্ভ করলে দেখ। ও সব এখন থাক, তুই আর দেরী করিস নি, বেরিয়ে পড়—তোর বাইরের বন্ধুদের আজই বলে আয়। কাল তখন পাড়ার গুলো সেরে ফেলিস।"

"আর একটা দরকারি কথা ছিল মা, তা' এখন থাক,—আর একদিন বলব।"

"হ্যাঁ, সে এখন মুলতবী রেখে, এখনকার কায এখনই সেরে

নে।” এই বলিয়া প্রসন্নময়ী নিজের কাযে চলিয়া গেলেন। শরৎও বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইয়া পড়িল।

৯

সেদিন বোম্বাই মেলের যে সময়ে হাবড়া ষ্টেসনে পৌছিবার কথা ছিল, তাহার প্রায় আধঘণ্টা পূর্ব্বে ষ্টেসনের একটা প্ল্যাটফর্ম্মে একখানি বেঞ্চের উপর কয়েকটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। সে সময়ে হাবড়া ষ্টেসন হইতে কোন ট্রেণ ছাড়িবার কথা ছিল না। এবং ভদ্রলোকগুলির মধ্যে দূরদেশ-যাত্রী-সুলভ কোনরূপ চাঞ্চল্যও দেখা যাইতেছিল না। সুতরাং তাঁহারা যে আসন্ন বোম্বাই-মেলের কোন যাত্রীর জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন, একটু অভিজ্ঞ লোক মাত্রেরই পক্ষে তাহা অনুমান করা কঠিন হইত না।

ভদ্রলোকগুলির কাহারও হাতে ফুলের তোড়া, কাহারও হাতে বোকে, এবং একজনের হাতে একগাছি খুব মোটা যূঁইয়ের গোড়ে ছিল। এই সকল ভদ্রলোকের মধ্যে দুইজন আমাদের পরিচিত। আসল ব্যাপারটা এই—পূর্ণবাবুর ভাবী জামাতা শ্রীমান্ গোষ্ঠবিহারী নাগ বোম্বাই বন্দরে জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া ভাবী শ্বশুরকে টেলিগ্রাম করিয়াছিল যে, সে এই ট্রেণে রাত বারটার সময় হাবড়া ষ্টেসনে পৌছিবে। সেই টেলিগ্রাম পাইয়া পূর্ণবাবু ভাবী জামাতার অভ্যর্থনার জন্য তাঁহার গুটিকয়েক

বিশেষ বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া ষ্টেসনে আসিয়া বোম্বাই-মেলের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অতিরিক্ত স্নেহবশতঃ, শরতের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, একরূপ জোর করিয়াই তাহাকেও তিনি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। দুইটী সুন্দর শ্বেতকায় অশ্বসংযুক্ত একখানি ব্রুহাম এবং কয়েকখানি কম্পাশ ও ভাড়াটিয়া গাড়ী ইঁহাদিগকে বহন করিয়া আনিয়াছিল, এবং ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

গোষ্ঠবিহারীকে ভাবী জামাতারূপে মনোনীত করিয়া, পূর্ণবাবুই আগ্রহ সহকারে তাহাকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন, এবং তাহার যাতায়াত ও বিলাত-প্রবাসের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। বোম্বাই বন্দরে জাহাজে উঠিবার পর, পথে এডেন, সুয়েজ, পোর্ট সৈয়দ, বৃণ্ডিসি প্রভৃতি যতগুলি বন্দরে জাহাজ থামিয়াছিল, প্রত্যেক স্থান হইতেই গোষ্ঠ পূর্ণবাবুকে এবং রমলাকে এক একখানি করিয়া পত্র লিখিয়াছিল। বিলাতে পৌঁছিবার পর বাসা ঠিক করিতে, 'ইন'এ ভর্ত্তি হইতে, পরিচিত বাঙ্গালী বন্ধুদের সহিত দেখা করিতে, অপরিচিত ভারতবাসীদের সহিত আলাপ করিতে, এবং লণ্ডনের দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দেখিয়া বেড়াইতে বিশেষ ব্যস্ত থাকায়, সে প্রথম দুই এক সপ্তাহ ঠিকমত পত্র লিখিতে পারে নাই। তাহার পর প্রতি মেলেই তাহার পত্র আসিত। দুই বৎসর এই ভাবে চলিবার পর তাহার পত্রের সংখ্যা বিরল হইয়া আসে। তবে শেষাশেষি সে তাহার ব্যারিষ্টারি

পরীক্ষায় পাশ হওয়ার সংবাদটা দিয়াছিল, এবং কোন্ জাহাজে সে দেশে ফিরিবে তাহাও জানাইয়াছিল।

গোষ্ঠ চিঠি বন্ধ করিবার পর, পূর্ণবাবু তাঁহার লণ্ডনস্থ অপর বন্ধু-বান্ধবকে পত্র লিখিয়া তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের উত্তর সন্তোষজনক হয় নাই। তাঁহারা লিখিয়াছিলেন, গোষ্ঠ রীতিমত পড়াশুনা করিতেছে বটে, কিন্তু অন্য সময়ে তাহার টিকি দেখিতে পাওয়া ভার। তবে ইদানীং তাহার অনেক সাহেব-মেম বন্ধু জুটিয়াছিল, এবং তাহাদের সঙ্গেই তাহাকে বেশীক্ষণ দেখা যাইত। যাহা হউক, তাহাতে পূর্ণবাবু বা তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা উদ্বেগের বিশেষ কোন কারণ দেখিতে পান নাই—গোষ্ঠর ব্যবহারে কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পায় নাই।

ক্রমে ক্রমে ট্রেণ আসিবার সময় আসন্ন হইয়া আসিল—দূরে তিনটী আলোক দেখা গেল এবং ট্রেণ আসিবার শব্দও শুনা গেল। ভদ্রলোকগুলি বেঞ্চি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন, এবং প্ল্যাটফর্ম্মের ধারে আসিয়া ফুলের মালা, বোকে ও তোড়াগুলি লইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন।

ইতিমধ্যে প্ল্যাটফর্ম্মটি সম্পূর্ণ সজীব এবং কোলাহল-মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। নীল কুর্ত্তি-পরা কুলীর দল ব্যস্ত-সমস্তভাবে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

গোষ্ঠবিহারীর অভ্যর্থনার জন্য যেমন পূর্ণবাবু এবং তাঁহার বন্ধুগণ অপেক্ষা করিতেছিলেন, তেমনি এই ট্রেণের আরও কয়েকটি যাত্রীর বন্ধুরাও তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহারা এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ; এক্ষণে ট্রেণ আসিতে দেখিয়া তাঁহারা একে একে প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া দেখা দিতে লাগিলেন।

ট্রেণ প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া থামিতে না থামিতে অনেক যাত্রী ব্যস্ত হইয়া ট্রেণ হইতে নামিয়া পড়িলেন, এবং ভাড়াটিয়া গাড়ীর উদ্দেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে গাড়ীর আড্ডার দিকে ছুটিতে লাগিলেন —ভয়, পাছে গাড়ী না পান। যাঁহারা পূর্ব্বাহ্নে বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিশেষ ব্যস্ত দেখা গেল না—গাড়ী না পাইবার কোন আশঙ্কাই তাঁহাদের ছিল না।

পূর্ণবাবু প্রভৃতি একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরার সামনে উপস্থিত হইলে, ইংরেজী পোষাক-পরা ধূলি-ধুসরিতাঙ্গ গোষ্ঠবিহারী তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া আসিল। অমনি করমর্দ্দনের ধুম পড়িয়া গেল ; তাহার গলদেশে গোড়ে গাছটি বিলম্বিত হইল এবং দুই হস্তের বদ্ধাঞ্জলি ফুলের তোড়া এবং 'বোকে'য় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

এই কামরার অন্যান্য যাত্রীরা নামিয়া গিয়াছিলেন ; কেবল একটী ইংরেজ-মহিলা নামিবার উদ্যোগ করিয়া যেন কাহারও সাহায্য-প্রার্থিনী হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দীর্ঘ বিচ্ছেদের

পর উভয় পক্ষের প্রথম মিলনের উচ্ছ্বাস কিছু মন্দীভূত হইলে, গোষ্ঠ গাড়ীর দিকে ফিরিয়া মুক্ত দ্বারপথে হাত বাড়াইয়া দিয়া কহিল, "Darling!" মহিলাটি যে গোষ্ঠবিহারীর পরিচিত, এরূপ কল্পনা কাহারও মনে উদয় হয় নাই; সে জন্য এতক্ষণ কেহ তাঁহাকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করেন নাই। এক্ষণে গোষ্ঠবিহারীর মুখে 'ডার্লিং' সম্বোধন শুনিয়া, সকলেই চমকিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন।

দলের মধ্যে পূর্ণবাবুই সর্ব্বাগ্রে ছিলেন। অবসর বুঝিয়া গোষ্ঠ পূর্ণবাবুর দিকে ফিরিয়া কহিল, "Mrs. Nag, my wife" এবং পূর্ণবাবুকে প্রত্যুত্তরের অবসর মাত্র না দিয়া স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "Mr. Bose, my most intimate friend and well-wisher."

গোষ্ঠবিহারী মিসেস নাগ বলিয়া যাঁহার পরিচয় দিল, সেই ইংরেজ-মহিলাটি বোধ হয় মনে মনে গোষ্ঠ ও তাহার বন্ধুগণের উপর অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। এবং সে ভাবটুকু গোপন করিবারও তাঁহার কোন চেষ্টা দেখা গেল না। তিনি গোষ্ঠর প্রসারিত হস্ত গ্রহণ না করিয়া, তাহার বিনা সাহায্যেই নামিয়া পড়িলেন।

ভাবী জামাতার মুখে একটী ইংরেজ-মহিলার প্রতি প্রযুক্ত "ডার্লিং" শব্দ শুনিয়াই পূর্ণবাবুর আক্কেল গুড়ুম হইয়া গিয়াছিল। তার পর গোষ্ঠর মুখে যখন তাঁহার পরিচয় প্রকাশ পাইল, তখন

সন্দেহের আর কোনখানে কোন অবকাশ রহিল না। কিন্তু, তথাপি, গোষ্ঠ যখন তাঁহাদের দুইজনকে উভয়ের সহিত পরিচিত করিয়া দিল, তখন শুধু ভদ্রতার খাতিরেই, পূর্ণবাবু পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ মিসেস নাগের দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। মিসেস নাগ স্বামীর সহিত স্বামীর দেশে প্রথম পদার্পণ করিয়া, স্বামীর বন্ধুগণের নিকট হইতে তাঁহার নিজের সমাজসুলভ নারীজনোচিত প্রথম অভ্যর্থনা না পাইয়া, মনে মনে বিলক্ষণ রুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও ভদ্র ইংরেজ-কন্যা;—সুতরাং মিঃ বোসের প্রসারিত হস্ত প্রত্যাখ্যান না করিয়া গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে আন্তরিকতা ও আগ্রহের একান্ত অভাব দেখা গেল। যাহা হউক, আলাপ পরিচয় সকলের সহিতই যথারীতি সুসম্পন্ন হইল।

ইহার পর সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। এখন কি করিতে হইবে, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিলেন না। সকলেরই মনে এই প্রশ্ন উঠিল, অতঃপর কি কর্ত্তব্য; কিন্তু প্রশ্নের সমাধান বড় সহজ বোধ হইল না।

গোষ্ঠবিহারী মাতৃহীন; কিন্তু তাহার পিতা বর্ত্তমান। তিনি পুত্রকে বিলাতে পাঠাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না। গোষ্ঠ কিন্তু পিতার মতের বিরুদ্ধেই বিলাত-যাত্রা করিয়াছিল। তাহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই সে পূর্ণবাবুর বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিল। কন্যার উপযুক্ত পাত্র ভাবিয়া পূর্ণবাবু তাহাকে নিরুৎসাহ

করেন নাই। রমলা মুখ ফুটিয়া কোন মতামত প্রকাশ না করিলেও, সে যে গোষ্ঠবিহারীর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, তাহা তাহার আচরণে কেহ বুঝিতে পারেন নাই। অবশেষে একদিন সে রমলার পাণি-প্রার্থনা করিল। রমলা হাঁ, কিম্বা না—স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলিল না। অসম্মতি নাই বুঝিয়া গোষ্ঠ পূর্ণবাবুর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিল। পূর্ণবাবু বলিয়াছিলেন, "রমলা এখনও ছেলেমানুষ—উহার এখনও বিবাহের বয়স হয় নাই; আরও দুই-তিন বৎসর অপেক্ষা করা আবশ্যক। তোমারও এখনও পড়াশুনা শেষ হয় নাই (গোষ্ঠ তখন বি-এ পাশ করিয়া ছিল মাত্র); আমার ইচ্ছা, তুমি বিলাত গিয়া পড়া শেষ করিয়া আইস। তাহার পর বিবাহ করিও।" গোষ্ঠ পিতার অসম্মতি ও অর্থাভাবের কথা বলিয়া বিলাত যাত্রায় অক্ষমতা প্রকাশ করিলে, পূর্ণবাবু ভাবী জামাতার উন্নতির আশায় তাহার বিলাত যাত্রা ও বিলাত প্রবাসের সমুদায় ব্যয়ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং অক্ষরে অক্ষরে সেই প্রতিশ্রুতি পালনও করিয়াছেন।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া গোষ্ঠ যে পিতৃগৃহে স্থান পাইবে না, এ কথা সকলেই জানিতেন। সেই জন্য স্থির হইয়াছিল যে, সে কিছুদিন পূর্ণবাবুর বাড়ীতেই থাকিবে। পরে, রমলার সহিত তাহার বিবাহ হইলে, সে ঘর-জামাইয়ের মত পূর্ণবাবুর বাড়ীতে থাকিয়াই প্র্যাকটিস করিতে পারে; অথবা কলিকাতা

ছাড়িয়া অন্যত্র প্র্যাকটিস করিতে গেলে, রমলাকে লইয়া যাইতে পারে; যতদিন না তাহার যথেষ্ট উপার্জ্জন হয়, ততদিন পূর্ণবাবুই তাহাকে অর্থে-সামর্থ্যে সাহায্য করিবেন। তাঁহার ঐ একমাত্র সন্তান রমলা, তাহার জন্য তিনি কি না করিতে পারেন?

গোষ্ঠবিহারী যে বিলাত হইতে মেম বিবাহ করিয়া ফিরিয়া আসিবে, এতটা অকৃতজ্ঞতার কথা কেহই কল্পনা করিতে পারেন নাই। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় পূর্ব্বের ব্যবস্থা সমস্তই উল্টাইয়া গেল। পরন্তু, একটা বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল। সস্ত্রীক গোষ্ঠকে আর ত পূর্ণবাবুর বাড়ীতে লইয়া যাওয়া যায় না। রমলা যাহাকে সাড়ে তিন কি চার বৎসর ধরিয়া ভাবী স্বামী বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে তাহার স্ত্রীর সহিত এমন অকস্মাৎ রমলার সমক্ষে হাজির করা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

সমাগত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে পূর্ণবাবুর বিশেষ অন্তরঙ্গ ও বাল্যবন্ধু বিনয়বাবু তাঁহাকে একটু অন্তরালে ডাকিয়া কহিলেন, "তাইত, কি করা যায়?"

পূর্ণবাবু উদাসীনের মত বলিলেন, "আমি ত ভাই কিছুই ঠাওরাতে পার্‌ছি না; তোমরা যা' ভাল হয় কর। আমার মাথার কিছু ঠিক নেই, আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞেসা কোরো না।"

একটু সান্ত্বনার সুরে বিনয়বাবু বলিলেন, "গোষ্ঠ যে এমন করবে, তা' যে স্বপ্নের অগোচর!"

তেমনি ঔদাসীন্য সহকারে পূর্ণবাবু বলিলেন, "এটা কালের স্বধর্ম্ম,—কার দোষ দোবো ভাই!"

"এখন এদের উপস্থিত কোথায় নিয়ে রাখা যায়? সমস্ত রাত ত ষ্টেসনেই থাক্‌তে পারবে না! আর এরূপ অবস্থায় তোমার বাড়ীতেও ত নিয়ে যাওয়া যায় না!"

এই সময়ে শিশিরবাবু তাঁহাদের নিকটে আসিলেন। বিনয়-বাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বলেন? গোষ্ঠ আর তার স্ত্রীকে পূর্ণ ভায়ার বাড়ী নিয়ে গিয়ে রাখা চলে কি?"

শিশিরবাবু অল্পেতেই কিছু উত্তেজিত হইয়া পড়েন। তিনি উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "তা কি আর চলে? গোষ্ঠই বা কোন্ মুখ নিয়ে আর ও বাড়ীতে ঢুক্‌বে?"

"তা হলে কি করা যায়? বেচারী তিন বৎসর পরে এই সবে দেশে এল; বিশেষ, স্ত্রী সঙ্গে। ওকে ত একটা যা হোক বাসা ঠিক কোরে নিতে হবে!"

শিশিরবাবু আরও একটু উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "মেম সাহেব ত বিলক্ষণ চটেছেন দেখ্‌ছি। প্রথমেই ওঁকে নামিয়ে নিয়ে অভ্যর্থনা করা হয় নি বলে বোধ হয় রাগ হয়েছে।"

পূর্ণবাবু বলিলেন, "তা আমরা আর কি করব বলুন। গোষ্ঠ যদি আগে একটা খবরও অন্ততঃ দিত যে, ও বিয়ে করে স্ত্রী নিয়ে আস্‌ছে, তা' হ'লেও না হয় সেই রকম একটা বন্দোবস্ত করা যেত—গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল টোটেলে কোথাও।"

বিনয়বাবু বলিলেন, "গোষ্ঠ অন্যায় খুবই করেচে। কিন্তু তাই বলে ওকে এই রাত-দুপুরে স্ত্রী নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেওয়া যায় না ত!"

শিশিরবাবু কহিলেন, "যা' খুসী করুক গে। নিজের বুদ্ধির দোষে যে কষ্ট পাবে, তার আর কে কি করতে পারে?"

পূর্ণবাবু বলিলেন, "বিনয় যা' বল্‌ছ, সে ঠিক। গোষ্ঠ যত বড় অন্যায় করুক, এখন ওকে ঠেলে ফেলে দেওয়া যায় না। তোমরা কেউ একখানা কি দু'খানা গাড়ী নিয়ে, ওদের সঙ্গে করে' গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে চেষ্টা করে' দেখ, যদি কোন সুবিধে হয়। সেখানে জায়গা না পাওয়া গেলে, অন্য কোথাও চেষ্টা দেখতে হবে। খরচ যা লাগে আমিই দোবো।"

অধিকতর উত্তেজিত ভাবে শিশিরবাবু বলিলেন, "বলেন কি! আপনার উপর এমন অন্যায় অত্যাচার করার পরেও আপনি ওকে অর্থ সাহায্য কোরবেন?"

"আমি যে মর‍্যালি দায়ী!"

"কিসে?"

"ওর বাপ ওকে বিলেত পাঠাতে রাজী ছিলেন না, তাঁর অবস্থাও তত ভাল নয়। আমিই ওকে বিলেতে পাঠাই। বিলেতে না গেলে বোধ হয় গোষ্ঠ পিতৃ-স্নেহে বঞ্চিত হোত না। বিলেতে না যেতে পারলে বোধ হয় মেম বিয়ে করবার সুযোগও পেত না। যে দিক দিয়েই হোক, যেমন কোরেই হোক, ওর

ভালমন্দের জন্যে আমাকেই দায়ী হোতে হোচ্চে। যতদিন না ও নিজে উপার্জ্জন কোরে, নিজের আর ওর স্ত্রীর খরচ চালাতে পারে, ততদিন আমাকেই ওর সাহায্য করতে হবে।"

বিনয়বাবু ও শিশিরবাবু পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন; তাঁহারা উভয়েই বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন, কাহারও মুখে কথা যোগাইল না। অল্পক্ষণ পরে শিশিরবাবু বলিলেন, "কিন্তু আপনি ত ওরই উপকারের জন্যে ওকে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন "

"ওরও বটে; কিন্তু হ'লে আমারও কম উপকার হোত্তো না। সৎপাত্রে কন্যাদান করতে পারা একটা বিশেষ সৌভাগ্য, এ আপনাদের স্বীকার করতেই হবে। ওর সঙ্গে যদি রমুর বিয়ে দিতে পারতাম, তা' হলে আমিও কি উপকৃত হতাম না? গোষ্ঠকে বিলেতে পাঠাবার বিষয়ে যখন আমারও স্বার্থ ছিল, তখন আমি দায়িত্ব এড়াই কি কোরে?"

বিনয়বাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, পাত্র হিসেবে ছেলেটি মন্দ নয় বটে। আর বুদ্ধিশুদ্ধিও বিলক্ষণ আছে—ও 'প্রসপার' করতে পারবে।"

শিশিরবাবু বলিলেন, "হাঁঃ! বুদ্ধি ত ছাই! বুদ্ধি থাকলে আর মেম বিয়ে কোরে আনে? আর কি ভয়ানক নেমকহারাম! একজন ভদ্রলোক এত খরচপত্র কোরে তোমার উন্নতির জন্যে তোমাকে বিলেত পাঠালেন, আর তুমি সে উপকারের খুব শোধটা দিলে যা' হোক।"

"সে কথায় আমাদের কায নেই। এখন দেরী হোয়ে যাচ্চে।

আপনারা কেউ অনুগ্রহ কোরে ওদের একটা ব্যবস্থা কোরে ফেলুন। গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে যদি সুবিধে না হয়, তবে না হয় আমারই বাড়ীতে নিয়ে আসবেন। আজকার রাতটা আমার ওখানেই থেকে, কাল সকালে যা' হয় একটা ব্যবস্থা কোরে ফেলতে হবে। আমি ততক্ষণ এগুই, আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ কোরে ওদের রিসিভ করবার ব্যবস্থা করে রাখিগে।"

বিনয়বাবু ও শিশিরবাবু উভয়েই একবাক্যে ঘোর আপত্তি করিয়া বলিলেন, "সে কিছুতেই হ'তে পারে না। হঠাৎ ওদের দু'জনকে রমলার সামনে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে না। এতে হয় ত তার ফিট হতে পারে।"

"তাতে কি আর হবে! আজ না হয় কাল ত সে জানতে পারবেই।"

"তা হোক। তাকে আগে থাকতে প্রস্তুত করা দরকার। সেজন্য একটু সময় দিতে হবে তাকে।"

বিনয়বাবু বলিলেন, "গ্রেট ইষ্টার্ণে যদি যায়গা নাই পাওয়া যায়, তা'হলে আমরা ওদের একরাত্রির জন্যে না হয় চ্যাটার্জ্জি সাহেবের ওখানেই রেখে আসব। তাঁর পূরোপুরি ইংলিশ ষ্টাইল, কোন অসুবিধা হবে না।"

"তা' হলে ত তাঁকে আগে থাক্‌তে জানিয়ে রাখা দরকার।"

বিনয়বাবু কহিলেন, "আমি না হয় সেখানে যাচ্চি। শিশির বাবু আর যতীনবাবু গোষ্ঠর সঙ্গে যান।"

শিশিরবাবু কহিলেন, "এতরাত্রে আর হোটেলে গিয়ে কায কি? একেবারেই চ্যাটার্জ্জি সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে ওঠা যাক না। আমি জানি, তাঁর সেখানে অতিথি অভ্যাগতের জন্যে বারমেসে বন্দোবস্ত থাকে। তাঁর বিলাতী বন্ধুরা কলকাতায় এলে, প্রায়ই তাঁর অতিথি হয়ে থাকেন। সে জন্যে চ্যাটার্জ্জি সাহেবকে পাকা রকম বন্দোবস্ত কোরে রাখ্‌তে হয়। আমরা হঠাৎ গিয়ে পড়লেও তাঁর কোন অসুবিধে হবে না। এতে তিনি বরং খুসীই হবেন। তবে একটু আগে তাঁকে খবরটা দেওয়া দরকার। বিনয়বাবু, আপনি একখানা গাড়ী নিয়ে একটু আগেই চৌরঙ্গীতে চলে যান। আমরা লগেজগুলো গুছিয়ে নিয়ে আধঘণ্টার মধ্যেই ষ্টার্ট করছি।"

পূর্ণবাবু কহিলেন, "সঙ্গে ইংলিশ লেডী থাকবেন; এতে কোন অসুবিধা হবে না ত?"

"কিছু না। তাঁর নিজের আয়া রয়েছে, ছেলেমেয়েদের গভর্ণেস রয়েছে। তারা বিলাতী আদব-কায়দা খুব ভাল রকমই জানে। সে সব চ্যাটার্জ্জি সাহেব আর তাঁর স্ত্রী ঠিক কোরে নেবেন; সেজন্যে আপনি কিছু ভাববেন না। আপনি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন ত? না, একেবারে বাড়ী যাবেন?"

"আমার আর যাবার ইচ্ছে নেই। তবে আপনারা যদি মনে করেন আমার যাওয়া দরকার, তা' হলে অবিশ্যি আমাকে যেতেই হবে।"

বিনয় বাবু কহিলেন, "কিছু দরকার নেই। আপনার উপর অত্যাচার ত যৎপরোনাস্তি হয়েছে। তার উপর আমাদের অত্যাচারও কি আপনাকে সহ্য করতে হবে? সে আমরা কিছুতেই পারব না। আপনি স্বচ্ছন্দে বাড়ী চলে যান। আমরা এতগুলি লোক রইলুম, সমস্ত ঠিক গুছিয়ে নেবো।"

"আমার সঙ্গে আবার আমাদের পাড়ার ঐ ছেলেটি রয়েছে। এত রাত্রে ওকে আর কষ্ট দেওয়া উচিত হয় না।"

"কে? শরৎবাবু ত? আহা, দিব্বি ছেলেটি—দেখ্‌লে চোখ জুড়িয়ে যায়। যেমন লেখাপড়ায় সাইনিং, তেমনি স্বভাব-চরিত্র। ওঁকে আমি অনেক দিন থেকেই জানি। বড় ভাল ছেলে। তা' আপনারা দু'জনেই যান না বাড়ী চলে। তাতে আমাদের কোন অসুবিধেই হবে না।"

"তা'হলে তাই করুন। আমি তা'হলে আপনাদের অনুমতি নিয়ে ফিরি।"

তখন তিনজনে পুনরায় গোষ্ঠর কাছে ফিরিয়া আসিলেন।

বিনয়বাবু একখানি গাড়ীতে উঠিয়া চৌরঙ্গী অভিমুখে চলিয়া গেলেন। শিশিরবাবু সকলকে চুপিচুপি যথাযথ উপদেশ দিয়া, মালপত্র গাড়ীতে তুলিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এদিকে পূর্ণবাবু শরৎকে সঙ্গে করিয়া, অপর একখানি গাড়ীতে উঠিয়া, বাড়ী অভিমুখে যাইবার আদেশ করিলেন।

গোষ্ঠবিহারী শিশির বাবুকে (নাটুকে ভাষায় 'জনান্তিকে') জিজ্ঞাসা করিল, "পূর্ণবাবু বাড়ী গেলেন বুঝি ?"

"হ্যাঁ, ওঁর শরীরটা তত ভাল নয়। বেশী রাত জাগলে অসুখ বাড়তে পারে বলে' ওঁকে আর কষ্ট দিলুম না, বাড়ী পাঠিয়ে দিলুম।"

"যাবার সময় একটাও কথা কয়ে গেলেন না! রাগ করেছেন না কি ?"

"উনি কি রাগ করবার লোক ? ওঁকে কি তুমি জান না ? ওঁর শরীর অসুখ, তাই। আচ্ছা, তুমি এ কি কাণ্ড করে বসেছ ? আগে থাক্‌তে একটা খবরও কি দিতে নেই ? তোমার ব্যবহার দেখে আমাদের ভয়ানক রাগ হচ্ছিল ; কিন্তু পূর্ণবাবু এখনও তোমার মঙ্গল চিন্তা করছেন। এমন লোকের সঙ্গে তুমি এমন ব্যবহার করলে ?"

নত মুখে গোষ্ঠ কহিল, "আজ আর হবে না—আমি আপনাদের একদিন সমস্ত কথা বুঝিয়ে বলব।"

"কোন দরকার নেই। তুমি যা' করেছ, তা' ত আর ফিরবে না। তোমার কৈফিয়ৎ শোনবার জন্যে আমাদের কারুর একটুও আগ্রহ নেই।"

"পূর্ণবাবুর সঙ্গে ঐ ছেলেটি কে ?"

"উটি ওঁদের পাড়ারই একটী ছেলে।"

"নাম কি ? ওকে ত আগে কখন দেখিনি !"

"শরৎ। আগে ওর সঙ্গে আলাপ পরিচয় ছিল না, তাই দেখনি।"

শিশির বাবুর সংক্ষিপ্ত উত্তর শুনিয়া গোষ্ঠ বুঝিল, এ সম্বন্ধে আলাপ করিতে তিনি তেমন ইচ্ছুক নহেন। সুতরাং সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্য কথা পাড়িল; কহিল, "আমরা কোথায় যাচ্চি?"

"চৌরঙ্গীতে চ্যাটার্জ্জি সাহেবের বাড়ী।"

গোষ্ঠ আর বেশী কথা কহিতে ভরসা করিল না। শুধু কহিল, "তবে চলুন।"

পথে যাইতে যাইতে শরৎ জিজ্ঞাসা করিল, "গোষ্ঠ বাবু ত মেম বিয়ে করে আন্‌লেন! এখন উপায়? আপনি এখন কি কোরবেন?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পূর্ণবাবু কহিলেন, "উপায় ভগবান। তিনি যা' করাবেন, তাই হবে।"

পূর্ণবাবুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া শরৎ চমকিয়া উঠিল; আর কোন কথা কহিতে তাহার সাহস হইল না। একটুখানি পরে আর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পূর্ণবাবু নিজেই কথা উত্থাপন করিলেন। কহিলেন, "সংসারের নিয়ম এই রকমই, জেনো শরৎ। তবু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন মানুষকেও অবিশ্বাস কর্‌তে না শিখি, আর ভগবানের প্রতিও বিশ্বাস না হারাই।"

শরতের মনে হইল, সব মানুষ ত সমান নয়; কেউ বিশ্বাসী, কেউ বা অবিশ্বাসী; একটু সাবধান হইয়া চলিলে ক্ষতি কি?

একটু পরীক্ষা করিয়া যাহাকে বিশ্বাসী বলিয়া বোধ হইবে, তাহাকে বিশ্বাস করিলাম; আর যাহাকে বিশ্বাসী বলিয়া বোধ হইল না, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া ঠকিতে যাইব কেন? কিন্তু সে এই সন্তপ্ত, বিশ্বাসপরায়ণ বৃদ্ধের কথায় সায়ও দিল না, প্রতিবাদও করিল না। তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া পূর্ণবাবু বোধ হয় তাহার মনের কথা বুঝিলেন; তিনি বলিতে লাগিলেন, "যে লোক সত্য সত্যই বিশ্বাসের পাত্র,—সকলকে সন্দেহের চক্ষে দেখ্‌তে গিয়ে, তাকেও যদি অবিশ্বাস করি, তা'হলে সেও ক্রমে অবিশ্বাসী হ'য়ে ওঠে। এতে তারও আত্মার অবনতি হয়, আর যে অবিশ্বাস করে, তাকেও দায়ী হ'তে হয়। সেইজন্যে বলি, বরং বিশ্বাস করে' ঠকি সেও ভাল; তবু বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপারে যেন ভ্রমে না পড়ি।"

এ কথাগুলিও শরৎ হজম করিতে পারিল না। সে চুপ করিয়াই রহিল। পূর্ণবাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "গোষ্ঠ হয় ত অবস্থার গতিকে পড়ে মেম বিয়ে করে ফেলেছে। সে যাই হোক্, ছোকরা যে রকম বুদ্ধিমান্,—ও 'বারে' নিশ্চয়ই পসার কর্‌তে পারবে। আমি যদি ওকে বিশ্বাস করে' বিলেতে না পাঠাতুম্, তা'হলে ওর এই উন্নতিটুকু হতে' পার্‌ত কি? আমি অবশ্য এমন কথা বল্‌ছি না যে, আমারই সাহায্যে ওর উন্নতির এই সুযোগটুকু হয়েছে। আমি শুধু উপলক্ষ মাত্র—আসলে সবই ভগবানের লীলা। কিন্তু আমাকে উপলক্ষ স্বরূপ না পেলে, ও

বোধ হয় এই সুযোগটুকু পেত না। তোমরা পাঁচজনে হয় ত ভাবছ যে, ও আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে না। কিন্তু আমি এইটুকু দেখ্‌ছি যে, ওর উন্নতির পথ খোলসা হয়ে গেল। ভগবান করুন, ওর যেন উন্নতিই হয়, ও যেন সুখী হয়।”

এই সময়ে গাড়ী শরতের বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল। পূর্ণবাবু শরতের ডান হাতখানি ধরিয়া অতি কোমল স্বরে বলিলেন, “তবে এখন এস বাবা। তোমায় আজ বড্ড কষ্ট দিলুম, কিছু মনে কোরো না। কাল সকালে দেখা হবে ত ?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ” বলিয়া নমস্কার করিয়া শরৎ দরজার কড়ায় ঝঙ্কার দিল।

১০

পর দিন সকালে পূর্ণবাবুর বৈঠকখানায় কয়েকটি ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছেন। পূর্ব্ব রজনীতে যাঁহারা হাবড়া ষ্টেসনে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিনয়বাবু এবং শিশিরবাবু ত ছিলেনই ; অধিকন্তু, আরও অনেকে ছিলেন। তা’ছাড়া, একটী নূতন লোককেও দেখা যাইতেছিল। ইঁহার নাম কিশোরী-মোহন। ইনি বিশেষ কারণে ষ্টেসনে যাইতে না পারায়, আজ সকালে ক্ষমা চাহিতে আসিয়া, রাত্রির ব্যাপার শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত, অপ্রস্তুত ও দুঃখিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহার সমধিক দুঃখের কারণ, গোষ্ঠবিহারী ইঁহার নিকট-আত্মীয়,

এবং ইনিই তাহাকে এই পরিবারের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন।

আলোচনার বিষয় ছিল,—কি করা যায়; ব্যাপারটা উপেক্ষা করা যাইবে, কিম্বা গোষ্ঠর বিরুদ্ধে চুক্তি-ভঙ্গের অভিযোগ রুজু করা হইবে। পূর্ণবাবু যেরূপ প্রকৃতির লোক, তাহাতে তিনি যে উপেক্ষা করিবার পক্ষপাতী, সে কথা সকলেই বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু অপর সকলে গোষ্ঠকে এত সহজে অব্যাহতি দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অন্য সকলের অপেক্ষা এ বিষয়ে শিশিরবাবুরই বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইতেছিল। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক উগ্র স্বরে কহিতেছিলেন, "না,—এ রকম গুরুতর ব্যাপার উপেক্ষা করা উচিত নয়। আর এটা পূর্ণবাবুর ব্যক্তিগত ব্যাপারও নহে; ইহার উপর সমাজের হিতাহিত নির্ভর করিতেছে। গোষ্ঠবিহারীর মত দায়িত্বজ্ঞানহীন যুবকের সমাজে অভাব ত নাইই; বরং তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। অতএব গোষ্ঠকে শাস্তি দিয়া অপর সকলকে শিক্ষা দেওয়া এবং সাবধান করা কর্ত্তব্য।"

শিশিরবাবুর বক্তৃতা চলিতেছে, এমন সময়ে স্বয়ং গোষ্ঠ ধীরে ধীরে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। তাহার চোখ মুখ শুষ্ক,—বোধ হয় বহু পথ পর্য্যটনের পর গত রাত্রিতে তাহার সুনিদ্রা হয় নাই। তাহার মুখে উদ্বেগের লক্ষণ সুপরিস্ফুট।

গোষ্ঠ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতেই, শিশিরবাবুর বক্তৃতা বন্ধ হইল; সকলের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল। কিন্তু পূর্ণ

বাবু প্রশান্ত, কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "এস বাবা, এই চেয়ারখানায় বস।" বলিয়া পাশের একখানি খালি চেয়ার দেখাইয়া দিলেন। অন্য সকলে তাহাকে তিরস্কারের উপযোগী ভাষার মনে মনে তালিম দিতেছিলেন; কিন্তু পূর্ণবাবুর অভ্যর্থনার ধরণ দেখিয়া, আপাততঃ সে কল্পনা মুলতবী রাখিয়া দিলেন। পূর্ণবাবু গোষ্ঠকে কহিলেন, "তোমার মুখ এত শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন? কাল রাত্রে ঘুম হয়েছিল ত?"

"আজ্ঞে, তা' একরকম হয়েছিল। তবে দু'দিন ট্রেণে ছিলাম, তাইতেই বোধ হয় এমন দেখাচ্চে।"

"তা' আজই এত সকালেই কি মনে করে? একটু বিশ্রাম কর্‌লে না কেন?"

"আজ্ঞে, আপনার টাকাটা—"

পূর্ণবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "আমার টাকা!" বলিয়াই তিনি চুপ করিলেন; এবং গোষ্ঠর দিকে পিছন ফিরিয়া বিনয়বাবুর সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন।

গোষ্ঠর বক্তব্য কি, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। পূর্ণবাবুর অভ্যর্থনায় গোষ্ঠর প্রতি ভদ্রলোকগুলির বিরুদ্ধভাব যেটুকু খর্ব্ব হইয়া আসিতেছিল, গোষ্ঠর এই ধৃষ্টতায় তাহা আবার প্রবল ভাব ধারণ করিল।

কিশোরীবাবু লজ্জায় এতক্ষণ বেশী কথা কহিতে পারিতেছিলেন না। এক্ষণে তাঁহার কার্য্যের সময় উপস্থিত দেখিয়া, তিনি

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া, গোষ্ঠকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওহে গোষ্ঠ, একবার উঠে এদিকে এস ত,—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে—" এই বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিলেন। পরে বলিলেন, "তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান দিন দিন লোপ পাচ্ছে? তুমি পূর্ণবাবুকে টাকার কথা কি বলছিলে?"

"আজ্ঞে, উনি আমাকে যে টাকাটা সাহায্য করেছিলেন, সেটা আমি ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করব, এই কথাটা ওঁকে জানাতে এসেছি।"

"তা' জানি। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, তুমি ওঁর কাছে টাকার কথা কি বলে' তুললে? উনি কি তোমার কাছে টাকা চেয়েছিলেন কাল রাত্রে?"

"তা' অবশ্য চান নি। তবে টাকাটা ওঁকে ফেরত দেওয়া উচিত বলে' মনে করছি।"

"বেশ ত। কিন্তু তুমি যে বিলেত থেকে এমন একটা আস্ত ফুল হ'য়ে আসবে, তা' তো আমি ভাবতেই পারি নি। উনি কি ফিরে পাবার জন্যে তোমাকে টাকা খরচ করে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন? এই রকম কথাবার্ত্তাই কি তোমার সঙ্গে ছিল ওঁর?"

"তা' ছিল না অবশ্য। কিন্তু যে কথা ছিল, সেটা যখন হোলো না, তখন ওঁর টাকা আমি ফেরত দিতে বাধ্য।"

"আর সেই জন্যেই কাল অমন মর্ম্মান্তিক আঘাত দেবার পর,

আজ সকাল না হতে হতেই বাড়ী বয়ে ওঁকে অপমান করতে এসেছ! বিলেত থেকে এই রকম মনুষ্যত্বই বুঝি শিখে এসেছ?”

“কিন্তু বিলেতে এ রকম ঘটনা ত প্রায়ই ঘটে থাকে। এতে আঘাত করাই বা হয় কি করে’, আর অপমানই বা কি করা হয়?”

“বিলেতে সেইজন্য ‘ব্রীচ অব প্রমিসে’র কেসও হাজার হাজার হ’য়ে থাকে, সে খবরটা রাখ না বুঝি?”

“তা’ কি উনি করবেন?”

“তুমি তা’হলে নেহাত নির্ব্বোধ নও দেখছি। উনি তোমাকে যে রকম ভালবাসতেন, তাতে উনি যে তোমার নামে ‘ব্রীচ অব প্রমিক কেস’ সহজে আনতে স্বীকার হবেন না, এটুকু তুমি বিলক্ষণ জান—তাই টাকা ফেরত দিয়ে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছ। তুমি বুঝেছও ঠিক। এতক্ষণ এই সব কথাই হচ্ছিল। পূর্ণবাবু কিছুতেই রাজী হচ্ছিলেন না। তোমার নিজের ব্যবহারের দোষে এখন বোধ হয় ওঁকে রাজী করা কঠিন হবে না। যে ভদ্রলোককে তুমি এত বড় একটা মর্ম্মপীড়া দিলে, তাঁকে তুমি টাকার কথা কি বলে’ বলতে এলে? তবু, তুমি এখনই সে টাকা দিতে পারছ না—দেবার অঙ্গীকার মাত্র করতে এসেছ বোধ হয়?”

গোষ্ঠ ঘাড় নাড়িয়া সে কথা স্বীকার করিয়া লইল। কিশোরী বাবু বলিতে লাগিলেন, “সংসারে টাকাটাই কি সবচেয়ে বড়?

টাকা তোমাদের সর্ব্বস্ব হতে পারে, কিন্তু সকলের কাছে তা' নয়—এটা স্থির জেনো। আর টাকা ফিরে দিলেই যে তুমি নিষ্কৃতি পাবে, এটাও মনে কোরো না। তোমার এই হৃদয়হীনের মত ব্যবহারে, ওখানে যাঁরা আছেন, সকলেই ভয়ানক বিরক্ত হয়েছেন। এখন আর তোমার এখানে থাকা উচিত নয়। পথশ্রমে মাথার ঠিক নেই এখন তোমার ; তুমি বেশ নম্রভাবে ওঁদের কাছে বিদায় নিয়ে, আস্তে আস্তে চলে যাও। তোমার জন্যে পূর্ণবাবু এতটা ব্যস্ত হ'য়েছিলেন যে, চ্যাটার্জ্জি সাহেবের বাড়ী থেকে তোমাদের অন্য বাসায় তুলে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করবার জন্যে, অসুস্থ শরীরে উনি নিজেই বেরুতে চাচ্ছিলেন। বাসার বন্দোবস্ত এখন তোমাকে নিজেই করে নিতে হবে—সেটা যত শীঘ্র পার করে নাও।"

গোষ্ঠ চলিয়া যাইবার পর সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "গোষ্ঠ ছোঁড়াটা কি পাজী!" কেবল পূর্ণবাবু এই উচ্ছ্বাসে যোগ দিতে পারিলেন না। গোষ্ঠবিহারীর মুখে টাকার কথা শুনিয়া বাস্তবিকই তাঁহার মনে মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়াও, কেহই তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন না। গোষ্ঠর নামে মামলা রুজুর পরামর্শ পূর্ণোৎসাহে চলিতে লাগিল; এবং অবশেষে সকলের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে পূর্ণবাবুকে মামলা রুজু করিতে স্বীকার করিতেই হইল।

পূর্ণবাবুর নিকট হইতে মামলা রুজুর প্রতিশ্রুতি আদায়

করিয়া, তাঁহার বন্ধুরা পরম উৎসাহে আসন্ন সোসিয়াল স্ক্যাণ্ডালের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে, নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কক্ষে পূর্ণবাবু একাকী। তিনি সেই যে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া ছিলেন, সেইরূপ সংজ্ঞাহীনের মতই নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন। এমন সময়ে রমলা আসিয়া ডাকিল, "বাবা!"

পূর্ণবাবু চমকিয়া, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কে, রমু! কি মা?"

গোষ্ঠর ব্যাপার রমলার অগোচর ছিল না। শুধু রমলা কেন,—পূর্ণবাবু যে ছেলেটির সহিত নিজের মেয়ের বিবাহ দিবেন বলিয়া মনোনীত করিয়া তাহাকে নিজব্যয়ে বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে পাঠাইয়াছিলেন, সে পূর্ণবাবুর মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইয়া, তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া, বিলাত হইতে এক মেম বিবাহ করিয়া আনিয়াছে—এইরূপ একটী সংবাদ কাল রাত্রেই কতক-কতক রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল; আজ সকালে তাহা জানিতে কাহারও বাকী ছিল না।

আজ সকালে বৈঠকখানায় এত তর্কবিতর্ক, আন্দোলন আলোচনাও কতক কতক রমলা তাহার পড়িবার ঘরে বসিয়া বসিয়া শুনিতে পাইতেছিল। পিতার প্রশ্নে সে করুণ স্বরে কহিল, "এমন করে বসে' রয়েছ কেন বাবা? আর এক কাপ চা এনে দোবো?"

"চা? একবার ত হয়েছে মা, আর কেন?"

"দিই না বাবা! তোমার শরীর ত তত ভাল নয়—এক কাপ চা খেলে সেরে যেতে পারে।"

নিতান্ত নির্জ্জীবের মত পূর্ণবাবু কহিলেন "তা' দেবে, দাও।" রমলা তাড়াতাড়ি চা আনিতে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। মিনিট পাঁচেক পরে ধূমায়মান চায়ের পিয়ালাটা পিতার সামনে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, "এখ্‌খুনি খেয়ে নাও বাবা, নইলে জুড়িয়ে যাবে।"

পূর্ণবাবু এইবার খুব আগ্রহের ভান করিয়া, পিয়ালায় এক চুমুক দিয়া বলিলেন, "বেশ করেছিস মা। এখন এক কাপ চা আমার খুবই দরকার হোয়েছিল। আমি নিজে যদিও সেটা বুঝতে পারিনি, কিন্তু তোর চোখ এড়াতে পারলে না।"

ঈষৎ হাসিয়া রমলা কহিল, "আচ্ছা বাবা, তবে সবটুকু গরম গরম খেয়ে নাও। বল ত আরও এক কাপ এনে দিই।"

"না মা, আর কেন? এই এক কাপই যথেষ্ট।"

চায়ের পিয়ালা প্রায় শেষ হইয়া আসিলে, রমলা পিতার খুব নিকটে সরিয়া গিয়া, মৃদুস্বরে কহিল, "বাবা, একটা কথা জিজ্ঞেসা করব?"

পূর্ণবাবু পেয়ালাটা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া, তোয়ালে দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে কহিলেন, "বেশ ত, কর না মা—কি তোমার জিজ্ঞাসা করবার আছে?

"হাঁ বাবা, গোষ্ঠবাবুর নামে কি সত্যি সত্যি নালিশ করা হবে?"

পূর্ণবাবু বন্ধুগণের প্রস্তাবে সহজে সম্মত হইতে পারিতেছিলেন না—নালিশ করিবার কথায় কিছুতেই তাঁহার মন উঠিতেছিল না। এক্ষণে কন্যার মুখে সেই প্রস্তাব শুনিয়া তিনি সহসা সজাগ হইয়া উঠিলেন, এবং কন্যা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবে ভাবিয়া কহিলেন, "হাঁ মা,—নইলে এঁরা কিছুতেই ছাড়েন না। এঁরা বলেন, সমাজের মঙ্গলের জন্য গোষ্ঠকে কিছু শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।"

"আচ্ছা বাবা, মামলা বাধিয়ে দিয়ে ওঁরা বেশ মজা দেখতে পারেন ; কিন্তু মোকদ্দমা করে আমাদের লাভ কি ?"

সত্যই ত! মোকদ্দমা করিয়া কি লাভ? কই, কথাটা ত তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই! মোকদ্দমা করিয়া গোষ্ঠকে জব্দ করা যাইতে পারে ; কিন্তু তাহাতে পূর্ণবাবুর কি লাভ হইতে পারে? যখন তিনি সার্ভিসে ছিলেন, তখন তাঁহার সেই ত্রিশ বৎসরব্যাপী সিভিলিয়ান-জীবনে তিনি নিজে অনেক মোকদ্দমার বিচার করিয়াছেন। কিন্তু লাভালাভ খতাইয়া কেহ মোকর্দ্দমা করিতে আসিয়াছে, এমন কোন মামলার কথা ত কই তাঁহার মনে পড়ে না! প্রায় পনেরো আনা তিন পাই মামলায়, উভয় পক্ষই হয় জেদের বশে, না হয় আক্রোশ মিটাইবার জন্য, নচেৎ প্রতিহিংসা সাধনের জন্য মোকদ্দমা করিতে আসিয়াছে। গোষ্ঠের সঙ্গে মোকদ্দমা কি সেই পনেরো আনা তিন পাইয়ের দলে পড়িবে না?

কিন্তু কন্যার প্রশ্নের মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে না পারিয়া, পাছে সে

নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে, কিম্বা মনে কষ্ট পায়, এই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি কহিলেন, "লাভ নেই মা? তবে লোক মোকৰ্দ্দমা করে কেন? টাকার কথা ধরি না,—টাকাটা গোষ্ঠ নিজেই ফিরে দিতে চাচ্চে, সেই কথা বলতেই সে আজ সকাল বেলাই এখানে ছুটে এসেছিল। কিন্তু গোষ্ঠ আমাদের কতখানি অপমানটা করলে দেখ দেখি মা! সমাজে আমাদের কতখানি মাথা হেঁট হোলো?"

"আচ্ছা বাবা, মানলুম,—আমাদের মান নষ্ট হয়েছে, মাথাও হেঁট হয়েছে; কিন্তু তাঁর নামে মোকৰ্দ্দমা চালালে কি আমরা হারানো মান ফিরিয়ে পাব? আমাদের হেঁট মাথা উঁচু হবে? এতে কি আমাদের মান আরও নষ্ট হবে না?"

ঠিক কথাই ত! এরূপ মামলায় সৰ্ব্বদেশে সৰ্ব্বকালে দুই পক্ষেরই অনিষ্ট হইয়াছে! উভয় পক্ষই জেদের বশবৰ্ত্তী হইয়া, অপর পক্ষের ঘরের কথা প্রকাশ করিয়া, পরস্পরকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছে! কহিলেন, "তুমি তা' হলে কি করতে বল?"

"আমি বলি বাবা, কিছুই কোরে কাজ নেই; মোকৰ্দ্দমা চালিয়ে অপমান বাড়িয়ে কায নেই—লোকের কাছে বেশী করে লজ্জা পাবার দরকার নেই।"

পূর্ণবাবু কন্যার বুদ্ধির প্রাখর্য্যে বিস্ময়ানন্দে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এতটুকু মেয়ের এত বুদ্ধি! যাহা তাঁহার নিজের কল্পনায় আসে

নাই, এইটুকু মেয়ে এত অল্প সময়ের মধ্যে তাহা ভাবিয়া স্থির করিয়াছে, এবং কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া পিতাকে মামলা করিতে নিষেধ করিতে আসিয়াছে! রমলার কথা যে যুক্তিসঙ্গত, তাহা পূর্ণ বাবুকে মনে মনে স্বীকার করিতেই হইল। কিন্তু কিসের প্রেরণায় যে সে তাহার নিজেরই বিবাহ-ভঙ্গের প্রসঙ্গ লইয়া পিতার সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছে, তাহা তিনি ঠিক বুঝিতে পারিলেন না, ভুল করিয়া বসিলেন। তিনি ভাবিলেন, রমলা এখনও গোষ্ঠকে ভালবাসে; তাহার যাহাতে কোন বিপদ না হয়, সেই জন্য সে তাঁহাকে মোকদ্দমা করিতে বারণ করিতেছে। তিনি কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। যদি সে গোষ্ঠকে ভুলিতে না পারে, তাহা হইলে ত সে কোন কালেই সুখী হইতে পারিবে না! সে যে অন্য কাহাকেও সহজে বিবাহ করিতে চাহিবে, ইহাও সম্ভবপর নহে। আর উপরোধে অনুরোধে বা জবরদস্তিতে যদি সে বিবাহ করিতে স্বীকারও করে, তবে তাহার দাম্পত্য জীবন বিষময় হইয়া উঠিবে। কিন্তু সে পরের কথা—তাহা ভাবিয়া দেখিবার অনেক সময় আছে;—হয় ত রমলার সারা জীবনটা ধরিয়াই এই কথা ভাবিতে হইবে। কিন্তু আপাততঃ তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, "ঠিক বলেছ মা। তোমার কথাই ঠিক। মামলা-মোকদ্দমায় লাভ ত কিছুই নেই, বরং কেলেঙ্কারী, অপমান যথেষ্ট। কায নেই মামলা চালিয়ে। আমি এখনি এঁদের বারণ করে পাঠাচ্ছি।" বলিয়া পত্র লিখিবার সরঞ্জাম বাহির

করিবার জন্য চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। রমলা বাধা দিয়া বলিল, "কিচ্ছু দরকার নেই বাবা। গরজ আমাদের চেয়ে ওঁদেরই বেশী দেখা যাচ্চে। নিজের গরজে ওঁরা নিজেরাই আসবেন এখন। তখন বারণ করলেই হবে। বেলা হয়ে গেছে; তুমি এখন নাইবে চল।"

"চল" বলিয়া উভয়ে সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

১১

বুদ্ধিমান লোকেরও সময়ে সময়ে ভুল হয়। সকল দিকে সমান বুদ্ধি খেলে, এমন লোক জগতে খুব বিরল। মোটামুটি যাহারা বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত, তাহাদেরও বুদ্ধি এক একটা বিষয়েই,—বড় জোর দুইটাতে, ভাল রকম খেলে।

গোষ্ঠবিহারী বেশ চালাক চতুর; এবং বি-এ পাশও করিয়াছে; তাহাকে সাহায্য করিলে সে যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারিবে—মনে করিয়াই পূর্ণবাবু তাহাকে জামাতৃ-পদে নির্ব্বাচন করিয়া, নিজে টাকা খরচ করিয়া বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু সে ইংরেজ-মহিলাকে বিবাহ করিয়া এক সঙ্গে কতকগুলা ভুল করিয়া বসিল।

যাঁহার অর্থ সাহায্যে, এবং যাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া গোষ্ঠ বিলাত যাইতে পারিয়াছিল, মেম বিবাহ করিলে তাঁহার সাহায্য ও সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইতে হইবে,

এই সত্যটুকু সে যে ইচ্ছা করিয়াই বুঝিতে চাহিল না, অথবা সাময়িক মোহের বশে বুঝিতে পারিল না, তাহা ঠিক বলা যায় না। কারণ, কিরূপ অবস্থায় পড়িয়া সে বিবাহ করিয়াছিল, তাহা সে তাহার বন্ধুবান্ধবদিগের কাছেও প্রকাশ করিতে চাহে না। ইহাই তাহার প্রথম ভুল।

বাঙ্গালীর ছেলের পক্ষে বিলাতী মেম বিবাহ করা আর হাতী পোষা প্রায় এক কথা। গোষ্ঠ পিতৃস্নেহে বঞ্চিত; যিনি তাহাকে আপনার করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন, নিজের ব্যবহারের দোষে সে তাঁহাকে পর করিয়া তুলিল। উপার্জ্জনের ক্ষমতা অর্জ্জনের পূর্ব্বে বিলাতে কোন পুরুষই প্রায় বিবাহ করিতে চাহে না; এবং চাহিলেও, কন্যার অভিভাবক তাহাতে সম্মতি দেন না। সুতরাং মিসেস এলিজাবেথ নাগের পিতামাতা অথবা অন্য আত্মীয় স্বজন কি দেখিয়া এই বিদেশী যুবকের হাতে কন্যা সম্প্রদান করিলেন, তাহাও বুঝা যায় না। সে যাহা হউক, স্ত্রী-প্রতিপালনের ক্ষমতা জন্মিবার পূর্ব্বেই বিবাহ করা গোষ্ঠর দ্বিতীয় ভুল।

সে যে বিবাহ করিয়াছে, এ সংবাদ পূর্ব্বে না জানাইয়া, কলিকাতায় আসা তাহার তৃতীয় ভুল। ষ্টেসনে মিসেস এলিজাবেথের রীতিমত অভ্যর্থনা হয় নাই; অথচ তাঁহার নিজের দেশে পুরুষের অগ্রে নারীই সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। স্বামীর জন্মভূমিতে প্রথম পদার্পণ করিয়াই মিসেস নাগ মনে যে কষ্ট পাইলেন, এ কষ্টটুকু কিছুতেই তাঁহার দূর হইল না।

এইরূপ কয়েকটি ভুলের সমবায়ে, সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিবার সূত্রপাতেই, গোষ্ঠের দাম্পত্য জীবন যে সুখের হইবে না, তাহা বেশ বুঝা যাইতে লাগিল; এবং বন্ধুগণের মনে এমন সন্দেহও জন্মিল যে, ইহা হয় ত ভালবাসার বিবাহ নহে,—অন্য কোন সূত্রে এই দুইটী নরনারী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, অবশেষে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছে।

গোষ্ঠ ছিল উপেনের বন্ধু। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে সে পূর্ণ বাবুদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে উপেনের গ্রামের বন্ধুর বাড়ীতে সমাজে উপাসনা করিতে যাইত। প্রথমতঃ, গোষ্ঠ দীর্ঘকাল পরে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে; তার পর সে আবার বিবাহ করিয়া আসিয়াছে—উপেন এই নবদম্পতিকে 'কনগ্র্যাচুলেট' করিবার জন্য গোষ্ঠর বাড়ী গিয়াছিল। ফিরিবার সময় তাহার যাবার পথে বলিয়া শরতের বাড়ীতে আসিয়া হাঁক দিল, "শরৎ, বাড়ী আছ হে?"

শরৎ তখন তাহার সদর-মহলের দোতলার কোণের সেই নিরিবিলি ঘরটায় বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে কি একখানা বই পড়িতে-ছিল; চিরপরিচিত কণ্ঠের আওয়াজ শুনিয়া চমকিত হইয়া বই ফেলিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিল। কহিল, "উপেন যে! এমন সময়ে কি মনে করে'? সুপ্রভাত! সুপ্রভাত! এস, উপরে চল।"

উপরের পড়িবার ঘরে আনিয়া উপেনকে একখানি চেয়ারে

বসাইয়া শরৎ হাসিতে হাসিতে কহিল, "এমন অদিনে অসময়ে কল-কেতায় যে! কোথা গিয়েছিলে?"

"গোষ্ঠর সঙ্গে দেখা করিতে গিছলাম।"

"গোষ্ঠর সঙ্গে? তার সঙ্গে তোমার আলাপ আছে না কি?"

"খুব!"

"কতদিন থেকে?"

"অনেক দিন!"

"কই, আমি ত জানতুম না!"

"তুমি জান্‌বে কেমন কোরে? ওর সঙ্গে তোমার ত আলাপ ছিল না, তাই তোমায় কিছু বলিনি।"

"তার পর, তার ইংল্লিশ ওয়াইফকে দেখ্‌লে কেমন?"

"বড় সুবিধের নয়।"

অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া শরৎ জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম?"

"গোষ্ঠর যেন সাপের ছুঁচো ধরা অবস্থা—না পারে গিল্‌তে, না পারে ফেল্‌তে।"

"ছি—ছি! অমন কথা বোলো না; একজন ইংলিশ লেডীর সঙ্গে ছুঁচোর তুলনা করা ভাল হয়নি।"

"বাই জোভ্‌! ওটা আমার ভুল হয়েছে!"

"তার পর?—অর্থাৎ?"

অর্থাৎ, তেলে জলে মিশ থাচ্চে না।"

"গোষ্ঠ যে আবার 'এ্যাকোয়া পিওর'! সাবান-গোলা জল হোলেও বা হোতো!"

"তা' হলে আমি ভাই উঠি—একটু সকাল সকাল বাড়ী যেতে হবে—কিছু কায আছে।"

"এর মধ্যেই যাবে?"

"জানই ত ভাই—পাড়াগেঁয়ে মানুষ—একখানা ট্রেণ ফেল হলে' আর একখানার জন্যে কতখানি সময় নষ্ট করতে হয়।"

"বড় জোর এক ঘণ্টা! তোমাদের ওখানে ত ঘণ্টায় ঘণ্টায় ট্রেণ যায়! এতখানি যদি এলে ত পূর্ণ বাবুদের সঙ্গে দেখা কোরে যাবে না? এখন তাঁদের চা খাবার সময়—তোমায় পেলে তাঁরা খুব খুসী হবেন।"

"হ্যাঁ, ওঁদের পাল্লায় পোড়ে তুমিও আজকাল চা-খোর হয়ে উঠেছ। আগে ত মোটেই খেতে না। এখন দু'বেলা!"

"দু'বেলা এই অল্প দিন হল আরম্ভ হয়েছে। চল, যাওয়া যাক্।"

আজকাল শরৎ পূর্ণ বাবুদের প্রায় ঘরের ছেলেই হইয়া গিয়াছে। বাড়ীর সর্ব্বত্রই তাহার অবারিত-দ্বার। উপেন ও শরৎ পূর্ণ বাবুর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, কেহই নাই। একজন চাকর আসিয়া শরৎকে কহিল, "সাহেব উপরে আছেন; আপনি এলে উপরে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন—আপনি উপরে চলে যান।"

উপেন কহিল, "তবে ভাই আমি চল্লুম। এখনও সময় আছে,

—চারটের ট্রেণটা ধরতে পারব। মিছিমিছি দেরী করে কি হবে ?”

শরৎ কহিল, “আচ্ছা, এস তবে।”

উপরে উঠিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া শরৎ দেখিল পূর্ণবাবু, রমলা এবং তাহার জননী তিনজনেই চায়ের টেবিলে উপস্থিত আছেন—চাও প্রস্তুত। সে সকলকে নমস্কার করিলে গৃহিণী বলিলেন, “এস, বাবা, এই চেয়ারখানায় বোসো। আজ তোমার এত দেরী হল যে!”

রমলাও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, “সত্যি শরৎবাবু, আজকাল আপনার বড্ড অনিয়ম হচ্চে। এদানী আপনার দেখা মেলাই ভার হয়েচে।”

শরৎ ঈষৎ হাসিয়া বিস্মিতের ভান করিয়া কহিল, “দু'বেলা যাকে নিজের হাতে চা পরিবেশন করচেন, তাকেই বলচেন দেখা মেলা ভার! আজ আমার বিলম্বের কারণ শুনবেন ? আজ উপেন এসেছিল—এইমাত্র চলে গেল।”

সসব্যস্ত হইয়া পূর্ণবাবু কহিলেন, “তাকে নিয়ে এলে না কেন ?”

“এনেছিলুম। বৈঠকখানায় আপনারা কেউ নেই দেখে চলে গেল।”

“আহা, তাকে উপরে আনতে হয়! একবার যদি আমার খবরটা পাঠিয়ে দিতে!”

"তার ট্রেণ ফেল হবে বলে' তাড়াতাড়ি চলে গেল।"

"কলকেতায় কোথায় এসেছিল? তোমার কাছে,—না, আর কোথাও?"

গোষ্ঠবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।"

"গোষ্ঠর কথা তোমায় কিছু বল্‌লে? কেমন আছে সে?"

গোষ্ঠর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতেই, রমলা মুখ নীচু করিয়া অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে চা ঢালিতে লাগিল। শরৎ একটু হাসিয়া কহিল, "উপেন বললে, 'স্ত্রীর সঙ্গে গোষ্ঠবাবুর তেমন মিল হচ্চে না'।"

"তা' ত হবেই! এমন মুখ্‌খুমিও করে!" গোষ্ঠর প্রতি সহানুভূতিতে পূর্ণবাবুর হৃদয় বিগলিত হইল। তাহার প্রতি তাঁহার স্নেহ এখনও সমানই ছিল—একটুও হ্রাস পায় নাই। তিনি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আহা, ছেলেমানুষ—না বুঝে একটা কায করে ফেলেছে! কিন্তু কারুর কাছে একটু সহানুভূতিও পাচ্ছে না।"

গৃহিণী একটু উত্তপ্ত হইয়া কহিলেন, "কেমন কোরে পাবে? যে যেমন কায করবে, তাকে তেমনি ফল ভুগ্‌তে হবে ত! এতে লোকে আর কি কর্‌তে পারে?"

চা খাওয়া শেষ হইলে পূর্ণবাবু একটা কি কাযে বাহির হইয়া গেলেন। শরৎও উঠিতেছিল; গৃহিণী তাহাকে বাধা দিয়া বলি-

লেন, "এর মধ্যেই উঠ্‌ছ কেন বাবা, একটু বোসো না! বাড়ীতে কি কোন কায আছে?"

শরৎ কহিল, "না মা, কায কিছু নেই। আপনার কি কোন দরকার আছে?"

"দরকার বিশেষ কিছু নেই।" কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, "রমুর আমার আজ অভিমান হোয়েছে।"

"অভিমান হয়েছে? কেন?" মা জবাব দিবার পূর্ব্বে রমলা তৎক্ষণাৎ কহিল, "না শরৎবাবু—কিছুই হয় নি! মা আমার নামে আপনার কাছে মিছিমিছি লাগাচ্ছেন।" পরে মায়ের দিকে সকোপ কটাক্ষে চাহিয়া বলিল, "কেন মা, তুমি আমার নামে মিছিমিছি লাগাচ্ছ? কে বল্‌লে আমার অভিমান হোয়েছে?"

জননী সে কথা কাণে না তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, "আজ সকালে তোমাদের চা খাওয়া হয়ে গেলে, তুমি চলে যাবার পরই উনি বেরিয়ে গেলেন; মেয়ের আজ মোটে পড়া তৈরি হয় নি; তাই মার আমার রাগ হোয়েছে!"

শরৎ ইহার কি জবাব দিবে, ভাবিয়া পাইল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে কহিল, "আমি বলে দিতে পার্‌ব কি?" বলিয়া একবার মায়ের মুখের দিকে, আর একবার মেয়ের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

মা বলিলেন, "কেন পারবে না বাবা, খুব পার্‌বে।" পরে

মেয়ের দিকে চাহিয়া তাঁহার কথার সমর্থনের জন্য কহিলেন, "কি বলিস মা রমু, শরৎ তোর পড়া বলে দিতে পারবে না?"

রমলা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। তখন মা কহিলেন, "তবে যা না মা, শরৎকে সঙ্গে করে' তোর পড়বার ঘরে নিয়ে গিয়ে পড়াগুলো বুঝিয়ে নিগে যা।"

রমলা হর্ষোজ্জ্বল নেত্রে চঞ্চল চরণে তাহার পড়িবার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। শরৎও অবশ্য তাহার অনুসরণ করিল।

সেই দিন হইতে ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে রমলার পড়া বলিয়া দেওয়া শরতের নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিল; এবং এই আধা-সাহেব বন্ধু পরিবারের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়া জননী প্রসন্নময়ীর মনে উদ্বেগের সঞ্চার করিতে লাগিল।

১২

আজ সকাল হইতে শরতের মনটা কেমন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। এম-এ পাশ করিয়াও সে পড়াশুনা ছাড়ে নাই; লাইব্রেরী হইতে নানারকম বই আনিয়া সে কলেজের পড়ার মত করিয়াই বইগুলি পড়িত। বই পড়া যেন তাহার বাতিকের মত হইয়া উঠিয়াছিল। আজ কিন্তু বই পড়িতেও তাহার ভাল লাগিল না। তাই সে আজ অন্য দিনের অপেক্ষা একটু সকাল সকাল পূর্ণবাবুদের বাড়ীতে গমন করিল।

বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিল কেহই নাই। তখন সে

সটান উপরে চলিয়া গেল। চা খাইবার ঘরে গিয়া দেখিল, সেখানেও কেহ নাই—তখনও তাঁহাদের চা খাইবার সময় হয় নাই। তখন সে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। এমন সময় পাশের ঘরে মা ও মেয়ের কথোপ-কথনের আওয়াজ তাহার কাণে প্রবেশ করিল। সে শুনিল, রমলা একটু উত্তেজিত স্বরে বলিতেছে, "কেন মা তুমি ঐ এক কথা নিয়ে বার বার আমায় বিরক্ত কর ?"

মা অনুনয়ের স্বরে বলিলেন, "কেন, শরৎ ছেলে মন্দ কি ? লেখাপড়ায় যেমন, স্বভাব-চরিত্রও তেমনি। দেখ্‌তে শুন্‌তেও চমৎকার ! এমন ছেলেকেও তোর পছন্দ হয় না ?"

"না মা, আমার কায নেই।"

"গোষ্ঠকে কি তুই এখনও ভুল্‌তে পারিস নি ?"

"গোষ্ঠ বাবুকে কে মনে করে রেখেছে, যে, ভুল্‌তে পারে নি ! গোষ্ঠবাবুকে ত আমি কোন দিনই মনে করি নি, যে, আজ তাঁকে ভুলতে যাবো ? তোমরাই তাকে ধরে এনে আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছিলে !"

"তবে আর তোর আপত্তি কিসের ? গোষ্ঠকে পছন্দ করিস নি,—বেশ। সে তোকে বিয়ে না করে অন্য লোককে বিয়ে করেছে, ভাল কথা। তার জন্যে তুই ত আর ব্যস্ত নস ? তবে শরৎকে তোর পছন্দ হয় না কেন ?"

"পছন্দ অপছন্দর কথা ত হচ্চে না মা ! তাঁর মা কি রকম

গোঁড়া, আর শরৎবাবু কি রকম মাতৃভক্ত, তা' তো তুমি জান না মা ; তাই শরৎবাবুর কথা তুমি বলছ।"

"শরৎবাবুর মাকে আমি জানি না—তুই কচি মেয়ে—তুই আমার চেয়ে বেশী জানিস! বেশ মানুষ তিনি। আমি একদিনের আলাপেই বুঝতে পেরেছি, তিনি খুব খাঁটি লোক। ছেলের যদি বৌ পছন্দ হয়, তিনি বোধ হয় আপত্তি করবেন না।"

"তা' নাই করুন, তাতে আমার দরকার নেই।"

গৃহিণী এইবার একটু বিরক্ত হইয়াই বলিলেন, "তবে তোর মতলবটা কি শুনি? শরৎকে না চাস, আর যারা সব আসে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে, তাদেরই কারুকে পছন্দ করে নে! তুই কি চিরকাল আইবুড়ো থাক্‌বি না কি?"

"কেন, সে মন্দ কি? এমন কত মেয়ে ত চিরকাল আইবুড়ো থেকে কত ভাল কাজ কর্‌চে! আমিও না হয় সেই রকম থাক্‌ব! বাবার সঙ্গে আর যারা আলাপ কর্‌তে আসে, তারা কি আবার মানুষ?"

চাপা হাসি হাসিয়া গৃহিণী কহিলেন, "তা' হ'লে শরৎকেই তোর পছন্দ হয়, বল! কেবল লজ্জায় মুখ ফুটে বল্‌তে পারছিস না! আমি তার মার কাছে কথা পাড়ব তা' হলে?"

লজ্জায় রাঙা হইয়া রমলা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "যাও—আমি কারুকেই চাইনে। আমি যেমন আছি সেই বেশ!"

"কেন বল দেখি?"

"গোষ্ঠবাবুই কি, আর শরৎবাবুই কি,—পুরুষমানুষ মাত্রেই inconstant."

গৃহিণী ভাল ইংরেজী জানেন না; কথাটা বুঝিতে পারিলেন না; জিজ্ঞাসা করিলেন, inconstant কি?"

"সে তুমি বুঝতে পারবে না।"

"তুই বাঙ্গলা কোরে বলে' বুঝিয়ে দে না।"

"এই, যাদের মতলবের ঠিক নেই কিছু—ছ্যাবলা—আজ একরকম কাজ করবে, কাল আবার ঠিক তার উল্টো কাজ করে বসবে। inconstancy ওদের জাতের স্বভাব।"

গৃহিণী তিরস্কার-ব্যঞ্জক তিক্ত স্বরে কহিলেন, "অমন কথা বলিস নি; তুই ছেলেমানুষ—তোর মুখে অত—" এমন সময়ে চাকর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, চা আনব কি? চা তৈরী হোয়ে গ্যাছে।"

"না, একটু পরে—সাহেব বাইরে গেছেন, এথ্‌খুনি আস্‌বেন।"

ভৃত্য আবার কহিল, "মা, শরৎবাবু ও-ঘরে এসে বসে আছেন।"

মা ও মেয়ে উভয়েই একসঙ্গে চমকিয়া উঠিলেন। রমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কতক্ষণ এসেছেন তিনি?"

"তা' ত জানিনে দিদিবাবু! ঘরের সামনে দিয়ে আস্‌ছিলুম, দেথ্‌লুম, উনি চেয়ারে বসে রয়েছেন। তাই জিজ্ঞাসা কর্‌তে এলুম, চা আন্‌ব কি না।"

গৃহিণী রমলাকে কহিলেন, "যা ত মা, শরৎবাবু একলা বসে আছেন।" ভৃত্যকে কহিলেন, "সাহেব এলে চা একটু পরেই এনো ; তুমি এখন নীচে যাও।"

ভৃত্য চলিয়া গেলে, মা ও মেয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন। উভয়ের মনেই যুগপৎ এই প্রশ্নের উদয় হইল— শরৎবাবু কতক্ষণ আসিয়াছেন ? তিনি তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছেন কি না ? গৃহিণী পুনরায় কন্যাকে তাড়া দিলেন, "যাও মা, শরৎ একলাটি হয় ত অনেকক্ষণ এসে বসে' আছে— আমি একটু পরেই যাচ্চি।"

রমলা আপত্তি করিবার উপক্রম করিতেই, গৃহিণী কহিলেন, "লজ্জা কি মা, যাও লক্ষ্মীটি।"

অগত্যা রমলাকেই যাইতে হইল। পাশের ঘরের চৌকাটে দাঁড়াইয়া সে হাসি হাসি মুখে কহিল, "এই যে, শরৎ-বাবু যে আজ খুব 'গুড্‌বয়' হয়েচেন দেখ্‌ছি! কতক্ষণ এসেছেন ?"

"প্রায় মিনিট দশেক হবে।"

রমলা বুঝিল, তাহার জননীর সহিত তাহার কথোপকথনের প্রত্যেক বর্ণটি শরতের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। এতক্ষণে শরতের মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। পড়িতেই, সে চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি কোন অসুখ কোরেছে ? আপনার মুখ অত শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন ?"

শরৎ নিরুৎসাহ ভরে কহিল, "অসুখ তেমন কিছু করে নি। আজ মনটা কেমন অস্থির বোধ হচ্চে।"

আজ সকাল হইতেই শরতের মন চঞ্চল ছিল, সেই ভাবিয়াই সে কথাটা বলিয়াছিল। কিন্তু রমলা বুঝিল অন্য রকম। সে ভাবিল, তাহাদের মায়ে-ঝিয়ের কথাবার্ত্তা শুনিয়া শরৎ মনঃক্ষুন্ন হইয়াছে। শরৎকে প্রফুল্ল করিবার জন্য কহিল, "বাবা এখ্‌খুনি আস্‌বেন। মিনিট দশেক পরে চা তৈরি হবে। ততক্ষণ আসুন, আমার পড়বার ঘরে একটু সাহিত্য-চর্চ্চা করা যাক্।"

কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া শরৎ কহিল, "চলুন।"

উভয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া বারাণ্ডায় পা না দিতে দিতেই রমলা বলিয়া উঠিল, "সাহিত্য-চর্চ্চা এখন মুলতবী থাকুক; বাবা এসেছেন,—তাঁর গলার আওয়াজ পাচ্চি।" বলিয়া শরতের হাত ধরিয়া তাহাকে পুনরায় সেই ঘরে টানিয়া আনিয়া বসাইল।

১৩

চা খাইয়া বাড়ীতে আসিয়াই শরৎ হাঁক দিল, "মা, ওমা—মা, মা কই গো?"

"এই যে বাবা, আমি ঠাকুর-ঘরে! আয়, এদিকে আয়।"

ঠাকুর-ঘরের দরজার সামনে আসিয়া শরৎ দেখিল, মা গৃহ-দেবতার নিত্য-পূজার আয়োজন করিতেছেন। কহিল, "এঃ! মা, এখন ত তোমাকে ছোঁবার যো নেই!"

"না বাবা! একটু দাঁড়া, আমার হোলো বলে'।" বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারিতে লাগিলেন। শরৎ একখানা জলচৌকি টানিয়া লইয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

ঠাকুর-ঘরের কায সারা হইলে, প্রসন্নময়ী কহিলেন, "এইবার আমার কায সারা হয়েছে। আমার ঘরে চল। কাপড়খানা ছেড়ে ফেলিগে, তার পর আমাকে ছুঁস এখন।"

কাপড় ছাড়িয়া মেঝেয় বসিয়া, পুত্রের হাত ধরিয়া নিজের কাছে বসাইয়া, তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রসন্নময়ী কহিলেন, "কি বলছিলি?"

"আগে তুমি বল, ভয় করে' কব, না, নির্ভয় করে' কব?"

মা হাসিয়া কহিলেন, "এই দেখ, ছেলের দিন্‌কের দিন কতরকম ছেলেমানষী হচ্চে দেখ!" পুত্রের চুলের ভিতর অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে করিতে স্নেহকোমল কণ্ঠে কহিলেন, "কি বল্‌বি বল না। নির্ভয় করে'ই বল।"

"তুমি রাগ করবে না?"

"না। বল।"

"আমাকে বিলেতে পাঠাবে?"

অকস্মাৎ ইলেকট্রিক ব্যাটারীর 'সক্' লাগিলে লোকে যেমন চমকিয়া উঠে, ঠিক সেই ভাবে চমকিয়া উঠিয়া প্রসন্নময়ী কহিলেন, "বাপ্ রে! অমন অলুক্ষুণে কথা বলিস নি! সে আমি কিছুতেই পার্‌ব না।"

"ঐ জন্যেই ত বল্‌ছিলুম মা, যে, ভয় করে' কব, না, নির্ভয় করে' কব!"

"তুই এমন উদ্‌ঘুট্টে আবদার কর্‌বি, তা' আমি কেমন কোরে জানব বল!"

"তা' হলে তুমি আমাকে বিলেত যেতে দেবে না?"

"না,—কিছুতেই না।"

"পূর্ণবাবু আজ বল্‌ছিলেন, বিলেতে না গেলে আমাদের লেখাপড়া শেখা সম্পূর্ণ হয় না।"

"এই জন্যেই বুঝি তুমি পূর্ণবাবুর বাড়ী যাও? না বাবা, আর আমি তোমাকে ওঁদের ত্রিসীমানায় যেতে দোবো না।"

"না মা, তুমি ওঁকে মিছিমিছি দোষ দিও না। উনি আমাকে এমন কথা বলেন নি যে, যাও। উনি কেবল বলেছিলেন, বিলেতে না গেলে আমাদের ভালরকম লেখাপড়া শেখা হয় না। আর আজ তিনি ঠিক এই কথা বলেন নি—কিছুদিন আগে আর একদিন ঐ কথা বলেছিলেন। আর বলেছিলেন যে, 'তুমি যদি যাও, তবে সেখানে তোমার যাতে সব রকম সুবিধে হয়,—আমার সেখানকার বন্ধুবান্ধবদের চিঠি লিখে, আমি তার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।' তার পর তোমার মত কি, তাই জান্‌তে বলেছিলেন, তোমার অনুমতি নিতে বলেছিলেন। আজ তাই জিজ্ঞেসা করছিলেন, তোমার মত নিয়েছি কি না। তোমার

যদি মত না থাকে, তা' হলে আমি যেন বিলেত যাবার মতলব না করি, এ কথাও বারবার আমাকে বলে দিয়েছিলেন। আমি তোমাকে এ কথা জিজ্ঞেসা করতে ভুলে গিছলাম। আজ উনি মনে করিয়ে দিলেন বলে জিজ্ঞেসা করছি। তা আমি ওঁকে তাই বলব যে, আমার মার মত নেই।"

"তাই বোলো বাবা, তোমাকে আমি কিছুতেই তা' বলে' বিলেতে যেতে দোবো না। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে' অবধি তোর মুখ চেয়েই আমি বেঁচে আছি। তুই বিলেত গিয়ে পর হয়ে আস্‌বি, সে আমি কিছুতে সইতে পারব না।"

অনুযোগের স্বরে শরৎ কহিল, "বিলেত গেলেই বুঝি পর হোতে হয়?"

"কেন, তোদের গোষ্ঠ কি করলে? ওর আর পর হোতে কোন্‌খানটা বাকী?"

শরৎ আবদার করিয়া বলিল, "সবাই বুঝি গোষ্ঠর মতন! তোমার শরৎ তেমন নয়।"

"না বাবা, বিশ্বাস নেই। ও যাদুকরের দেশে আমি ছেলে পাঠাতে পার্‌ব না।"

"তা' হলে আমি কি করব? এম-এ পাশ করে' তা' হ'লে কি ফল হ'ল?"

"দেশশুদ্ধ লোক যা করচে, তুইও তাই করবি।"

"হ্যাঁ মা, এটা কি আমার মায়ের মতন কথা হ'ল? এত

সাধারণ মায়ের মতন কথা হল মা! দেশশুদ্ধ সবাই চাকরী করে; আমিও কি তাই করব?”

“চাকরী না হয় নেই করলি। উকিল কি ডাক্তার ত হতে পারিস!”

“উকীল হ'তে চাই না মা। উকীলদের বড় মিথ্যে কথা কইতে হয়; আর মোকদ্দমায় জেতবার জন্যে সময় সময় বড় অন্যায় কায করতে হয়।”

“তাও কি হয়! তা' হ'লে কি এতগুলো ভদ্রলোক এই কায করতে পারত?”

“ওতে ঢোকবার আগে সকলে ওর ভেতরের কথা জানতে পারে না। তফাৎ থেকে দেখায়, মস্ত বড় ব্যবসা, অনেক টাকা রোজগার। এই দেখে অনেকেই ওই দিকে ঝুঁকে পড়ে,—বি-এ, কি এম-এ পাশ কোরে আইন পোড়তে যায়। তার পর পাশ হ'লে আর কি করে—ব্যবসায় ঢুকে পড়ে। একবার ঢুকলে আর বেরুতে পারে না। প্রথম প্রথম অনেকের বাধ-বাধ ঠেকে। তার পর নেশা জন্মে যায়। তখন আর ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান থাকে না। যেমন কোরে হোক, দু' পয়সা ঘরে এলেই হোলো। ডাক্তারি ব্যবসা ভাল বটে, কিন্তু মড়া না কেটে ডাক্তারি শেখা যায় না যে! মড়া কাট্‌তে আমার বড় ঘেন্না করে।”

“তবে হোমিওপ্যাথি শেখ না? ওতে ত ও সব হাঙ্গাম নেই। মেডিক্যাল কলেজেও ত পড়তে হয় না!”

"নেই আবার! তুমি কি মনে কর, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা খুব সহজ? লোকে মনে করে বটে, একশিশি জলে দু' ফোঁটা ওষুধ ঢেলে দিলেই, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হোয়ে গেল। বাস্তবিক কিন্তু তা নয়। ওতেও ঢের মেহনত কোরে শিখতে হয়। শরীরের ভেতর অসুখ—শরীরের কোথায় কি আছে, না জানলে রোগ ঠাওরাবেই বা কেমন কোরে, চিকিৎসাই বা কোরবে কেমন কোরে? ওতেও পাঁচটী বচ্ছর ধরে মেডিক্যাল কলেজে পড়ে', গাধার খাটুনি খেটে, মড়া কেটে, ডাক্তারি বিদ্যে শিখতে হয়। এলোপ্যাথির চেয়ে হোমিওপ্যাথি বরং বেশী শক্ত। এলোপ্যাথি কিছু মোটামুটি জিনিস, আর হোমিওপ্যাথি খুব সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক ব্যাপার!"

"তবে তুই কি করতে চাস?"

"আমি কোন একটা ব্যবসা শিখতে চাই।"

"তা' তাই কর না। মূলধন যা লাগে, আমি দোবো। কিন্তু ব্যবসা তুই করতে পারবি না। ওতে মন আর নজর একটু ছোট করতে হয়। তোর যে বংশে জন্ম, তুই তা করতে পারবি না। লোকে তোকে ঠকিয়ে নেবে। আর ব্যবসাও বড় সোজা কায নয়। ব্যবসা করতেও শিখতে হয়। এম-এ পাশ করলেই ব্যবসা করা যায় না—তা' তুই মনেও করিস নি।"

"সেই জন্যেই ত বিলেত যেতে চাইছি। সেখান থেকে একটা কিছু শিল্পটিল্প শিখে এসে, এখানে কলকারখানা কোরে ব্যবসা চালাব।"

"ওরে বোকা, ব্যবসা করা অত সোজা কাজ মনে করিস নি। পুঁথিপড়া বিদ্যেয় ব্যবসা করা চলে না।"

"তবে এখানে সাহেবরা অত বড় বড় ব্যবসা কেমন কোরে চালাচ্চে ?"

"ওরে, ওরা কি পুঁথিপড়া বিদ্যের ব্যবসা করে ? ছেলেবেলা থেকে হাতে হেতেরে শিখে, তবে ব্যবসা করতে পারে। তুই কেবল কলেজেই পড়িছিস বই ত নয়—এ সব জানবি কেমন কোরে ? ঐ যে সব বড় বড় সাহেব দেখ্ছিস—কেউ আপিসের বড় সাহেব, কেউ ছোট সাহেব—হাজার দেড় হাজার টাকা মাসে রোজগার করে—ওরা কি এক দিনেই বড় সাহেব, ছোট সাহেব হ'তে পেরেছে ? খুব ছেলেবেলা হয় ত আপিসে পেয়াদা কি পিয়ন হ'য়ে ঢুকেছে—তার পর ক্রমে ক্রমে সব শিখে বড় সাহেব হ'তে পেরেছে। এই ব্যবসা শিখতে ওদের জীবনটাই কেটে গেছে।"

শরৎ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "তুমি এত সব শিখলে কোথা থেকে মা ?"

"তোদের তাঁর কাছেই শিখেছি।"

"বাবা কি তোমাকে এই সব কথা বল্‌তেন ?"

"বল্‌তেন বই কি—তিনি আমার কাছে কোন কথা লুকুতেন না, কিচ্ছু বলতে বাকী রাখতেন না।"

"কিন্তু অন্য লোকে ত তাঁদের স্ত্রীদের এ সব কথা বলেন না !"

"সকলে বলে না বটে, কেউ কেউ বলে। আর যারা শুনতে চায় না, কি বুঝতে পারে না, তাদের বলে না—মিছে পণ্ডশ্রম কেন করবে? যে স্ত্রী স্বামীর উপযুক্ত নয়, স্বামীর সব কথা বুঝতে পারে না, তার স্ত্রী-জন্মই বৃথা। এই জন্যেই ত আজকালকার পাশ-করা ছেলেরা লেখাপড়া জানা বৌ খোঁজে। তোর জন্যেও আমি সেইরকম একটী কনে' খুঁজচি। আমার মতন মুখ্খু নয়—বেশ একটু লেখাপড়া জানা হবে। দু' একটা পাশ করা থাকলে আরও ভাল হয়। একটু বয়স বেশী হলে ক্ষতি নেই—বিয়ের পর এসেই সংসারের ভার নিতে পারবে। ঘর-সংসার যদি বুঝে নিতে পারে, তা'হলে, আমি তার হাতে সংসারের ভার ছেড়ে দিয়ে, নিশ্চিন্দি হ'য়ে নিজের পরকালের কায করতে পারব।"

মাতার এই উচ্ছ্বাসে বাধা দেওয়া শরৎ সঙ্গত মনে করিল না—তাই চুপ করিয়া শুনিয়া গেল; কিন্তু এ সকল কথা তাহার ভাল লাগিতেছিল না। মার কথা শেষ হইলে, মুখখানি অত্যন্ত বিষণ্ণ করিয়া বলিল, "ঐটি এখন আমাকে মাপ করতে হবে মা।"

সসব্যস্ত হইয়া জননী কহিলেন, "সে আমি কিছুতেই শুনব না বাবা! তোমার পড়াশুনা শেষ হয়েচে—এইবার তোমাকে সংসারী হতেই হবে। আর কোন ওজর-আপত্তি আমি শুনব না—এই সামনের অঘ্রাণেই আমি তোমার বিয়ে দোবো।"

"না মা, তোমার দুটী পায়ে পড়ি, আমাকে দিন কতকের জন্যে রেহাই দাও। বিলেত যেতে না দাও, নেই—নেই, যাব না।

কিন্তু এই ভারতবর্ষেই আমি দিনকতক ঘুরে বেড়িয়ে সব দেখে শুনে আসি। আমার মন এখন বড় চঞ্চল—এখন বিয়ে থাক। দিনকতক ঘুরে এসে, মন একটু শান্ত হ'লে, তখন ঠাণ্ডা হোয়ে বিয়ের কথা ভাবা যাবে।"

প্রসন্নময়ী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিলেন। বিলাত যাইবার কথায় রাজী না হওয়ায় ছেলের মনে দুঃখ হইয়াছে। তাহার উপর যদি বেড়াইতে যাইতেও দেওয়া না হয়, তাহা হইলে ছেলে বিদ্রোহী হইতে পারে। এ যাবৎ সে মন দিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছে। কখনও কোথাও যাইতে চাহে নাই, যায়ও নাই। ছেলের মন যদি বাস্তবিক চঞ্চল হইয়া থাকে, তবে পাঁচটা জায়গা দেখিলে শুনিলে তাহার সে চাঞ্চল্য দূর হইতে পারে। বেশী আঁটাআঁটি করিতে গেলে, আবার শেষকালে উল্টা উৎপত্তি হইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি কহিলেন, "কতদিনে ফিরবি ?"

"তা ত এখন ঠিক বলতে পারি না মা!"

"তবু ? মাস তিনেকের মধ্যে ফিরতে পারবি না ? এই ত সবে শ্রাবণ মাস চলেছে। ভাদ্দর, আশ্বিন, কার্ত্তিক কাটিয়ে অগ্রাণের গোড়ায় ফিরতে পারবি না ? কি বলিস ?"

"তা' মা আমি এখন ঠিক করে' বল্‌তে পাচ্ছি না। যদি ভাল না লাগে, আমি তিন মাসের মধ্যেই ফিরে আস্‌তে পারি। আবার চাই কি, চার মাসও হতে পারে, ছ'মাসও হতে পারে।"

"একটা আন্দাজ না দিয়ে গেলে চলবে কেন? আমি সেই বুঝে কায করব।"

"না মা,—আমি ফিরে না এলে, তুমি কারুর সঙ্গে কোন পাকা কথা কোয়ো না। আমি ফিরে আসবার পর যা হয় কোরো।"

"সঙ্গে কাকে কাকে নিবি?"

"তা' তুমি যা' ভাল বিবেচনা কর। তোমার সংসারের অসুবিধে না হয়, অথচ বিষয় কার্য্যও চলে, এই সব বুঝে যা' হয় ব্যবস্থা করে দাও।"

"তা' হলে, জীবন সরকার তোর সঙ্গে যাক্? আর একজন বামুন?"

"তা' হলেই যথেষ্ট হবে।"

"একটা চাকর নিবি না?"

"হ্যাঁ, একটা চাকর হলে ভালই হয়।"

"তা'হলে বিশুকে সঙ্গে নে। ও পুরোনো লোক—তোকে ভালও বাসে খুব। একটা দরোয়ান সঙ্গে দোবো?"

"অত বাহুল্যর দরকার কি মা? রাজা মহারাজা নই ত। তা'হলে বরং ভড়ং দেখাবার জন্যে অনেক লোক লস্করের দরকার হ'ত। সামান্য গেরস্ত আমরা—একজন সরকার, একজন বামুন, একটা চাকর—আর কি চাই!"

"আচ্ছা, তবে তাই থাক। এখন একবার পুরুত মশায়কে ডাক্‌তে পাঠাই—তিনি একটা ভাল দিন দেখে দিন।"

"অত হাঙ্গামের কি দরকার কি মা ?"

"না বাবা, বিদেশ বিভূঁয়ে যেতে গেলে, দিনক্ষণ না দেখে বেরুতে নেই।"

"তবে তোমার যা' ইচ্ছে হয় করো। মোদ্দা বেশী দেরী না হয়।"

"আচ্ছা, পুরুত মশায়কে তাই বলব। প্রথমেই যে দিন ভাল পাওয়া যাবে, সেই দিনই তুই যাত্রা করিস।"

শরতের দেশ-ভ্রমণে গমনের অভিলাষ শুনিয়া পূর্ণবাবু যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তোমার এই সঙ্কল্পের আমি সমর্থন করছি। দেশ-ভ্রমণে অভিজ্ঞতা অনেক বাড়ে। তাতে সংসার-ধর্ম্মের অনেক সুবিধা হয়। একবার বিলেতটা বেড়িয়ে আসতে পারলে ভাল হ'ত। তা' তোমার মা যখন তাতে রাজী ন'ন, তখন কায নেই। তুমি ভারতবর্ষটাই ভাল কোরে দেখে শুনে নাও। তোমাকে আমি নিজের ছেলের মতনই দেখি। যেখানেই যাও বাবা, মাঝে মাঝে একখানা পত্র লিখ্‌তে ভুলো না যেন। তোমার খবর না পেলে, আমাকে বড় উদ্বিগ্ন থাকতে হবে, জেনো।"

শরৎ সলজ্জ নতমুখে ঘাড় নাড়িয়া তাহাতে স্বীকার করিল।

কিন্তু শরতের দেশ-ভ্রমণের সঙ্কল্প শুনিয়া রমলা তেমন প্রসন্ন হইল না। সে কহিল, "তাই ত। আমাদের সঙ্গ আর আপনার ভাল লাগ্‌ছে না দেখ্‌ছি। তা' চোখের আড়াল হলেই মনের আড়াল হ'ব না ত ?"

শরৎ তাড়াতাড়ি কহিল, "না—না, তা' কেন হবে? আর, কদ্দিনের জন্যেই বা? বড় জোর দু' তিনমাস।"

পূর্ণবাবুর গৃহিণী বেশী কিছু কহিলেন না; কেবল বলিলেন, "তা যাও বাবা, দিনকতক সব দেখে শুনে ভালয় ভালয় ফিরে এস।"

১৪

তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। এই তিন মাসের মধ্যে শরৎ পূর্ণবাবুকে মাত্র একখানি পত্র লিখিয়াছে। প্রয়াগে পৌছিয়া সে লিখিয়াছিল, সেখানে এক সপ্তাহ থাকিয়া সে দিল্লী যাইবে; এবং তথা হইতে পুনরায় পত্র লিখিবে। কিন্তু আর কোন পত্র তাহার নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই। তিন মাসের মধ্যে যাহার ফিরিবার কথা,—তিন মাস কাটিয়া গেল,—সে ত ফিরিল না,—অধিকন্তু একখানির অধিক পত্রও লিখিল না। ইহাতে পূর্ণবাবু মনে মনে দুঃখিত হইলেন,—কিছু উদ্বিগ্নও যে না হইলেন, এমন নহে। কিন্তু এই অবহেলা,—এই প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ,—এই ঔদাসীন্য—এই উপেক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা আঘাত করিল রমলাকে।

মাস তিনেক পরে একদিন দুপুরবেলা আহারাদির পর প্রসন্নময়ী তাঁহার শয়ন-কক্ষে খাটের পার্শ্বে মেঝেয় মেদিনীপুরে প্রস্তুত একখানি অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যসম্পন্ন মাদুর বিছাইয়া ছোট্ট একটী বালিস লইয়া দিবা-নিদ্রার চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন

সময়ে কক্ষের বাহিরের দালানে পদ-শব্দ শুনিয়া পাশ ফিরিয়া দ্বারের দিকে চাহিতেই দেখিলেন, সামনে দাঁড়াইয়া—রমলা।

তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, "এস মা, ঘরের ভিতর এস।"

রমলা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া মাদুরের অনতিদূরে আসিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছেন?"

"ভাল আছি। তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন মা, বস" বলিয়া মাথার বালিসটা খাটের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, নিজে মাদুরের এক পাশে সরিয়া গিয়া অপর অংশে রমলাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

রমলা কহিল, "একাসনেই বসব?"

আশ্চর্য্য হইয়া প্রসন্নময়ী কহিলেন, "কেন বসবে না?"

মৃদু হাসিয়া রমলা কহিল, "আপনাকে ছোঁয়া যাবে যে!"

অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া প্রসন্নময়ী কহিলেন, "গেলই বা ছোঁয়া!"

রমলা প্রশ্ন করিল, "আপনার আহার হয়েছে?"

"হয়েছে।"

"ওবেলা স্নান করবেন?"

"করব। কিন্তু কেন বল দেখি?"

"দু'বেলা স্নান আপনার সহ্য হয়?"

"কেন হবে না? স্নান ত আমি চিরকাল রোজ দু'বেলাই

করে থাকি! ওঃ! তুমি বুঝি মনে করেছ, তোমাকে ছোঁয়া যাবে বলে' আজই ওবেলা আমাকে স্নান করতে হবে?" বলিয়াই একটু অগ্রসর হইয়া, হঠাৎ দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া রমলার ডান হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া, তাহাকে টানিয়া মাদুরের উপর নিজের পাশে বসাইয়া দিলেন।

রমলা একটু সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, "আমাকে ছুঁয়ে ফেল্‌লেন?"

"কেন মা? তুমি কি অজাত? তুমি ত আমাদেরই স্বজাত। তোমাকে ছোঁব না কেন? তুমি এত কিন্তু হচ্চ কেন? এক সময়ে মিশনারী মেম এসে আমাকে পড়িয়ে গেছে; তাকে ছুঁতে হয় নি? তুমি কি তার চেয়েও আমার পর?"

রমলা অপ্রস্তুত হইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আমি মনে করতুম, আমাদের বুঝি ছুঁতে নেই। যাক্, শরৎবাবুর খবর টবর পান? তিনি কেমন আছেন?"

"পাই বই কি! সে ভালই আছে।"

"চিঠিপত্র লেখেন?"

"তা লেখে। হপ্তায় দু'খানা করে' চিঠি সে বরাবর লিখেছে।"

"কবে আস্‌বেন তিনি?"

"তা' ত কিছু লেখেনি। তোমাদের চিঠি লেখে?"

"এই তিন মাসের মধ্যে একখানা চিঠি লিখেছেন।"

"আচ্ছা, এবার আমি যেদিন চিঠি লিখ্‌ব, তখন তাকে তোমাদের চিঠি দিতে লিখে দেব।"

"তিনি এখন কোথায় আছেন?"

"তা' ত ঠিক বল্‌তে পাচ্ছি না মা! দাঁড়াও দেখি—" বলিয়া উঠিয়া, একটা বাক্স খুলিয়া খানকতক চিঠি বাহির করিয়া রমলার হাতে দিলেন; কহিলেন, "এরই মধ্যে একখানাতে তার এখনকার ঠিকানা লেখা আছে—তুমি পড়ে' দেখ।"

চিরদরিদ্র অকস্মাৎ বহুমূল্য রত্ন কুড়াইয়া পাইলে, যেমন ভাবে তাহা আঁকড়াইয়া ধরে, রমলাও শরতের চিঠিগুলি সেইভাবে দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিল।

প্রসন্নময়ী বলিলেন, "চিঠিগুলোয় অনেক যায়গার অনেক খবর আছে। তুমি বোধ হয় পশ্চিমে বেশী দূর যাও নি। এ চিঠিগুলো পড়লে তোমার 'ভ্রমণ বৃত্তান্ত' পড়ার কাজ হবে। তুমি চিঠিগুলো বাড়ী নিয়ে গিয়ে পড়ে দেখো; শরৎ কত যায়গার সম্বন্ধে যে কত কথা লিখেছে, পড়লে আনন্দ পাবে।"

রমলা অত্যন্ত আনন্দিতা হইয়া কহিল, "তবে চিঠিগুলো দিন-দুই আমারই কাছে থাক।"

প্রসন্নময়ী কহিলেন, "তার পর মা, আজ কি মনে করে' এলে? কোন দরকার নেই ত?"

"দরকার তেমন বিশেষ কিছু নেই। শরৎ বাবু থাক্‌তে রোজই তাঁর মুখে আপনাদের খবর পেতুম। এ তিন মাস

ত আর কোন খবর পাইনি। তাই একবার দেখা কর্‌তে এলুম।"

"তা' বেশ কোরেছ মা। রোজই একবার কোরে এস না? আর আমিও অবসর পেলেই, এর মধ্যে একদিন তোমাদের বাড়ী গিয়ে, তোমার মার সঙ্গে দেখা কোরে আসব।"

রমলা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কহিল, "যাবেন,—যাবেন! মা তা'হলে কত খুসী হবেন!"

"যাব বই কি মা—একটু অবসর পেলেই যাব। তুমিও এস মধ্যে মধ্যে। তোমাদের ত এখন কলেজের ছুটী আছে?"

"কলেজ খোলা আছে। তবে আমাদের শীগ্‌গীর একজামিন কি না? তাই বাড়ীতে পড়বার জন্যে কেবল আমাদের ক্লাসটার ছুটী হয়েছে।"

"তুমি এখন কি একজামিন দেবে?"

"এবার আমাদের এল-এ একজামিন।"

"তা' হলে ভাল কোরে পড়ো মা। শরৎ আমার এল-এ একজামিনের সময় দিন রাত পড়তো। তাইতে সে ২০ টাকা করে জলপানি পেয়েছিল। তুমিও জলপানি পাবে বোধ হয়?"

"না মা। আমরা কি তেমন ক'রে পড়তে পারি? কোন রকমে পাশ হলেই বেঁচে যাই।"

"আমি আশীর্ব্বাদ করচি, তুমি পাশ হবে। তুমি যে রকম লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি নিশ্চয় পাশ হবে।"

সে দুই চারিটী অন্যান্য কথার পর কহিল, "আজ তা' হলে আসি মা? অবসর পেলে আমি রোজই আসবার চেষ্টা করব।"

"আচ্ছা, তা' হলে আজ এস তবে।" বলিয়া রমলার সঙ্গে সঙ্গে সদর ও অন্দরের মাঝ দরজা পর্য্যন্ত তাহাকে আগাইয়া দিয়া গেলেন।

রমলার আর বিলম্ব সহিতেছিল না। বাড়ীতে ফিরিয়াই তাহার প্রথম কায হইল, চিঠিগুলি আগাগোড়া পড়া। প্রথমে সে তারিখ ধরিয়া পত্রগুলি পরপর সাজাইয়া ফেলিল। তার পর একে একে সেগুলি পড়িতে লাগিল। প্রত্যেক চিঠিতেই শরৎ রমলাদের সংবাদ জানিতে চাহিয়াছে। প্রসন্নময়ী বোধ হয় কোন চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, রমলাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ত হয়-ই না, এমন কি তাঁহাদের কোন খবরও তিনি রাখেন না। ইহার উত্তরে শরৎ মাতাকে, রমলাদের বাড়ীতে গিয়া, রমলা ও তাহার জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছে। ইহার উত্তরে প্রসন্নময়ী বোধ হয় লিখিয়াছিলেন, তিনি সময় পান না। তাহার উত্তরে শরৎ লিখিয়াছে, যেমন করিয়াই হউক, তিনি যেন একদিন একটু সময় করিয়া, রমলাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

রমলা ভাবিতে লাগিল, এই ত শরৎবাবু মায়ের প্রত্যেক চিঠিতেই তাহাদের খোঁজ-খবর লইয়াছেন, অথচ তাহাদের চিঠি লেখেন না কেন? রমলাকে না লিখুন, তাহার বাবাকে ত

লিখিতে পারেন! শরৎ পূর্ণবাবুকে যে একখানি চিঠি লিখিয়াছিল, তাহাতে রমলার নাম পর্য্যন্ত ছিল না। আর, মার প্রত্যেক চিঠিতেই 'রমু'র কথা!

ইহা কি অভিমান? কিসের এ অভিমান? রমলার দৃঢ় প্রতীতি হইল, শরৎবাবু পাশের ঘরে মিনিট দশেক যখন একলাটি বসিয়া ছিলেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি তাহাদের মায়ে-ঝিয়ের কথাবার্ত্তা সমস্তই শুনিতে পাইয়াছিলেন। রমলার মনে অনুশোচনার উদয় হইতে লাগিল; যথেষ্ট আত্মগ্লানি জন্মিল। কিন্তু উপায় কি? সে ত নিজে আর অগ্রসর হইয়া শরৎকে চিঠি লিখিতে পারে না, যে, ক্ষমা প্রার্থনা করিবে! লোকে শুনিলে বলিবে কি!

অথচ, সে তাহার মাকে যাহা বলিয়াছিল, যে কথা শুনিয়া শরৎবাবুর এই অভিমান হইয়াছে, তাহা তাহার অন্তরের প্রকৃত কথা নহে। সে যদি তাহার হৃদয়ের কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিত, তাহা হইলে তাহার মুখ দিয়া অন্য রকম—ঠিক উল্টা, কথা বাহির হইতে পারিত। কিন্তু তা' কি বলা যায়? যাহা অসত্য, জোর করিয়া তাহার প্রতিবাদ করা চলে; কিন্তু যাহা সত্য, তাহা সকল সময়ে মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করা যায় না। বিশেষতঃ, রমলার ন্যায় অনূঢ়া যুবতীর পক্ষে।

শরৎবাবু নিজেই কোন্ বলিলেন? তিনি চিঠিতে যাহা লিখিতে পারেন,—পুরুষ মানুষ তিনি—তিনিও কি একদিন তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেন না? পুরুষ মানুষের এত কি লজ্জা?

রমলা তাহার মাকে বলিয়াছিল, পুরুষ জাতটাই ইন্‌কনষ্ট্যাণ্ট। সে নিজে স্ত্রীলোক ;—সে যে ইন্‌কনষ্ট্যাণ্ট নয়, তাহা জানাইবার জন্যই ত আরো সে মিছামিছি করিয়া তাহার মায়ের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইল! শরৎবাবু কেন তাহা বুঝিলেন না? পুরুষ মানুষ এমনি বোকা বটে!

শরতের চিঠিগুলি তাঁহার মাকে ফিরাইয়া দেওয়া রমলার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইল বটে, কিন্তু তাহা সে প্রাণ ধরিয়া দিতে পারিবে না। এই চিঠিগুলি এখন তাহার একমাত্র সান্ত্বনা—বোধ করি বা পরকালের পাথেয়। অতএব সেগুলি রমলার বাক্সজাত হইল।

১৫

আরও তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। শরৎ এখনও গৃহে ফিরে নাই। প্রসন্নময়ী চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছেন। দিবানিশি চক্ষের জলে ভাসিতেছেন। কিসের দুঃখে শরৎ তাঁহাকে ছাড়িয়া বিদেশে গিয়া বসিয়া রহিল? তিনি তাহার বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন, এই ত তাঁহার অপরাধ! তা' তিনি আর শরৎকে বিবাহের কথা বলিবেন না—সে গৃহে ফিরিয়া আসুক। প্রসন্নময়ী প্রত্যেক চিঠিতেই শরৎকে ঘরে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ, অনুনয়, আদেশ, কাশী চলিয়া যাইবার ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। শরতের সেই একই উত্তর—এখনও তাহার মন চঞ্চল; মন স্থির না হইলে সে গৃহে ফিরিতে পারিবে না।

এ দিকে সে জননীকে প্রতি সপ্তাহেই যথা নিয়মে দুইখানি করিয়া পত্র লিখিতেছে—একটী দিনের জন্যও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। টাকা ফুরাইলেই সে মাকে টাকা পাঠাইতে লেখে। প্রসন্নময়ীর আদেশে বাটীর সরকার টাকা পাঠাইয়া দেয়।

রমলা যে দিন প্রসন্নময়ীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল, তাহার পরদিনই তিনি সে সংবাদ শরৎকে জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। শরৎ তাহাতে খুসী হইয়া লিখিয়াছিল, "মা তাকে বেশ আদর যত্ন করিও। তোমার কোন ব্যবহারে সে যেন মনে ক্লেশ না পায়।" মা তাহার উত্তরে রমলার সহিত তাঁহার প্রথম দিনের সাক্ষাতের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছিলেন। শরৎ তাহাতে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল।

এই ছয় মাস ধরিয়া রমলা প্রায় প্রতিদিন, অন্ততঃ একদিন অন্তরে প্রসন্নময়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে। তিনি তাহাকে আদর-যত্নের ত্রুটি ত করেনই নাই; অধিকন্তু এই মেয়েটি একমাত্র-পুত্র-বিরহ-কাতরা প্রবীণা বিধবার সঙ্গিনী এবং সান্ত্বনার স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শরতের প্রত্যেক পত্র তিনি রমলাকে পড়িতে দিয়াছেন। সে একবার মনে মনে তাহা পাঠ করিয়াছে। তাহার পর প্রসন্নময়ীর অনুরোধে তাঁহাকে তাহা পড়িয়া শুনাইয়াছে। তার পর প্রত্যেক চিঠিই সে প্রসন্নময়ীকে ফিরাইয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছে, এবং প্রসন্নময়ীও তাহা চাহিয়া লইতে ভুলিয়া গিয়াছেন। ভুলের এইখানেই শেষ হয় নাই। রমলা ভুল

করিয়া প্রত্যেক চিঠি বাড়ীতে লইয়া গিয়াছে, এবং ভুলক্রমেই তাহা তাহার বাক্সে উঠিয়াছে; সে প্রত্যেকবারই চিঠিগুলি বাক্স হইতে পুনরায় বাহির করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। শরতের প্রত্যেক চিঠির সম্বন্ধেই এত দিন ধরিয়া প্রসন্নময়ী ও রমলার ঠিক একই রকম ভুল হইয়া আসিতেছে।

ঘরের ছেলে কেন যে এতদিন ধরিয়া অনর্থক বিদেশে পড়িয়া আছে, তাহার প্রকৃত রহস্য আর কেহ বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, রমলা কিন্তু ঠিক বুঝিয়াছিল। সে এখন ভাবে, তিনি যা চান, ইচ্ছা করলেই ত তা পেতে পারেন! একবার মুখ ফুটিয়া বলিলেই ত হয়! কিন্তু তাঁর মা কি রাজী হবেন? বিলাত-ফেরতদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিতে তিনি চাহিবেন কি? বোধ হয় তাঁহার আপত্তি হইবে না। সে নিত্য প্রসন্নময়ীর কাছে যাতায়াত করিয়া তাঁহাকে যতটা বুঝিয়াছে, তাহাতে তাহার মনে হয়, একমাত্র পুত্রকে গৃহবাসী করিবার জন্য, বিলাত-ফেরতের সঙ্গে কুটুম্বিতা করা ত তুচ্ছ কথা—আরও বেশী যদি কিছু দরকার হয়, তাহাতেও বোধ হয় তাঁহার আপত্তি হইবে না।

প্রসন্নময়ী অবশ্য ভিতরের কথা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই; তবে ইদানীং কেমন করিয়া তাঁহার মনে যেন ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, শরৎ এই সুশ্রী, সভ্য, শিক্ষিত, শান্ত, লক্ষ্মী মেয়েটিকে বিবাহ করিতে চায়। তিনি পাছে তাহার অন্যত্র বিবাহ দেন, এই ভয়েই বাছা ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া একলাটী বিদেশে পড়িয়া আছে।

তা' সে আসুক না! তার যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করুক,—তিনি তাহাতে আপত্তি করিবেন না। তিনি পত্রে শরৎকে এই মর্ম্মে লিখিয়াও দিয়াছেন যে, "বিয়ে করবার ভয়ে তুই বিদেশে পড়ে রইলি কেন? আমি কি জোর করে তোর বিয়ে দোবো? তুই ফিরে আয়। তোর যাকে পছন্দ হয়, দেখে-শুনে তাকেই না হয় তুই বিয়ে কর। তুই যাকে বিয়ে করে আন্‌বি, তাকেই আমি বরণ করে ঘরে তুলব। সে-ই আমার বৌ হবে।" শরৎ জবাবে লিখিয়াছে, "যাব মা, শীগ্‌গীরই যাব। আর দু' চার দিন সবুর কর।"

মোট কথা, এই দুইটী অসমবয়স্কা নারীর একমাত্র কামনা,—শরৎ গৃহে ফিরিয়া আসুক। এ আকুল আহ্বান কি তাহাকে আঘাত করিতেছে না? টেলিপ্যাথি-শাস্ত্রটা কি তাহা হইলে মিথ্যা? শরতের ব্যবহার দেখিয়া কিন্তু তাহা বুঝা যায় না।

১৬

এই সময়টা গোষ্ঠর পক্ষে বড় দুঃসময় গিয়াছে। তাহার পারিবারিক জীবনে সম্প্রতি একটা ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। সে এখন বি-পত্নীক।

তাই বলিয়া কেহ যেন মনে করিবেন না যে, মিসেস নাগ বলিয়া পরিচিতা মহিলাটি আর ইহজগতে বর্ত্তমান নাই। তিনি সুস্থ

শরীরে বাহাল তবিয়তে আছেন। তবে তিনি এখন আর মিসেস নাগ নহেন—শ্রীমান্ গোষ্ঠবিহারী নাগের সহধর্ম্মিণী নহেন।

গোষ্ঠর আর্থিক অবস্থা বরাবরই অস্বচ্ছল রহিয়া গেল। মামলা মোকর্দ্দমা কালে ভদ্রে দুই একটা যাহা পাইত, তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইলে, ইহার বহু পূর্ব্বেই তাহাকে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিতে হইত। সে বুদ্ধি পূর্ব্বক একটী আইন কলেজে অধ্যাপকের পদ যোগাড় করিয়াছিল; তাহার বেতনের মাসিক দেড়শত টাকাতে কোন রকমে তাহাদের দিন চলিত মাত্র। কিন্তু দেড়শত টাকায় পূরাপুরি বাঙ্গালী গৃহস্থের হিন্দু ধরণে এক রকম চলিলেও, তাহাতে ইউরোপীয় দম্পতির ত কোন ক্রমেই চলিতে পারে না; ইউরোপীয় ধরণে চলিতে গেলে বাঙ্গালী দম্পতিরও চলে না। তাহাতে আবার মিসেস নাগ খাঁটি ইংরেজের মেয়ে। সুতরাং গোষ্ঠর সাংসারিক অস্বচ্ছল অবস্থার কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

কিন্তু তাহাও একরূপ সহিয়াছিল। মিসেস নাগ স্বামীর অবস্থা বুঝিয়া, অর্থকষ্টকে বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর হইয়া উঠিল তাঁহার নিঃসঙ্গ জীবন।

নেটিভকে বিবাহ করাতে, তিনি এতদ্দেশের প্রবাসী ইউরোপীয় সমাজের সঙ্গে মিশিতে পারিলেন না; নেটিভ-পত্নীত্বের অপরাধে তাহারা তাঁহাকে একঘরে করিল। পক্ষান্তরে, দেশীয় সমাজেও তিনি মিশিতে পারিলেন না। এই বিচিত্র দেশে,

বিচিত্র মানুষ ও বিচিত্র সমাজের সঙ্গে আপনাকে তিনি কোন ক্রমে খাপ খাওয়াইতে পারিলেন না। প্রকৃত ইংরেজ-স্বভাব-সুলভ উদারতা বশতঃ যদিই তিনি কখনও নেটিভ সমাজের সঙ্গে মিশিবার চেষ্টা করিতেন, ত', তাহারা তাঁহার নিকট হইতে সহস্র হস্ত দূরে পলায়ন করিত। ইহার কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া, তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইতেন।

স্বামীর দুই-চারিজন ব্যারিষ্টার বন্ধুর পত্নী মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আসিতেন বটে, এবং সেই সময়টা তিনি কিছু সোয়াস্তিতে কাটাইতে পারিতেন বটে, কিন্তু তাহাও ত বেশীক্ষণের জন্য নয়, এবং প্রত্যহও নয়। কারণ, ইঁহাদেরও নিজেদের ঘর-সংসার আছে, স্বামী পুত্র আছে, সমাজ আছে—এ সকলের প্রতিও তাঁহাদের নিজের নিজের এক একটা কর্ত্তব্য আছে।

এইরূপে কোন রকমে এতদিন কাটিল; কিন্তু আর চলে না। গোষ্ঠ ও তাহার স্ত্রী উভয়েই বুঝিল, এরূপভাবে আর চলিবে না। সেইজন্য উভয়ে পরামর্শ করিয়া বিবাহ-বন্ধন-চ্ছেদ করিল। মিসেস নাগ তাঁহার শিশু পুত্রটিকে লইয়া নিজদেশে চলিয়া গেলেন। পরে এরূপ সংবাদও পাওয়া গিয়াছে, ভূতপূর্ব্ব মিসেস নাগের সেখানে আর একটী বর জুটিয়াছে, এবং এতদিনে হয় ত তাঁহার বিবাহও হইয়া গিয়া থাকিবে। বলা বাহুল্য, এ সংবাদটা গোষ্ঠর বন্ধুমহলে অপ্রকাশ ছিল না; এবং কথাটা পূর্ণবাবুর কাণেও গিয়াছিল।

পূর্ণবাবু এখন যেন একটু মুস্কিলে পড়িয়াছেন,—রমলা তাঁহার পক্ষে ভার স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ সৎপাত্রে কন্যা অর্পিত না হইলে, শুধু হিন্দু-সমাজে কেন, সকল সমাজেই পিতামাতা নিজেদের কন্যাদায়গ্রস্ত মনে করিয়া থাকেন; তা সে সমাজে স্বয়ম্বর প্রথাই প্রচলিত থাকুক, অথবা তাহা গৌরী-দানের সমাজই হউক।

গোষ্ঠবিহারীকে জামাই পদে মনোনীত করিয়া, পূর্ণবাবু অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু গোষ্ঠ তাঁহার সে আশায় ছাই দিল! তার পর শরতের উপর তিনি কিঞ্চিৎ আশা স্থাপন করিয়াছিলেন।

গোষ্ঠ হাতছাড়া হইয়া গেলে, সহজেই শরতের উপর পূর্ণবাবুর দৃষ্টি পতিত হইল। এতদিন তাহাকে কেবল প্রতিবাসী এবং বন্ধু হিসাবেই দেখিতেছিলেন; এখন হইতে তিনি তাহাকে ভিন্ন চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। শরতের ও রমলার পরস্পরের প্রতি ভাবগতিক তিনি তাহাদের অলক্ষ্যে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার আশা হইল, উভয়ে পরস্পরকে ভালবাসিতেও পারে। শরৎ যদিও বিলাত-ফেরত নহে, কিন্তু তথাপি সে তাঁহার জামাতা হইবার একান্তই অনুপযুক্তও নহে। এ সম্বন্ধে পত্নী বিজনবাসিনীর সহিত তাঁহার মধ্যে মধ্যে নিভৃতে আলোচনাও হইত; এবং শরৎ ও রমলা যাহাতে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সুযোগ পাইতে পারে, পূর্ণবাবু এমন ভাবে পত্নীকে উপদেশও

দিয়াছিলেন। স্বামীর উপদেশ অনুসারেই পত্নী কৌশলে শরৎকে রমলার অধ্যাপনার ভার লইতে অনুরোধ করেন ; এবং কন্যাকেও অন্তরালে এ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু তাহার ফল কি দাঁড়াইল, তাহার আভাষ আমরা:পূর্ব্বেই দিয়াছি।

রমলা শরতের সম্বন্ধে কিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল, পূর্ণবাবু তাহা পত্নীর মুখে শুনিয়াছিলেন। তবে শরৎও যে সে কথা শুনিয়া গিয়াছে, তাহা তিনি জানিতেন না। রমলার মা হয় নিজেই তাহা জানিতেন না ; আর না হয়, সেটুকু জানিয়াও স্বামীর নিকট গোপন করিয়া গিয়াছিলেন।

তার পর, শরতেরই বা এ কিরূপ ব্যবহার? ছয় মাস সে এক রকম নিরুদ্দেশ বলিলেই চলে। মধ্যে মধ্যে রমলার বা পত্নীর মুখে শরতের একটু আধটু সংবাদ যদিও তিনি পাইয়া থাকেন, কিন্তু সে কবে দেশে ফিরিবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। শরৎ রমলাকে পছন্দ করিয়াছে কি না, তাহাও জানা গেল না। তাহা জানিলেও না হয় তাঁহারা কন্যাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া বিবাহে রাজী করাইতে পারিতেন। সুতরাং এদিকেও তিনি নির্ভর করিতে পারিতেছেন না। এই ছয় মাসের মধ্যে তিনি কন্যার উপযুক্ত আর কোন সুপাত্রের সন্ধানও পান নাই।

এরূপ অবস্থায় গোষ্ঠর বিবাহ-বন্ধন-চ্ছেদের সংবাদ শুনিয়া তাঁহার মনে আশার একটী ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা গোষ্ঠর পূর্ব্ব অপরাধ সমস্তই মনে মনে মার্জ্জনা করিলেন।

বিশেষতঃ রমলার শরৎকে পরোক্ষভাবে প্রত্যাখান করার কথা শুনিয়া অবধি, তাঁহার মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, রমলা এখনও গোষ্ঠকেই মনে মনে ভালবাসে। তাই সে শরৎকে গ্রহণ করিতে রাজী নয়। গোষ্ঠর অপরাধের লাঘবতা সাধনে এই চিন্তাও অল্প সহায়তা করে নাই।

সে দিন কি একটা সামাজিক সভায় গোষ্ঠর সহিত পূর্ণবাবুর সাক্ষাৎ হইল। পূর্ণবাবু অনুযোগের স্বরে তাহাকে কহিলেন, "তাই ত হে গোষ্ঠ, তোমার যে আর দেখাই পাওয়া যায় না। সেই হাওড়া ষ্টেসনে তোমাকে দেখেছিলাম, তার পরদিন কেবল তুমি মিনিট দুত্তিনের জন্যে আমাদের বাড়ীতে এসেছিলে। এত দিন ধরে তুমি কোথায় আছ, কি করছ,—কোন খবরই দাও না, দেখা ত করই না। ব্যাপার কি বল দেখি?" অথচ মাস দুই, পূর্ব্বে দুই-তিন জায়গায় দুই তিনবার গোষ্ঠর সঙ্গে পূর্ণবাবুর চোখোচোখি হইয়াছিল। তখনও অবশ্য মিসেস নাগ এখানেই ছিলেন, এবং তাঁহার মনে পতির সহিত বিবাহ সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার কল্পনাও উদিত হয় নাই। গোষ্ঠর সে কথা মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু সে সম্বন্ধে সে কোন কথাই বলিল না। অত্যন্ত অপ্রস্তুতের ভাব দেখাইয়া, নিতান্ত অপরাধীর মত কহিল, "আজ্ঞে, নতুন প্র্যাকটিস করছি—এখন একটু বেশী খাটতে হয়; তার পর, ল কলেজে পড়াতে যেতে হয়। তাইতেই সময় করে উঠতে পারি না।"

"তুমি কি এখন ল কলেজে পড়াও ?"

"বরাবরই ত পড়াচ্ছি! তা' নইলে চালাব কেমন করে? প্র্যাকটিস্ ত এখনও কিছুই হয় নি বলতে গেলে!"

"তুমি আমাকে বললে না কেন? আমি তোমায় কত মক্কেল জুটিয়ে দিতে পারতুম!"

তাহা তিনি যেমন পারিতেন, তাঁহাকে মক্কেল জুটাইয়া দিতে বলাও সেইরূপ অসম্ভব ছিল। কিন্তু গোষ্ঠ সে দিক দিয়াও গেল না। সে পূর্ণবাবুর ইঙ্গিতটুকু বুঝিয়াছিল। সুতরাং সে পূর্ণবাবুর কথায় সায় দিয়া গেল; কহিল, "এখন থেকে আপনার পরামর্শ মতই চল্‌ব।"

এমনি সময়ে সেখানে অন্য লোক আসিয়া পড়ায় তাঁহাদের কথাবার্ত্তা বন্ধ হইল।

গোষ্ঠ পূর্ণবাবুর ইঙ্গিতের মর্ম্ম অনুসারে কার্য্য করিতে বিলম্ব করিল না। এরূপ সুযোগ ছাড়িবার পাত্র সে নয়। এত দিন যে পূর্ণবাবুর গৃহের দ্বার গোষ্ঠর পক্ষে অবরুদ্ধ ছিল, পর দিন সকালেই লোকে দেখিল, গোষ্ঠর পক্ষে এখন তাহা উন্মুক্ত; গোষ্ঠ আবার পূর্ণবাবুর বাটীতে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য, এবং ইহার পরিণাম কি হইতে পারে, তাহাও কাহারও অগোচর রহিল না।

সেদিন দুপুরবেলা কোর্টে গোষ্ঠর বিশেষ কোন কায ছিল না। (কোন্ দিনই বা থাকে?) সে দিন আর বার লাইব্রেরীতে নিষ্কর্ম্মা

বসিয়া থাকিতে তাহার ভাল লাগিতেছিল না। সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করিবার জন্য সে কোর্ট হইতে বাহির হইয়া ট্রামে চড়িয়া, বাসায় না গিয়া, সটান পূর্ণবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

বৈঠকখানায় দেখিল কেহ নাই। নিকটে কোন চাকর-বাকরকেও সে দেখিতে পাইল না। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে এ বাড়ীতে কোথাও তাহার অগম্য স্থান একটুও ছিল না। পূর্ব্বের সেই অধিকার তাহার এখনও অক্ষুণ্ণ আছে মনে করিয়া, সে ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া, একেবারে রমলার পড়িবার ঘরে উপস্থিত হইল। দেখিল, রমলা টেবিলের ধারে একখানি চেয়ারে বসিয়া তন্ময় চিত্তে কি পড়িতেছে। টেবিলের উপর একধারে একটী ডালা-খোলা বাক্স, এবং ঠিক তাহার সামনে একরাশ কাগজ—সম্ভবতঃ চিঠি।

রমলা ঘাড় হেঁট করিয়া এমন নিবিষ্টচিত্তে চিঠি পড়িতেছিল যে, সে গোষ্ঠর পদশব্দ শুনিতে পাইল না। গোষ্ঠ তখন আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া, একেবারে রমলার পিছনে আসিয়া, তাহার কাঁধে হাত দিল। রমলা হঠাৎ চমকিয়া, পিছন ফিরিয়া চাহিতেই দেখিল—গোষ্ঠ। গোষ্ঠকে দেখিয়াই তাহার মুখ এমন সাদা হইয়া গেল যে, সম্মুখে হঠাৎ গোখুরা সর্প দেখিলেও লোকে এতটা ভয় পায় না। সে তাড়াতাড়ি তাহার আঁচলটা চিঠিগুলার উপর চাপা দিয়া, গোষ্ঠর দিকে ফিরিয়া শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, "বসুন।"

টেবিলের অপর পার্শ্বে আর একখানি চেয়ার ছিল; গোষ্ঠ

একটু ঘুরিয়া গিয়া, চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। ইত্যবসরে রমলা চিঠিগুলা বাক্সে পূরিয়া ফেলিয়া, বাক্স চাবিবন্ধ করিয়া, উঠিয়া গিয়া বাক্সটা যথাস্থানে রাখিয়া আসিয়া, পুনরায় চেয়ারে উপবেশন করিল।

গোষ্ঠ তখন ভাবিতেছিল, চিঠিগুলা কার? রমলা তাহার আগমন জানিতে পারিয়া সাবধান হইবার পূর্ব্বে, সে দুই একখানা চিঠির দুই একটা কথা পড়িবার অবকাশ পাইয়াছিল। একখানাতে চিঠির সম্বোধন এইরূপ ছিল,—"পরম পূজনীয়া পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণী শ্রীচরণকমলেষু।" অপর একখানি চিঠির শেষ পৃষ্ঠায় নাম স্বাক্ষর ছিল, "আপনার স্নেহের শরৎ।" ইহা ত রমলার চিঠি নয়! এ যে হতেই পারে না! এ শরৎটা কে? সে তাহার মাতাকে চিঠি লিখিয়াছে—সে চিঠি পড়িবার জন্য রমলার এত আগ্রহ কেন?

এইরূপ ভাবনায়, সে কি বলিয়া কথা আরম্ভ করিবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না। রমলাও নীরব। গোষ্ঠকে সে কি বলিবে? তাহার বলিবার কিই বা আছে? মিনিট দুই তিন এই ভাবে কাটিবার পর, গোষ্ঠ টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মৃদু এবং কোমল করিয়া বলিয়া উঠিল, "রমু, আমাকে ক্ষমা কর।"

রমলা এতক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া, বোধ করি টেবল-ক্লথটার বুনানির রহস্যানুসন্ধানে নিযুক্ত ছিল। হঠাৎ এইরূপে সম্ভাষিত

হইয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মুখ তুলিয়া গোষ্ঠর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, "আমার কাছে আপনি কি এমন অপরাধ করেছেন যে, এত বিনয় প্রকাশ করে' ক্ষমা চাইতে হচ্চে ?"

কথাটা শুধু শিষ্টাচার মনে করিয়া, গোষ্ঠ বিনয়ের মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া জড়াইয়া-জড়াইয়া বলিতে লাগিল, "জানি আমি, আমার এ অপরাধের ক্ষমা নাই ; তবু তোমার কাছে আমি মিনতি করছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর !"

রমলা অধিকতর আশ্চর্য্য হইল। গোষ্ঠর মেমসাহেব পত্নী যে তাহাকে ত্যাগ করিয়া, তাহার সহিত বিবাহ-বন্ধন ছেদন করিয়া, বিলাতে গিয়া পুনরায় বিবাহ করিয়াছে, এ সংবাদ রমলা এখনও জানে না—কেহ এ খবর তাহাকে শুনায় নাই। সুতরাং সে যে গোষ্ঠর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। সে কহিল, "আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না যে গোষ্ঠবাবু !"

অত্যন্ত অনুতপ্তের ভঙ্গীতে গোষ্ঠ কহিল, "দেখ, বুঝতে না পেরে আমি যদি একটা মস্ত ভুলই করে' থাকি, তার কি ক্ষমা নেই ? তুমি বিবেচনা করে দেখ, এখানকার এই গণ্ডীবদ্ধ সমাজ থেকে সেখানকার খোলা সমাজে গিয়ে পড়ে', কটা লোক মাথার ঠিক রাখ্‌তে পারে ? আমিও পারি নি। এখন সে ভুল সংশোধন করেছি। তবুও কি তুমি ক্ষমা করতে পার না ? তুমি কি এতই কঠিন হতে পারো ?"

বার বার একই কথা শুনিয়া, রমলা ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। তথাপি, যথাসাধ্য আপনাকে সংযত করিয়া ধীর ভাবে কহিল, "আপনি যদি কোন ভুল করে থাকেন, তাতে ক্ষতি আপনার; আর সে ভুল যদি সংশোধন করতে পেরে থাকেন, তাতেও লাভ আপনারই। এর জন্যে আমার কাছে আপনার ক্ষমা চাইবার কি আবশ্যক, তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।"

গোষ্ঠ ভাবিল, রমলা তাহাকে বিদ্রূপ করিতেছে। তখন সে একটু উত্তেজিত হইয়া স্পষ্ট কথা আরম্ভ করিল, "তুমি কি তা' হলে আমাকে ভালবাসতে না? এবং এখনও বাস না?"

রমলা তখন নিজেই একটু অনুতপ্তা হইয়া কহিল, "এ বিষয়ে আমারও একটু ভুল হয়েছিল, গোষ্ঠ বাবু! সেজন্য আমিই আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আগে আমি মনে করতুম বটে, যে, আপনাকে ভালবাসি। কিন্তু পরে আমি আমার ভুল বুঝ্‌তে পেরেছি। আপনি বিবাহ করেছেন বলে যদি মনে করে থাকেন, আমার কাছে আপনি অপরাধী হয়েছেন, তা' হলে আমি আপনাকে অন্তরের সহিত বল্‌ছি, আপনি কিছুই অন্যায় করেন নি। এর মধ্যে যদি ভুল কোথাও কারুর হয়ে থাকে, তবে সে আমাদের দু'জনেরই ভুল হয়েছিল। যাক্‌, আপনি নিজেই নিজের ভুল শুধ্‌রে নিয়ে বিয়ে করেছেন। আমিও পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি। এতে আমাদের কারুর বিশেষ কোন অপরাধ হোয়েছে বলে' ত মনে হচ্চে না!"

গোষ্ঠ এইবার আর আপনাকে সংযত রাখিতে পারিল না। একটু শ্লেষের স্বরে কহিল, "তোমার ভুল কত দিনে তুমি বুঝতে পেরেছিলে? আমি ফিরে আসবার পর ত?"

গোষ্ঠর এই শ্লিষ্ট স্বর বুঝিতে রমলার একটুও বিলম্ব হইল না। তথাপি সে সংযত ভাবেই বলিল, "না, তার অনেক আগে।"

শ্লেষের মাত্রা আর একটু বাড়াইয়া দিয়া, চিবাইয়া চিবাইয়া গোষ্ঠ কহিল, "কে সেই ভাগ্যবান—জান্‌তে পারি কি?"

রমলা উত্তেজিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "সে কথা জান্‌তে চাইবার আপনার কোন অধিকার নেই। কোন্ অধিকারে আপনি আমাকে এমন কথা জিজ্ঞাসা করেন?"

গোষ্ঠ বিদ্রূপের স্বরে হাসিতে হাসিতে কহিল, "তোমার বাবাই আমাকে এ অধিকার দিয়েছেন!"

"কখ্‌খনো না। আপনার মত লোককে তিনি কখনও এত বড় অধিকার দিতে পারেন না!"

গোষ্ঠ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "শরৎবাবুটা কে? সেই কি এই ভাগ্যবান্ ব্যক্তি?"

রমলা ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল; কিন্তু প্রাণপণে আপনাকে সংযত করিয়া কহিল, "আপনি বাড়ী বয়ে আমাকে অপমান করতে এসেছেন? আপনার মত ইতরের সঙ্গে কথা কহিতেও ঘৃণা বোধ হয়।" বলিয়াই গোষ্ঠকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গোষ্ঠর চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া বিজনবাসিনী অনেকক্ষণ হইতে পাশের ঘরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া দুইজনের কথা শুনিতেছিলেন। তিনি এইবার পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া এ-ঘরে আসিয়া গোষ্ঠকে কহিলেন,"তুমি বাছা বাড়ী যাও। তোমার আর এখানে আসবার দরকার নেই। রমলার সঙ্গে তোমার কিছুতেই বিয়ে হতে পারে না।"

গোষ্ঠ ঘাড় নীচু করিয়া চলিয়া গেল।

১৭

প্রসন্নময়ী আজ ভারি ব্যস্ত। শরৎ বোম্বাই হইতে টেলিগ্রাম করিয়াছে—সে বাড়ী অভিমুখে রওনা হইল।

এতদিন তিনি একমাত্র সন্তানের মুখ দেখেন নাই। সেই ছেলে আজ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছে। কাল হউক, কি পরশু হউক তিনি পুত্রের মুখ দেখিতে পাইবেন। তাঁহার বুকে আজ আনন্দ ধরিতেছে না; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ কালব্যাপী দুঃখের রেশে তাঁহার বুকখানা মাঝে মাঝে কাঁপিয়া উঠিতেছে। রাম চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনবাসে চলিলেন—এই দুঃখে দশরথের কেন মৃত্যু হইয়াছিল, প্রসন্নময়ী আজ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। আজ তাঁহার এক চোখে হাসি, এক চোখে কান্না।

বাড়ীতে যেন বিরাট উৎসবের আয়োজন হইতেছে। যেন দিগ্বিজয়ী বীর যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন। বাড়ীঘর

সমস্ত সাজানো হইতেছে। প্রসন্নময়ী নিজে প্রাচীনা হইয়াছেন,—একা তিনি পারিয়া উঠিবেন না বলিয়া, এই দীর্ঘ বিরহের সমদুঃখ-সুখা সঙ্গিনী রমলাকে ডাকাইয়া আনিয়া, শরতের শয়নকক্ষ সাজাইবার ভার দিয়াছেন। এখনকার সেয়ানা মেয়েদের পছন্দ ভাল। রমলা নীরবে কায করিয়া যাইতেছে। তাহার বুকের ভিতরটায় আনন্দ, দুঃখ, অভিমান একসঙ্গে ঠেলাঠেলি বাধাইয়া দিয়াছে। কিন্তু সে বড় চাপা মেয়ে—তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বুকের ব্যথা বুঝিবার যো নাই। সে মনে মনে সঙ্কল্প আঁটিতেছে—তিনি যেমন তাহাকে দুঃখ দিয়াছেন, তাঁহাকেও তেমনি জব্দ করিতে হইবে। তিনি সাধিয়া কথা না কহিলে সে কিছুতেই আগে তাঁহার সহিত কথা কহিবে না!

শরৎ যে সব জিনিস খাইতে ভালবাসে, প্রসন্নময়ী তাহার উপকরণগুলি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছেন। শরৎ আসিলেই তিনি নিজহস্তে প্রস্তুত করিয়া শরৎকে খাওয়াইবেন। শরতের খাবার প্রস্তুত করিবার ভার অপর লোকের হাতে দিয়া তিনি কি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন? আহা, বাছা কি এতদিন ভাল করে খেতে পেয়েছে?

দিন দুই কাটিয়া গেল। বোম্বাই মেল হাবড়ায় পৌছিবার ঘণ্টা দুই পূর্ব্বেই প্রসন্নময়ী নিজে তাগাদা করিয়া দ্বারবান, চাকর ও সরকারের সহিত ষ্টেসনে গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

যথাসময়ে শরৎ আসিয়া মায়ের পাদবন্দনা করিল। প্রসন্নময়ীর

কণ্ঠ ভাবের আবেগে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় আনন্দাশ্রু দুই গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া ধরাতল সিক্ত করিতেছে। তিনি শরতের দাড়ীর নীচে হাত দিয়া, তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া, একদৃষ্টে অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া রহিলেন। শরৎও কথা কহিতে পারিতেছে না—অপরাধীর মত চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে প্রসন্নময়ী পুত্রের মাথাটা ধরিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া, তাহার কপালে চুম্বন করিয়া কহিলেন, "এতদিনে কি তোর দুঃখিনী মাকে মনে পড়্‌ল রে? আমি তোর কাছে কি অপরাধ করেছি? কি কঠিন প্রাণ তোর!"

১৮

পরদিন সকালে চা খাইবার সময় হইবার অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই শরৎ পূর্ণবাবুর চায়ের টেবিলে গিয়া দর্শন দিল। পূর্ণবাবু তখন বাড়ীর ভিতরে ছিলেন; রমলাও ইচ্ছা করিয়াই সে দিন তখনও বৈঠকখানায় আসে নাই। শরৎও আজ লজ্জাবশতঃ একেবারে উপরে উঠিতে পারিল না—একজন চাকরকে দিয়া তাহার আগমন-সংবাদ ভিতরে পাঠাইয়া দিল। বার বার আশাভঙ্গ হওয়াতে, সরল বিশ্বাসী পূর্ণবাবুর সংসারের প্রতি বিশ্বাস কমিয়া আসিতেছিল। সেই জন্য দীর্ঘকাল পরে শরতের আগমন-সংবাদ পাইয়াও তিনি তেমন উৎসাহ প্রকাশ করিতে পারিলেন না। তবে গৃহাগত

অতিথির প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক হিন্দু-সুলভ শ্রদ্ধাবুদ্ধি ছিল বলিয়াই, তিনি চাকরকে দিয়া শরৎকে বসিতে বলিতে পাঠাইয়া, একটু পরে নিজেই বৈঠকখানায় গমন করিলেন।

পূর্ণবাবু বৈঠকখানার দরজায় দেখা দিবামাত্র, শরৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া, তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকটে গিয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, তাঁহার দুই পায়ে হাত ঠেকাইয়া, সেই হাত নিজের মাথায় স্পর্শ করাইল।

শরতের এই আচরণে পূর্ণবাবু একেবারে বিগলিত হইয়া গেলেন। বিলাতী কায়দায় অভিবাদনে অভ্যস্ত পূর্ণবাবুর প্রাণের কোন্ এক বহুকাল-বিস্মৃত তারে শরতের এই হিন্দু-প্রথার প্রণাম কি এক অভিনব ঝঙ্কার তুলিয়া দিল। শরতের প্রতি তাঁহার মনে যে সামান্য তিক্ত ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ অপসৃত হইল। তিনি সসব্যস্ত হইয়া, দুই হাতে তাহাকে তুলিয়া, একেবারে বুকের উপর টানিয়া লইয়া, সুদৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের মধুর স্মৃতি তাঁহার অন্তর একেবারে মধুময় করিয়া তুলিল। মনে পড়িল, বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তিনি যখন খাঁটি হিন্দু ছিলেন, তখন চিরকাল গুরু-জনকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অজস্র আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন। মনে পড়িল, শৈশবে বিজয়া দশমীর দিন সর্ব্বসাধারণের সহিত প্রণাম, নমস্কার ও আলিঙ্গনের উৎসাহ। এই রকম শৈশব-কৈশোর-যৌবনের

আরও কত মধুর স্মৃতি তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তিনিও প্রসন্নময়ীর ন্যায় শরতের কপালে চুম্বন করিয়া, তাহাকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন।

একটু আগেই—শরতের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে—যে শরতের সম্বন্ধে তিনি মনে মনে নৈরাশ্য পোষণ করিতেছিলেন, শরতের মধুর ব্যবহারে তাঁহার সে ভাব অন্তর্হিত হইল। গোষ্ঠর কথাও তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। গোষ্ঠ ত শরতের মত এতটা নম্র, শান্ত, শিষ্ট ও বিনয়ী নয়! বরং বিলাতে গিয়া, সেখানকার আদব-কায়দায় অভ্যস্ত হইয়া, তাহার ঔদ্ধত্য আগেকার অপেক্ষা ইদানীং যেন কিছু বাড়িয়াই গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

শরৎ আপনাকে পূর্ণবাবুর আলিঙ্গন-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া নতমুখে কহিল, "যদি অনুমতি করেন, তা'হলে মাকে প্রণাম করে' আসি।"

পূর্ণবাবু অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "সে কি বাবা! তুমি বাড়ীর ভিতর যাবে, তার জন্যে তোমাকে আমার অনুমতি নিতে হবে! স্বচ্ছন্দে চলে' যাও। বরং চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্চি। আজ না হয় চা-টা ওপরেই খাওয়া যাবে।" বলিয়া শরতের হাত ধরিয়া, তাহাকে টানিয়া উপরে লইয়া চলিলেন। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে, বেহারাকে ডাকিয়া, চা উপরে পাঠাইয়া দিবার হুকুমও দিয়া গেলেন।

বিজনবাসিনী তখন একজন চাকরকে দিয়া বিছানা ঝাড়িয়া

তোলাইতেছিলেন। শরৎকে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিলেন, "এস বাবা! ভাল আছ ত? আহা, বাছার শরীর যেন আধখানা হয়ে গেছে! মাকে এমন করেও কাঁদাতে হয় বাবা! তুমি এখনও বড় ছেলেমানুষ আছ!"

শরৎ এই অনুযোগ নত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইয়া, তাঁহাকেও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিয়া কহিল, "রমু কোথায় মা? তাকে যে দেখ্‌ছি নে?"

"সে তার পড়বার ঘরে আছে। যাও না তার কাছে!"

শরৎ ত ইহাই চাহে। বিজনবাসিনীও চাহেন, শরৎ ও রমলাতে একবার নির্জ্জনে সাক্ষাৎ হয়। তাই তিনি রমুকে না ডাকিয়া, শরৎকেই তাহার নিকট যাইতে বলিলেন। শরৎও দ্বিরুক্তি না করিয়া, রমলার পড়িবার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

শরৎকে আবার কাছে পাইয়া বিজনবাসিনী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছেন। শরৎকে যেদিন তিনি প্রথম দর্শন করেন, সেইদিন হইতেই তাহার উপর তাঁহার কেমন একটা মায়া জন্মিয়া গিয়াছিল। তাহার উপর, গোষ্ঠ যখন মেম বিবাহ করিয়া আনিয়া, তাঁহাদের আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিল, সেইদিন হইতে গোষ্ঠকে তিনি আর মোটে সহ্য করিতে পারিতেন না। গোষ্ঠর বিপত্নীক অবস্থার কথা শুনিয়া, পূর্ণবাবু অনেক বিবেচনা করিয়া, তাহার পুনরায় তাঁহার বাড়ীতে আসিবার পথ খোলসা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বিজনবাসিনী তথনও তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই।

বস্তুতঃ, স্বার্থের খাতিরে পুরুষমানুষ অপ্রীতিকর ব্যক্তি বা বস্তুকে কায়ক্লেশে বরদাস্ত করিয়া লইতে পারিলেও, স্ত্রীলোক এতটা সহজে তাহা পারে না। সেই জন্য রমলা যে দিন গোষ্ঠকে স্পষ্ট বাক্যে প্রত্যাখ্যান করিল, সে দিন বিজনবাসিনী মনে মনে যথেষ্ট খুসী হইয়াছিলেন। সেদিন তাঁহার আরও একটা জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, রমলা শরতের প্রতি যথার্থই অনুরক্তা ; এবং পূর্ব্বে একদিন শরতের প্রসঙ্গে সে যে অতটা :বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাও তাহার অন্তরের কথা নহে। বিজনবাসিনী এই ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতেছিলেন যে, রমলা তাঁর পেটের মেয়ে, অথচ মা হইয়া তিনি এতদিন তাহার পেটের কথা জানিতে পারেন নাই! এজন্য তিনি মধ্যে মধ্যে আপনাকে ধিক্কার দিতেও ছাড়িতেন না।

শরৎ রমলার পড়িবার ঘরের নিকটবর্ত্তী হইয়া হাঁক দিল, "রমু, ও রমু, কোথায় তুমি?"

রমলা শরতের আসিবার কথা অনেকক্ষণ আগেই টের পাইয়া, এতক্ষণ ধরিয়া মনে মনে অভিমানের অভিনয়ের রিহার্সাল দিতেছিল। কিন্তু শরতের এক 'রমু' সম্বোধনেই তাহা সূর্য্যোদয়ে কুয়াসার ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। সে দরজা দিয়া মুখ বাড়াইয়া কহিল, "এই যে আমি এ ঘরে—এ দিকে আসুন।"

শরৎ রমলার নির্দ্দিষ্ট চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িয়াই মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল। রমলাও হাসিতেছিল। উভয়েরই

বুকের ভিতর হাজার হাজার কথা আগে বাহির হইবার জন্য এক সঙ্গে ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল; অতএব দুইজনের কাহারও মুখ দিয়াই খানিকক্ষণ কথা-যোগাইল না।

অবশেষে শরৎ কহিল, "কাল রাত্রে বাড়ী এসেছি; আর আজ সকালে প্রথমেই তোমাদের বাড়ী এসেছি। এখনও পাড়ার কারুর সঙ্গে দেখা করা হয় নি।" আগে সে রমলাকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিত।

রমলা কহিল, "আমাদের উপর আপনার এ অনুগ্রহ কেন?"

শরৎ দেখিল, এরূপভাবে কথাবার্ত্তা চলিলে, তাহার পরিণাম ভাল হইবে না। তাই রমলার প্রশ্নের উত্তরটা এড়াইয়া গিয়া কহিল, "যাক্। ভাল আছ ত?"

রমলা কহিল, "আছি। আপনি ফির্‌লেন যে বড়?"

শরৎ কহিল, "কি জানি? কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে এল।"

"মার জন্যে মন কেমন কচ্ছিল বোধ হয়?"

"না, তাও ঠিক নয়। তা'হলে ত অনেক কাল আগেই ফিরে আস্‌তুম। মা আমাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে কি কম চেষ্টা করেছিলেন! লোক যে কতবার পাঠিয়েছিলেন, তার হিসেব করা যায় না। দু' তিনবার গাড়ী রিজার্ভ করে ফেলেছিলেন পর্য্যন্ত। আমি ফি'বার তা' ক্যানসেল করে দিয়েছিলাম। তা'ছাড়া, আমি ফি হপ্তায় দুখানা করে চিঠি দিতুম, মাও ফি চিঠির জবাব

দিতেন। এ তো মার জন্যে মন কেমন করা নয়—এ যে কিসের আকর্ষণ, তা' আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। এক সপ্তাহ আগেও আমার আসবার কোন ঠিক ছিল না—আসবার কথা মনেই হয় নি। হঠাৎ কে যেন আমার মাথার ভেতর এই ভাবটা ঢুকিয়ে দিলে যে, আর তোমার বিদেশে পড়ে থাকবার দরকার নেই, এইবার তোমার বাড়ী ফেরবার সময় হয়েচে।"

রমলা আশ্চর্য্য হইয়া শরতের কথা শুনিতেছিল। তাহার মনে হইল, এই এক সপ্তাহের মধ্যেই ত গোষ্ঠ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, এবং সে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বিদায় দিয়াছিল! একজন মানুষ কি হাজার হাজার ক্রোশ দূরে থাকিয়াও, আর একজন মানুষের মনের কথা জানিতে পারে?

শরতের মুখে চিঠির কথা শুনিয়া কিন্তু রমলার হাসি পাইতেছিল। সপ্তাহে দুইখানির হিসাবে শরৎ যতগুলা চিঠি তাহার জননীকে লিখিয়াছিল, তাহার প্রায় সবগুলাই যে এখনও রমলার বাক্সের ভিতরে!

এই সময়ে বিজনবাসিনী ও-ঘর হইতে ডাকিয়া কহিলেন, "রমু, মা, শরৎকে সঙ্গে করে' নিয়ে এস, চা তোয়ের হয়েচে।"

বাড়ী ফিরিবার সময় রমলা জিজ্ঞাসা করিল, "ওবেলা আসবেন ত?"

শরৎ কহিল, "হ্যাঁ, আসব বই কি!" কিন্তু আজ আর সে বৈকালে আসিতে পারিল না; দীর্ঘ অদর্শনের পর বন্ধুবান্ধবগণের সঙ্গে আলাপ করিতেই তাহার সমস্ত দিনটা কাটিয়া গেল।

১৯

পরদিন যথা সময়ে চা খাইতে আসিয়া শরৎ দেখিল, আজ বিস্তৃত আয়োজন। সে আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "আজ এ সব কি? সকালে ত এত খাওয়া আমার অভ্যেস নেই!"

বিজনবাসিনী সস্নেহে কহিলেন, "খুব পারবে। বিদেশে কি তোমার খাওয়া ছিল? কে দেখ্‌বে, কে শুন্‌বে? চাকর-বামুনের হাতে খেয়ে কখনও সুখ হয়? যে চেহারা হয়েচে তোমার, দেখেই আমার ভয় কর্‌চে।"

"বিদেশে কি আমি এতদিন উপবাস করে ছিলুম?"

"তা' সে উপবাসেরই সামিল বই কি!"

"মাও ঐ কথা বলেন। আপনারা কি যে মনে করেন, জানি না।"

"তা' বলবেনই ত। মায়ের চোখের আড়ালে ছেলে যত ভালই থাক না, মার মন কি তা' বোঝে? মার মন কি তাতে তৃপ্ত হয়? লক্ষ্মী বাবা আমার, খেয়ে ফেল।"

এত স্নেহের অনুরোধ অগ্রাহ্য করা শরতের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল।

রাত্রে স্বামি-স্ত্রীতে পরামর্শ হইয়াছিল। তদনুসারে এক চুমুকে এক কাপ চা খাইয়াই পূর্ণবাবু উঠিয়া পড়িলেন। শরৎকে কহিলেন, "তুমি বসে বসে খাও বাবা, লজ্জা কোরো না। এ তোমার নিজেরই বাড়ী বলে মনে কোরো। আমার একটু দরকার আছে, আমি এখনি আসছি।" বলিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শরৎদের বাড়ীতে গিয়া পূর্ণবাবু একজন চাকরকে দিয়া ভিতরে খবর পাঠাইলেন, গিন্নীর নিকট তাঁহার কিছু প্রয়োজন আছে।

মিনিট পাঁচ পরে প্রসন্নময়ী আসিয়া মাঝের দরজার পাশে দাঁড়াইলেন। একজন ঝি মধ্যস্থ হইয়া কহিল, "মা জিজ্ঞাসা করচেন, আপনি কি বলচেন?"

পূর্ণবাবু কাতর কণ্ঠে কহিলেন, "তোমার মাকে বল, আমার রমুর জন্যে উনি শরৎকে আমায় ভিক্ষা দিন।"

ঝিকে আর এ কথার পুনরাবৃত্তি করিতে হইল না। প্রসন্নময়ীর আদেশে সে কহিল, "মা বল্‌চেন, 'দিলুম'।"

পূর্ণবাবু আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। এত সহজেই যে প্রসন্নময়ী রাজী হইবেন, ইহা তিনি আশা করেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিতে হইবে। প্রসন্নময়ী হয় ত মোটেই রাজী হইবেন না।

তখন তিনি কহিলেন, "এই কথাই স্থির ত?"

প্রসন্নময়ী ঝিকে দিয়া বলাইলেন, "তাঁহার সম্বন্ধে স্থির বটে। তবে শরতের একবার মত লওয়া আবশ্যক।"

পূর্ণবাবু কহিলেন, "আমি যতদূর বুঝছি, তাতে মনে হয়, শরতের অমত হবে না। তবে তাকে একবার স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করা দরকার বটে। তা' সেটা কে করে? আপনিই সে ভার নিলে ভাল হয়।"

প্রসন্নময়ী কহিলেন, "আমারও তাই মনে হয়। আচ্ছা, তাকে জিজ্ঞাসা করবার ভার আমিই নিলুম।"

পূর্ণবাবু আনন্দে গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন, "তা' হলে আমি উদ্যোগ আয়োজন করিগে?"

"স্বচ্ছন্দে করতে পারেন।"

পূর্ণবাবু একটু উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া কহিলেন, "আর, লাখ কথা?"

প্রসন্নময়ী মনে মনে কহিলেন, লাখ কথার যায়গায় দশলাখ কথা হয়ে গেছে। প্রকাশ্যে কহিলেন, "কিচ্ছু দরকার নেই—আপনি আয়োজন করুন গে,—আমি কথা দিচ্চি। ছেলের মন আমি জানি। তাকে জিজ্ঞাসা করা বাহুল্য। তবে বিয়েটা নেহাত গির্জেয় কিম্বা সমাজে গিয়ে দিয়ে কায নেই। বাড়ীতে আমাদের যেমন নিয়ম আছে, তেমনি হলেই ভাল হয়।"

পূর্ণবাবু উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া বলিলেন, "তাই হবে; আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। আপনি না বললেও, আমি তাই

করতুম। চাইবামাত্রই আপনি যখন দিয়েছেন, তখন আমি আপনার মতেই চলতুম—আপনার কিছু বলবার দরকার হ'ত না। আমার নিজের বিয়েও ত গির্জেয় গিয়ে হয় নি—পুরুতের কাছে মন্ত্র পড়েই হয়েছিল।"

"আপনার তা' হলে জানাশুনা আছে দেখছি। তবে তাই করবেন। তা' হলেই আমি নিশ্চিন্ত হলুম।"

২০

সেইদিন দুপুর বেলা শরৎ আহারাদির পর নিজের ঘরে আসিলে, প্রসন্নময়ীও তাহার পিছনে পিছনে আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। মেঝেয় বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, "একটু পরে শুবি। এইখানে আমার কাছে একবার বোস, তোর সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে।"

মায়ের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া শরৎ শিহরিয়া উঠিল, এবং বিনা বাক্যব্যয়ে মায়ের কাছে আসিয়া বসিল। প্রসন্নময়ী কহিলেন, "এইবার তোকে একটি বিয়ে করতেই হবে।"

শরৎ হাসিয়া কহিল, "এই কথা বলবার জন্যে এত গম্ভীর হয়েছ মা? আমি ভয় পেয়ে গেছলুম। তা' বাড়ীতে পা না দিতে দিতেই আবার আরম্ভ করলে? আবার তাড়াতে চাও না কি? এমন জান্‌লে আস্‌তুম না।"

"ষাট্—ষাট্, অমন অলুক্ষণে কথাগুলো বলিস নি; শুন্‌লে গা জ্বালা করে। না, এবার আর তোকে পালাতে হবে না।

এবার আর আমি কিচ্ছু কচ্ছি না। তুই নিজে দেখে শুনে পছন্দ করে নে। তুই যাকে বিয়ে করে আনবি, আমি তাকেই আমার বৌ বলে বরণ করে ঘরে তুলব।”

“পারবে?”

“পারব।”

“সে যদি খৃষ্টান, কি ব্রাহ্ম হয়, তা হ’লেও পারবে?”

“তা’ হলেও পারব।”

“তবে তুমি উদ্‌যুগ আরম্ভ করে দাও, আমিও কনে’ দেখ্‌তে লেগে যাই।”

“কনে’ আর দেখবি কি? দেখ্, আজ সকালে পূর্ণবাবু এসেছিলেন, তোকে ভিক্ষে চাইতে। আমি দিয়ে ফেলেছি।”

শরৎ মুখখানা হাঁড়ীপানা করিয়া কহিল, “তবে আর কি মা! তুমি যখন আমাকে আগে থাক্‌তেই বিলিয়ে দিয়েছ, তখন আর আমাকে বলা কেন? এই না তুমি বললে, তুমি কিছুই করবে না? এই বুঝি তোমার কিছুই-না-করা? এ ত ষোল আনাই তোমারই করা হচ্চে!”

“তা’ হলে কি তুই রমুকে বিয়ে করতে চাস না? ঠিক করে বল। আমি তা’ হলে ওঁদের বারণ করে পাঠাই?”

“না—না, তোমাকে সে-সব আর কিছুই করতে হবে না। তুমি যখন কথা দিয়েই ফেলেছ, তখন আর উপায় কি? যা’ থাকে কপালে—তোমার পছন্দ-করা মেয়েকেই আমি বিয়ে

করছি। কেউ আর বলতে পারবে না যে, আমি মায়ের কথার অবাধ্য। পূর্ণবাবু কখন এসেছিলেন?"

"তুই যখন ওদের বাড়ী চা খেতে গেছলি।"

"ওঃ! তাই তিনি একবাটী চা খেয়েই অমন ঝড়ের মত চলে এলেন! আর আমাকে আটকে রাখবার জন্যেই অত খাবার-দাবারের আয়োজন করেছিলেন! ভেতরে ভেতরে তোমরা এতখানি ষড়যন্ত্র করেও আমাকে বলছ,—তুই নিজে দেখে শুনে বিয়ে কর! বেশ মা তুমি যা-হোক।"

"আজ তোকে খুব খাইয়েছে না কি?"

"ওঃ! সে একটা রাক্ষসের খোরাক!"

"আচ্ছা, তুই ঘুমুতে যাচ্ছিলি, ঘুমোগে যা।" বলিয়া প্রসন্নময়ী রন্ধনশালার উদ্দেশে গমন করিলেন।

২১

ইহার কয়েক দিন পরেই এক দিন অপরাহ্ণকালে রক্তবর্ণ পট্টাম্বরপরিহিতা রমলা নববধূবেশে গাঁটছড়া-বাঁধা অবস্থায় শরতের পিছনে পিছনে আসিয়া প্রসন্নময়ীকে প্রণাম করিল।

প্রসন্নময়ী প্রীতিপ্রফুল্ল, গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, "জন্ম এয়োস্ত্রী হও মা,—এর বাড়া হিঁদুর মেয়ের অন্য আশীর্ব্বাদ আমি জানি না।"

সম্পূর্ণ

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, শুনেন নাই, আশাও করেন নাই। সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি! বঙ্গসাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠে সমর্থ হন, সেই মহা উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব 'আট আনা সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি। মূল্যবান্ সংস্করণের মতই কাগজ, ছাপা, বাঁধাই প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। মফঃস্বল-বাসীদের সুবিধার্থ, অপ্রকাশিত গুলির জন্য নাম রেজেষ্ট্রি করা হয়; যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে ভিঃ পিঃ ডাকে ॥৶৹ মূল্যে প্রেরিত হইবে। প্রকাশিত গুলি একত্রে লইতে হয়, বা পৃথক পৃথক সুবিধামত পত্র লিখিয়াও লইতে পারেন। এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে—

অভাগী (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।

ধর্ম্মপাল (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পল্লীসমাজ (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কাঞ্চনমালা (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বিবাহবিপ্লব (২য় সংস্করণ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ, বি-এল্।

চন্দ্রনাথ—(২য় সংস্করণ) শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দুর্ব্বাদল (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

বড় বাড়ী (২য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।

অরক্ষনীয়া (২য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ময়ূখ—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

সত্য ও মিথ্যা—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

রূপের বালাই—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

সোণার পদ্ম—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

নাইকা—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।